আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১



পবিত্র নগরী মদিনাকে করোনাভাইরাস মুক্ত ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক :- মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) স্মৃতি বিজড়িত (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৪ || সংখ্যা ৪০ || সোমবার || আষাঢ় ১৭ || ১৪২৬ || জিলকদ ৮ || ১৪৪১ || Vol. 24 || Issue 40 || June 29 || 2020 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

প্রাইমারী নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল আগামী সপ্তাহে ॥ ডাক বিভাগে জ্যাম ॥ সবার দৃষ্টি অ্যাবসেন্টী ব্যালট

নতুন প্রজন্ম নাড়িয়ে দিয়েছে মূলধারার রাজনীতি

সালাহউদ্দিন আহমদ: নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২৩ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ভোটারদের সরাসরি ভোট গণনা শেষ হলেও অ্যাবসেন্টী ব্যালট ভোট এখনো গণনা শেষ না হওয়ায় নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ইউএস ডাক বিভাগে অ্যাবসেন্টী ব্যালটের জ্যাম লেগেছে। অনেক ভোট এখনো ডাক বিভাগে জমা পড়েছে এবং সেগুলো বোর্ড অব ইলেকশন অফিসে প্রেরণ করা হচ্ছে। অপরদিকে একাধিক বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে



উঠেছেন। কেননা তাদের মধ্যে কেউ কেউ ২০০, ৫০০ বা দেড়/দুই হাজার ভোটের ব্যাবধানে ২৩ জুনের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তাদের প্রত্যাশা অ্যাবসেন্টী ভোটে তাদের জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এবারের নির্বাচনে বিশেষ করে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অন্তত ১৫জন নতুন প্রজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিয়ে নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিতে নাড়া দিয়েছেন। ফলে আমেরিকার রাজনীতিতে তাদের আগামী দিনে বিপুল সম্ভবাবনা দেখছেন রাজনৈতিক মহল। এই প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন সিনেটর (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

ভারতের ১৮ কিমি ভেতরে ঢুকে পড়েছে চীনা সেনারা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভারত-চীন সংঘাত সত্ত্বেও প্রতিবেশি দেশের নিন্দা না করায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তুলোধোনা করল কংগ্রেস। মোদির বিরুদ্ধে অসঙ্গত মন্তব্য, কূটনৈতিক ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস। তারা বলেছে, ভারতে অনুপ্রবেশ করায় চীনের খোলাখুলি নিন্দা করে, তড়িঘড়ি কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত মোদির। (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া কি লন্ডন যাচ্ছেন



ঢাকা ডেস্ক: উন্নত চিকিৎসায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার লন্ডন যাওয়া নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে। বেগম জিয়ার পারিবারিক ও দলের সূত্র (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত বন্ধ

অবৈধভাবে প্রবেশ করছেন আশ্রয়প্রার্থীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার বন্ধ থাকায় অনেকেই পড়েছেন বিপাকে। যদিও নিকটাত্মীয়দের আসার অনুমতি রয়েছে। বিশেষ করে বিপাকে পড়েছে শরণার্থীরা। স্থানীয় গণমাধ্যম দ্যা কানাডিয়ান প্রেসের খবরে বলা হয়েছে, নতুন পরিসংখ্যান দেখা গেছে সীমান্ত বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)



জুলাই মাসে করোনায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক লাখ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে। দেশটির ডিজিটাল (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-২০২০

ট্রাম্পের চেয়ে অনেক এগিয়ে বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একদিকে করোনাভাইরাস সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের লেজেগোবরে অবস্থা, অন্যদিকে দেশজুড়ে চলা বর্ণবিদ্বেষবিরোধী বিক্ষোভ। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে, চড়ছে ভোটের উত্তাপ। আর সেই সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন তার সম্ভাব্য ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন। বিদায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ধরে থাকার স্বপ্নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে থাবা বসিয়েছেন রিপাবলিকান ভোটব্যাংকে। বেশ কয়েকটি জনমত সমীক্ষায় এমনই ইঙ্গিত (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

বিশ্বের কোন দেশে মহামারির অবস্থা বেশি খারাপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মহামারি করোনাভাইরাসের বিস্তার ঘটেই চলেছে। আক্রান্তের সঙ্গে মৃত্যুর ঘটনাও বাড়ছে। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

APOLLO BROKERAGE INC
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার, কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ী ও বিজনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার · ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন · ডিডিসি · নোটারী পাবলিক · মানি অর্ডার
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800, Fax :718-472-9801
E-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

সাহারা খাতুন আবারো আইসিইউতে
ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে আবারো ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) নেয়া হয়েছে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets
Visa Services
SAUDIA · Emirates · ETIHAD · KUWAIT · AmericanAirlines · QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276,
347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS · 5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• Debt Settlement • Late Payment
• Judgment • Charge Off
• Collection • Bankruptcy
Call us 646-775-7008
Mohammad A Kashem
CEO
Core Multi Services Inc.
37-53, 72nd Street, Suite# 1,
Jackson Heights NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA অনুমোদিত
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC অনুমোদিত
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
MOINUL4@GMAIL.COM
Buy
Sell
Rent
Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ী রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Short Sale
Commercial and Residential Real Estate Firm
Mega Homes Realty
32-11 35 Ave Astoria, NY 11106

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC for 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Carpet CITY Carpet, Rugs, Wood Floors & More
স্বল্প মূল্যে বাসা কিংবা অফিসের কার্পেটের জন্য যোগাযোগ করুন
Tel: (718) 267-7000
54-05 Northern Blvd, (Between 54-55 St) Woodside, NY 11377, Email: carpetecity@yahoo.com

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



518 McDONALD AVENUE BROOKLYN OFFICE

Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
JAMAICA OFFICE : 169-20 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

মুসলিম তরুণীকে হিজাব খুলতে বাধ্য করল ফ্লোরিডা পুলিশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একজন মুসলিম আমেরিকান তরুণীকে গ্রেফতার করে জোরপূর্বক হিজাব অপসারণ করতে বাধ্য করেছে পুলিশ। হিজাববিহীন অবস্থায় তরুণীর স্থির ছবি ধারণ করা হয়েছে। আটককৃত ওই মুসলিম তরুণী বলছেন, তার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। তিনি এই কর্মকাণ্ডে জড়িত (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

বিশ্বনাগরিক ড. মুহাম্মদ ইউনূস



তানবীরুল ইসলাম: ১৯৪০ সালের ২৮শে জুন চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন বথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের বিশ্বনাগরিক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯৫৫ সালে কিশোর ইউনূস কানাডার মন্ট্রিয়লে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জাম্বুরিতে যোগদানের মাধ্যমে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে। ওই বয়সেই এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা ভ্রমণের অনন্য এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি । আজকের ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পুরো পৃথিবী চেনে। তিনি পরিচিতি পেয়েছেন তার সম্পাদিত কর্মের মাধ্যমে। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে কাজ করেন। তার কথা শুনতে চায় পুরো পৃথিবীর মানুষ। তিনি দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

তিনি কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন বাংলার অজপাড়াগাঁয়ের হতদরিদ্র, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা একজন নারী সামান্য আর্থিক সহায়তা (জামানতবিহীন ঋণ) পেয়ে কীভাবে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের পরবর্তী প্রজন্ম বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে গবেষণা হয়েছে পৃথিবীর যেকোনো প্রচলিত ব্যাংকের চেয়ে বেশি। গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তোলার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে সুদি মহাজনদের খপ্পর থেকে বের করে এনে স্বাধীনভাবে তাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী করা। ড. মুহাম্মদ ইউনূস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ চলছিল। অসহায়, দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে সাধারণ মানুষের কাছে টেনে আনে। নিজের পকেট থেকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শুরু করা ছোট উদ্যোগই আজকের নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক।

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের জন্য বিশেষত নারীদের জন্য অনন্য (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জাতিসংঘের গাড়ির ভেতরেই উদ্দাম যৌনতা, ভাইরাল ভিডিও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্যস্ত রাস্তায় জাতিসংঘের গাড়ির ভেতরেই যৌনতায় মেতে উঠলেন নারী-পুরুষ। আর সেই কাজ চলছে গাড়ির সামনের আসনে বসে থাকা চালকের উপস্থিতিতেই। এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। কয়েক সেকেন্ডের সেই ভিডিও নিয়ে তোলপাড় চলছে নেটদুনিয়া। এই ভিডিও নিয়ে হইচই শুরু হতেই তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘ।



সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, জাতিসংঘের স্টিকার লাগানো গাড়ির পেছনের আসনে রয়েছেন সংস্থাটির এক কর্মকর্তা। এক লাল পোশাক পরা নারী ওই কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসে রয়েছেন। বসার ভঙ্গি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে তারা সংগমরত। পরিষ্কার ছবির ভিডিও ক্লিপিংয়ে উদ্দাম যৌনতার ছবি স্পষ্ট। ভিডিওতে এটাও দেখা যাচ্ছে যে গাড়ির সামনের সিটে আরো এক ব্যক্তি বসে রয়েছেন। তবে ওই ভিডিওতে কারো মুখই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। গাড়িটির স্টিকার ও নম্বর প্লেট দেখে নিশ্চিত বোঝা গেছে গাড়িটি জাতিসংঘের ট্রুস সুপারভিশান সংস্থার।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ভিডিওটি ইসরায়েলের এক ব্যস্ত রাস্তার। এটাও দাবি করা হয়েছে যে, রাস্তার ধারের একটি বাড়ি থেকে ওই ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি করা হয়েছে। গাড়িতে থাকা জাতিসংঘের ওই কর্মকর্তা এবং ওই নারী; নিজেদের সম্মতিতেই শারীরিক মিলনে লিপ্ত হয়েছিলেন নাকি অর্থের বিনিময়ে তা এখনো পরিষ্কার নয়। ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরই জাতিসংঘ তড়িঘড়ি তদন্তের সিদ্ধান্ত জানায়। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক জানিয়েছেন, এরই মধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই কর্মকর্তাকে দ্রুত চিহ্নিত করা হবে।

জামায়াত যেভাবে দেখছে এবি পার্টিকে

ঢাকা ডেস্ক: নবগঠিত এবি পার্টি নিয়ে কৌতূহল চারদিকে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী কিভাবে দেখছে দলটিকে। কারণ এই পার্টির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বেশিরভাগই এক সময় জামায়াতের নেতাকর্মী ছিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ করেই মুখ খুললেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান।কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় তার দলের অবস্থান ব্যাখা করেছেন। কি বলেছেন জামায়াত আমীর :



আমার এই ভাইটি জানতে চেয়েছেন এবি পার্টি সম্পর্কে। কিছু লোক এটার সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? এই পার্টিটা গঠন হয়েছে গতমাসের ২ তারিখে, মে মাসের ২ তারিখে। তারা তাদের দলীয় মেনিফেস্টো ঘোষণার সময় ঐদিনই বলেছেন- এই পার্টির নীতি হবে, কর্মকৌশল হবে তিনটা জিনিষের উপর ভিত্তি করে সাম্য, সামাজিক সুবিচার ও মানবাধিকার। এটার উপরে তারা কাজ করবেন। সম্মানিত ভাইয়েরা, তারা তাদের (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

দুই কুয়েতি এমপির বিরুদ্ধে পাপুলকে সহযোগিতার অভিযোগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কুয়েতে মানব ও অবৈধ মুদ্রা পাচারের অভিযোগে আটক বাংলাদেশের সাংসদ শহিদ ইসলাম পাপুলকে সহযোগিতা এবং অর্থ পাচারে জড়িত থাকার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে কুয়েতের দুই আইনপ্রণেতার বিরুদ্ধে।

কুয়েতের আরবি পত্রিকা আল কাবাসের বরাত দিয়ে গাল্ফ নিউজ শনিবার এ খবর জানিয়েছে, তবে দুই কুয়েতি এমপির নাম তারা প্রকাশ করেনি।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে আল কাবাস জানিয়েছে, ওই দুই পার্লামেন্ট সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিস। সেজন্য এমপি হিসেবে যে দায়মুক্তি তারা পান, তা প্রত্যাহারের আবেদন করা হবে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বাড়ছে সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ হাজার আক্রান্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ মহামারী যুক্তরাষ্ট্রকে যেন ছাড়ছেই না। মাঝখানে কিছু দিন সংক্রমণ কমলেও ফের বেড়েছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ৩৯ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন করোনাভাইরাসে। এ নিয়ে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ২৪ লাখ ৬৩ হাজার ২৭১ জনে। এই তথ্য ওয়ার্ল্ডওমিটারসের। করোনার প্রাণহানি ও আক্রান্তের তথ্য এই আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আরও ৩৯ হাজার ১০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত (বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা) যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ হাজার ৯০০ চেয়ে বেশি মানুষের করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে, যা একদিনে রেকর্ড আক্রান্তের কাছাকাছি। তাতে বৈশ্বিক তালিকায় শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৪ লাখ ছুঁই ছুঁই করছে। ২৪ ঘণ্টায় ৭৫৬ মৃত্যু নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ছাড়াল। এএফপির খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে গত দুই সপ্তাহ ধরে ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রায় অর্ধেকটিতে করোনাভাইরাস শনাক্তের উল্লম্ফন দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে টেক্সাস ও ফ্লোরিডায় আক্রান্তে রেকর্ড হয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা বেশি ঘটছে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে। অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়ায় আবারও কোয়ারেন্টিন ও ঘরে থাকার নির্দেশনাসহ ফের কঠিন সব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তবে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে নিউজার্সি, নিউইয়র্ক ও কানেকটিকাটে। যুক্তরাষ্ট্রের করোসাভাইরাসের হটস্পট অঞ্চল থেকে (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

দু'হাজার বছরের পুরনো গেঁটে বাতের ওষুধে সারছে করোনা?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ছোঁবে, এ সতর্কতা কিছুদিন আগেই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। করোনার ভয়াল থাবায় বিপর্যস্ত মানবজাতি এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে একটা ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধকের। আপেক্ষায় আছেন কখন একটা সুখবর দেবেন বিজ্ঞানীরা।



আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্যও নানা ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে। এবার নতুন এক তথ্য দিলেন মার্কিন গবেষকেরা। তাদের দাবি, দু'হাজার বছরের পুরনো 'কোলকিসিন'নামে গেঁটে বাতের একটি ওষুধের ব্যবহারে করোনা আক্রান্তরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন।

এই গবেষণায় যুক্ত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গেঁটে বাতের চিকিৎসকরা বহুকাল ধরেই 'কোলকিসিন' ব্যবহার করছেন। রোগীদের উপরে এই ওষুধের প্রয়োগও সহজ। ইঞ্জেকশন বা অন্য কোনোভাবে এই ওষুধ দেওয়া হয় না। গিলে খাওয়া যায়।

জার্নাল অফ আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের গবেষকরা দাবি করেছেন, গ্রিসের ১০৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর উপরে এই ওষুধ প্রয়োগ করে গবেষণা চালানো হয়েছে। গ্রিসের ওই আক্রান্তদের মধ্যে ৫৫ জনকে পরীক্ষামূলকভাবে 'কোলকিসিন' নামে গেঁটে বাতের ওষুধ তিন সপ্তাহ ধরে রোজ দেওয়া হয়। করোনা আক্রান্তদের উপরে অন্যান্য ওষুধের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

করোনায় আর্থিক বিপর্যয়

মানুষ বাঁচানোর পরিকল্পনা চাই

প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিশ্বের অর্থনীতিতে বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। বিশেস করে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বাংলাদেশের অনেক মানুষ। অসংখ্য বেকারের দেশে নতুন করে বেকার বেড়েছে। মহামারির প্রভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে। বেতন কমানো হচ্ছে। এদিকে দিনমজুরদেরও এখন সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। বাসাবাড়ি ও মেসে কাজ হারিয়েছে নারী গৃহকর্মীরা। অনেককেই বেছে নিতে হয়েছে বিকল্প কর্মস্থান। তৃতীয় বিশ্বেও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শুধু বাংলাদেশ কেনো বিশ্বের শীর্ষ শক্তিধর দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কথাই যতি বলা হয় তো বলতে হয় যে, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে খোদ আমেরিকাই চরমভাবে বিধ্বস্ত। প্রায় চার মাস ধরে ঘরে বসিয়ে লাখ লাখ আমেরিকানকে খাওয়ানোর পরও যুক্তরাষ্ট্র সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে করেনার দ্বিতীয় দফা আঘাত হানার পদধ্বনির খবর, চাকুরী হারানোর খবর। এসব খুবই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার। সেই ক্ষেত্রে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে ১৮ কোটি বাংলাদেশের কথা ভাবতেই গা শিউরে উঠে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একটি গবেষণায় বলা হচ্ছে, সাধারণ ছুটির কারণে বহুমাত্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অন-ানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসাও। কাজ না থাকা, সড়কে ভাসমান দোকানে বিক্রি সংকুচিত হয়ে আসা, এমনকি ভিক্ষার পরিমাণ কমে আসায় ঢাকা ছাড়ছে মানুষ। মধ্যবিত্ত অনেকেই বাসাভাড়ার চাপে তাদের পরিবার পাঠিয়ে দিচ্ছে গ্রামে। পরিবারপ্রধান থাকছেন মেস ভাড়া নিয়ে। অবশ্য কী পরিমাণ মানুষ করোনার প্রভাবে ঢাকা ছেড়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই সরকারি কোনো দপ্তর বা সিটি করপোরেশনের কাছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, করোনার কারণে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে অর্থনীতিবিদদের অনুমান। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একটি জরিপের তথ্য বলছে, সাধারণ ছুটির ৬৬ দিনে দেশের তিন কোটি ৫৯ লাখ ৭৩ হাজার ২৭১ জন লোক চাকরি বা উপার্জন হারিয়েছেন। এদিকে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিআইডিএসের একটি গবেষণা বলছে, করোনাকালে দেশে নতুন করে এক কোটি ৬৩ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে বিআইডিএসের আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, করোনার কারণে যে দুই মাস দেশে সাধারণ ছুটি ছিল, তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষতি হয়েছে ৯২ হাজার কোটি টাকা। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, করোন-াভাইরাস মহামারির কারণে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরবে গত তিন মাসে অন্তত এক লাখের বেশি মানুষের যাওয়া আটকে গেছে। তাঁদের অর্ধেকের বেশি ছুটি কাটাতে দেশে এসে ফিরতে পারেননি। অন্যদিকে মহামারি পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত সৌদি আরব নতুন করে আর বিদেশি শ্রমিক নেবে না বলে দেশটির গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই বিপুল জনশক্তির চাপও অর্থনীতিকে সইতে হবে।

বিআইডিএসের গবেষণায় বলা হয়েছে, করোনার কারণে গত চার মাসে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে, তাদের দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে আসতে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি তেমন কাজে আসবে না। কারণ বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির টার্গেট গ্রুপ ঠিক নেই। তাহলে এখন বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। সবার আগে দরকার হবে একটি পরিসংখ্যান। কী পরিমাণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নতুন করে না সাজালে মানুষ বাঁচানো কঠিন হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জনবান্ধব কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসবে–এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বর্ণবাদ, বৈষম্য ও 'কমনওয়েলথ অব হিউম্যান কমিউনিটিজ'

প্রফেসর ড. এম এ মান্নান

মানব সভ্যতা, বিশেষ করে পশ্চিমা সভ্যতা বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকায় একজন কালো বর্ণের মানুষকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বৈষম্য শুরু হয়নি। এর আগে ইংল্যান্ড দাসপ্রথা শুরু করেছিল সপ্তদশ শতকে। তারাই আমেরিকা মহাদেশে হত্যা-নিপীড়ন চালিয়ে সেখানকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করেছে। সম্পদের লালসায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদের ধরে আমেরিকায় নিয়ে যেত কাজ করানোর জন্য। আজকে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা নির্যাতনের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে গাম্বিয়া মামলা করেছে। অতীতে ওই অঞ্চলটি ছিল আফ্রিকা থেকে দাস পাচারের অন্যতম রুট। গাম্বিয়া থেকে নদীপথে দাসভর্তি জাহাজ আমেরিকার পথে পাড়ি জমাত। এরপর আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধ হলো ১৭৭৫ সালে। পরে আব্রাহাম লিঙ্কন গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে দাসপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। আসলে সে দেশে তা বিলুপ্ত হয়নি, নানা আদলে শুধু টিকেই থাকেনি; আরো বিকশিত হয়েছে। তখন দাসদের ওপর শারীরিক নিপীড়ন চলত। এখন মানুষকে মারা হচ্ছে তিলে তিলে।

আমরা যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেনকে 'পশ্চিমা সভ্যতার সূতিকাগার' মনে করি। এই ব্রিটেনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিন্তু দাসত্ব ও শোষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। লর্ড ক্লাইভরা যে বর্ণবাদী ছিল সেই দাবি তো এখন সেখানেই উঠছে। তারা শাসন করেছে জনগণকে শোষণের জন্যই। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার পর দাস ব্যবসা তুঙ্গে উঠে। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়দের কলোনি স্থাপিত হয়। বেশির ভাগ দেশ ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলোর উপনিবেশ। ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি, পর্তুগিজ, জার্মানসহ সবাই আছে এ দলে। ফিজিতে গিয়ে দেখেছি, ঔপনিবেশিক শাসকরা বিভিন্ন দেশ থেকে চাষাবাদের জন্য শ্রমিক নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এসব শ্রমিককে সেখানে ভূমির অধিকার দেয়া হয়নি। ফলে ওরা কয়েক শ' বছর ধরে ভূমিহীন শ্রমিক হিসেবেই আছে। যুগ যুগ ধরে একটি দেশে আছে, সেখানকার পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে; অথচ ভূমির অধিকার নেই। এরা দাস নয়তো কী? ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোই এর জন্য দায়ী। এটাই তো 'বর্ণবাদ'।

অনাদিকাল থেকে মানুষ মানুষকে শোষণ করেছে। অসহায় ও দুর্বলরা সবসময় শোষিত হয়েছে। এই উপমহাদেশের উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে সংগ্রাম করে এখানকার মুসলমানরা 'পাকিস্তান' নামে



স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমাদের এই অংশের মুসলমানরাই অগ্রভাগে ছিল। মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র চাওয়ার পেছনে ছিল এক ধরনের বর্ণবাদ। কারণ বর্ণহিন্দুরা মুসলমানদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত। ব্রিটিশদের পাশাপাশি হিন্দু জমিদাররা কিভাবে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করত সেই কাহিনী বাবা, নানার কাছে শুনেছি। ছাতা মাথায় দিয়ে কেউ জমিদারের কাছে যেতে পারত না। জুতা হাতে নিয়ে যেতে হতো। সাহিত্যেও বর্ণবাদ ও বৈষম্য ছড়ানো হতো। এমন অনেক লেখক ছিলেন যারা হিন্দুদের মহান আর মুসলমানদের নীচ ও হীন হিসেবে উপস্থাপন করতেন। অবশ্য পাকিস্তান রাষ্ট্র হওয়ার পর আমরা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষ বৈষম্যের শিকার হলাম।

তৎকালীন পাকিস্তান প্লানিং কমিশনে কাজ করার সুবাদে একেবারে ভেতর থেকে বৈষম্য দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 'আঞ্চলিক উন্নয়ন' অংশের খসড়া তৈরি করার। এটি করতে গিয়ে হিসাব করে দেখিয়ে দেই, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র যে পরিমাণ খরচ করে বলে দাবি করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আমি যখন ড্রাফটি তৈরি করি, তখন পরিকল্পনা কমিশনে আমার ওপরের দায়িত্বশীলরা এটা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আমার বিশ্লেষণে কোনো খুঁতও ছিল না। আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম এই বৈষম্যের বিষয়টি সবাই জানুক এবং তা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হোক। কিন্তু তারা তা চাননি। আমার ড্রাফটটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। যে কারণে দেখা যায়, পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'আঞ্চলিক উন্নয়ন' অধ্যায়টি অনুপস্থিত।

কোনো সম্প্রদায়কে হীনভাবে উপস্থাপন করে উপন্যাস, গল্প, কবিতা রচনা কিংবা সিনেমা বানানোও বর্ণবাদ। আমি আফ্রিকাতে গিয়ে দেখেছি কিভাবে মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখা হয়েছে। ১৯৮০'র দশকে সুলতান অব সোকোতোর অতিথি হয়েছিলাম। সুলতানের প্রাসাদে আমরা অতিথিরা যখন বসেছিলাম তখন হঠাৎ দেখি দেয়ালে ছোট ছোট জানালার মতো দরজা দিয়ে খানসামারা মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে এসে হাজির। পরে জানলাম ওই সব খানসামা যেন মাথা নত করে সুলতানের সামনে হাজির হতে বাধ্য হয় সে কারণেই দরজাগুলো ওই বিশেষ কায়দায় তৈরি করা। এটাও তো বর্ণবাদ। তাই আমি বলছি, যত রাজা, বাদশাহ, সম্রাটের কথা আমরা জানি, তারা কিন্তু এই বৈষম্যকে ভিত্তি করে এবং মানুষকে শোষণ করে ওই পর্যায়ে গেছেন। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন এটি তৈরির পেছনে ঘাম ঝরানো শ্রমিকদের কথা ভেবেছি, তেমনি রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখে শ্রমিক ও দাসদের ওপর শক্তিমানদের নিষ্ঠুরতা কল্পনায় (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

ভারত-চীন যুদ্ধে বাংলাদেশ বন্ধুর পাশেই থাকবে

মতিলাল দেব রায়

বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারত, স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান সব সময় বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। পক্ষান্তরে চীন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সরাসরি পক্ষ অবলম্বন করে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরাসরি পাকিস্থানের পক্ষে অবস্থান নেয়। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চীন পাকিস্তান কে আধু-নিক রাইফেল, যুদ্ধবিমান ও গোঁলাবারুদ সরবরাহ করে এবং পশ্চিম পাকিস্থানে চীনের সেনাবাহিনী নামানোর পরিকল্পনা কওে, তখন শুনা গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে চীনের আধা সামরিক বাহিনীর কয়েকটি দল এসে পৌঁছেছে। বংলাদেশ স্বাধীনতার হওয়ার কয়েক বছর স্বাধীন দেশ হিসাবে চীন সরকার স্বীকৃতি দেয়নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভুটান হচ্ছে প্রথম রাষ্ট্র যে প্রথম বাংলাদেশ-কে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারত হচ্ছে দ্বিতীয় রাষ্ট্র যে বাংলাদেশ কে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু চীন বাংলাদেশ-কে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর। পৃথিবীতে চীনের বন্ধু সংখ্যা খুব কম, তাদের সাথে কোন দেশের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেনা, তারা অন্য কোন জাতীর সাথে সহাবস্থান করতে পারেনা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে চীন তার প্রভাব বিস্তার করে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে এতদ অঞ্চলে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে প্রভাবশালী হয়ে মাথা তুলতে পারেনা। এই চক্রান্তের প্রথম ধাপ হচ্ছে এই সকল দেশে অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে সরকারকে ঋণগ্রস্থ করে তাদের উপর নির্ভরশীল করে তোলা ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা। চীন মায়ানমারকে সাহায্যের নামে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে মায়ানমারের সেন-াবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে এই বাহিনীকে একটি চৌকোশ সাম-রিক বাহিনীতে পরিনত করেছে, তাই মায়ানমারের সেনাবাহিনী চীনা লাল ফৌজের কমান ডে চলে, মায়ানমার চীনের পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও চলতে পারেনা। রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টি করার পিছনে চীনের ভূমিকা আছে বলে অনেকে ধারনা করেন। চীনের সাধারণ জনস-াধারনের মতামতের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়না, সম্পূর্ণ একনায়কতান্ত্রিক কম্যুনিষ্ট সরকার প্রধান যে সিদ্ধান্ত নেয় তা সবাই মানতে বাধ্য হয়। দেশের মানুষের কাছে তাদের সরকারের কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই। বহির্বিশ্ব করোনা ভাইরাস ছড়ানোর জন্য চীনকে দায়ী করছে এবং চীনের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে চীনা প্রযুক্তিসহ যেসকল অ্যাপ ভারতে ব্যবহার হচ্ছে তার ব্যবহার বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। পৃথিবীতে চীন হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে নিজ দেশের সরকার কর্তৃক ৫ কোটি মানুষ মাও সেতুং এর জামানায় মেরে ফেলা হয়। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ছাড়া চীনের আর কোন আদর্শ নাই, তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করা যায়না। শুনে অবাক হবেন চীনের শতকরা আশিভাগ মানুষ কোন ধর্ম পালন করেনা এবং ধর্ম বিশ্বাস করেনা, তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক আছে বলে একবারেই বিশ্বাস করেনা, তারা মনে করে যত দিন বেঁচে থাকা যায় ইহাই জীবন তারপর কিছু নেই। তারা পশু-পাখি সহ সাপ, তেলাপোকা, বানর, ইদুর, বিড়াল, কুকুর, বাদুড়, কচ্ছপ, গুই সাপ, টিকটিকি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, পোকা মাকর সহ এমন কোন প্রানী নেই যে তারা খায় না। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে চীনের দিকে পৃথিবীর মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে, আমেরিকা সরা সরি বলা শুরু করেছে করোনা ভাইরাসে যে পৃথিবীতে যে পরিমান (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

জুন-জুলাই	২৮	২৯	৩০	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	৩.৫৭	৩.৫৮	৩.৫৮	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০১
সূর্যোদয়	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০
জোহর	১.০১	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২	১.০২
আসর	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৩
মাগরিব	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩	৮.৩৩
এশা	১০.০৩	১০.০৩	১০.০৩	১০.০৩	১০.০২	১০.০২	১০.০২

আফগানিস্তান ও আঞ্চলিক কূটনীতি

তাইমূর শামিল



আফগান রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আফগান নেতৃত্ব এবং সাথে সাথে আঞ্চলিক 'স্টেকহোল্ডার'দের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কাবুলে জেনারেল বাজওয়া এবং আফগান নেতৃত্বের মধ্যে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক এক বৈঠকে উভয় দেশ আফগান ইস্যু এবং আন্তঃআফগান আলোচনার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে তাদের আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সাদিককে আফগান-বিষয়ক প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান যে বিভিন্ন আফগান রাজনৈতিক উপদল এবং আঞ্চলিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে, আফগানবিষয়ক প্রতিনিধি নিযুক্তিই তার প্রমাণ।

সময়ই আফগানিস্তানের দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে। নতুন সামাজিক গতি-প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন তালেবানদের ক্ষমতা ভাগাভাগির সমীকরণে নিয়ে এসেছে। অধিকন্তু, আন্তঃআফগান আলোচনার ঘোষণা অসম্ভব নয় বলে মনে হচ্ছে। তালেবান এবং কাবুল সরকারের মধ্যে শান্তি চুক্তিতে পৌঁছার ব্যাপারে গভীর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাদের শান্তি চুক্তির ব্যাপারে উদারতা দেখাতে হবে। এই উদারতাকে দুর্বলতা নয়, বরং শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রবল ইচ্ছাশক্তি হিসেবে দেখাতে হবে। সাম্প্রতিক বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় পক্ষ থেকে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ সৃষ্টি করার আভাস দেয়া হয়েছে।

আফগান যুদ্ধের বাস্তববাদী একটি ব্যাখ্যা হলো– যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষ প্রাধান্য বিস্তার করবে, আলোচনার টেবিলে তারাই সুবিধা পাবে। সবকিছু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুর সমাধান হবে না। ফলে সহিংসতা অব্যাহত থাকবে। এটাই হলো আফগানদের পথপরিক্রমা। তালেবানরা কয়েকটি আফগান প্রদেশে অব্যাহতভাবে ব্যাপক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। কাবুলে বর্বরোচিত হামলা ও সজ্ঘাত অব্যাহত রাখার জন্য কাবুল সরকার তালেবানদের দায়ী করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি আফগানিস্তানের সব প্রতিবেশী এবং বড় বড় আঞ্চলিক স্টেকহোল্ডারদের জন্য উদ্বেগজনক। আগামী মাসে আন্তঃআফগান আলোচনা শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু সজ্ঘাত অব্যাহত থাকলে আলোচনার সুযোগ শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌঁছবে। শান্তির জন্য এটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং দৃশ্যপটে আন্তঃআফগান আলোচনা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে কূটনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া ও ইরান আন্তঃআফগান আলোচনার ব্যাপারে তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, আন্তঃআফগান আলোচনা শুরু করা যেতে পারে এবং এই আলোচনায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলতে হবে। যাই হোক না কেন, আফগানিস্তানে সব বড় স্টেকহোল্ডাররা মনে করেন, অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে 'দায়িত্বশীলভাবে' এবং 'যথাযথভাবে'। যৌথ বিবৃতিতে এ বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় যে, সৈন্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবশ্যই যাতে শূন্যতার সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় হয়তো সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো শূন্যস্থান পূরণ করে আফগান জনগণ এবং পাশের দেশগুলোর জন্য অব্যাহতভাবে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

আফগান নিরাপত্তাব্যবস্থাকে অব্যাহতভাবে ধ্বংস করার তৎপরতায় নিয়োজিত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে আইসিস (আইএসআইএস), ইটিআইএম, টিটিপি ও আরো কয়েকটি সংগঠন। সবচেয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন আইসিস নির্দোষ বেসামরিক লোক ও সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে হামলা চালিয়েছে। কাবুল প্রশাসন এবং তালেবানরা আন্তঃআফগান আলোচনার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ওসব লুণ্ঠনকারী এবং তাদের সমর্থকরা যে ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আফগান সরকারের মধ্যেও কিছু প্রভাবশালী গ্রুপ ও উপদল রয়েছে, যারা যুক্তরাষ্ট্র-তালেবান চুক্তিকে অথবা তালেবানদের সম্পৃক্ত করে আন্তঃআফগান আলোচনাকে অনুমোদন করে না। তাদের কর্মপরিকল্পনার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবু তালেবানরা এবং আফগান সরকার একে অপরের বন্দীদের মুক্তি দেয়া অব্যাহত রেখেছে– যাতে করে বন্দী মুক্তির কারণে আন্তঃআফগান আলোচনার পথ সুগম হতে পারে। আফগান জনগণের বৈচিত্র্য তথা আফগানিস্তানের বিভিন্ন ধরনের জনসংখ্যার সাথে আন্তঃআফগান আলোচনার চেতনা সম্পৃক্ত। ২০ বছর আগের আফগানিস্তানের থেকে দেশটির বর্তমান অবস্থা ভিন্ন। বহু বছর ধরে আফগানিস্তানে তাজিক, হাজারা ও উজবেকরা দেশটির অনেকগুলো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাবশালী রাজনৈতিক গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জনসংখ্যার এই বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে এবং এসব গ্রুপের স্বার্থকে বিবেচনায় না নিয়ে যেকোনো রাজনৈতিক নিষ্পত্তি করা হলে তা স্থায়ী হবে না। তাই, আঞ্চলিক স্টেকহোল্ডারদের আফগানিস্তানের জনবৈচিত্র্যের চেতনাকে ধারণ করে সমাধানের পথ খোঁজা অত্যাবশ্যক। আফগান ব্যাপারে প্রভাবশালী প্রধান দেশগুলোর অন্যতম হলো পাকিস্তান। আফগান নেতৃত্ব এবং আফগানিস্তানের নিজস্ব প্রক্রিয়াতে শান্তি আলোচনাকে পাকিস্তান সমর্থন করে। এ ছাড়াও, পাকিস্তান আফগান সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে পাকিস্তান আফগানিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। লাখ লাখ শরণার্থীকে স্বাগত জানানো বা আশ্রয় দেয়া থেকে শুরু করে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান হচ্ছে প্রতিবেশী। উভয় দেশের সামনে বহু সুযোগ-সুবিধা ও চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখেই দু'দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য পাকিস্তানকে সক্রিয় কূটনৈতিক উপায় পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সাদিককে আফগানিস্তানবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। এতে আফগানিস্তান ও ওই অঞ্চলের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরো উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত সাদিক হচ্ছেন একজন শ্রদ্ধাভাজন পাকিস্তানি কূটনীতিক। আফগান বিষয়ে তার ভালো বোঝাপড়া এবং দেশটির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা আছে।

পাকিস্তান সঠিক সময়ে আফগানিস্তানের সব স্টেকহোল্ডার এবং দেশটির সব জাতিগোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়ে আফগান-পাকিস্তান সম্পর্কের সত্যিকারের সম্ভাবনা খুঁজে বের করার উদ্যোগ নিয়েছে।

লেখক: পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক

দ্য নেশন থেকে ভাষান্তর মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury, Esq

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া



kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kbaccu@c21amhomescom

CENTURY 21
American Homes
Fine Homes & Estates Division

Residential, Commercial, Forclosures
Auction, Hud & Bank Owned/REO
Properties Available in Queens
Bronx, Brooklyn & Long Island

নিউইয়র্কের যেকোন স্থানে
রেগুলার, অকশন,
ব্যাংকের বাড়ী ক্রয় করতে
এবং আপনার বাড়ী বিক্রয়
ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন

Ph: 347-465-3220



76-26 Broadway,Elmhurst,
NY 11435
347-465-3220

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের
গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: **(917)-434-3338**
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সিঙ্গাপুর-কানাডার বৈধ প্রধানমন্ত্রীদের কান্ড

গোলাম মাওলা রনি

পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সচরাচর 'আদি ও আসল' শব্দটি ব্যবহার করা লাগে কি না তা বলতে পারব না। কিন্তু বাংলাদেশে সেই অনাদিকাল থেকেই 'আদি ও আসল' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যারা ওই শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন তারা যে খুব একটা শখ করে এমনটি করেন, তা কিন্তু নয়। নিতান্ত 'ঠেলা'য় পড়ে তাদের আদি ও আসল শব্দগুলো ব্যবহার করতে হয়। কারণ হলো– আমাদের দেশে নকল করার প্রবৃত্তি রয়েছে– যার কারণে কোনো একটি পণ্য যদি গুণগতমানে জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় তবে রাতারাতি পণ্যটি নকল করার জন্য একশ্রেণীর মানুষ উঠেপড়ে লাগে। নকল করার পাশাপাশি ভেজাল মেশানো এবং আরো সব প্রতারণামূলক কুকর্ম দিয়ে কিছু লোক গুণসম্পন্ন জনপ্রিয় পণ্য এবং পণ্যের উৎপাদকের সুনাম সুখ্যাতি নষ্ট করার জন্য যেভাবে অপতৎপরতা চালায়, তা কেবল বঙ্গ দেশেই সচরাচর দৃশ্যমান। ফলে মূল পণ্যের উৎপাদকেরা যখন দেখেন তাদের পণ্যকে নানাভাবে নকল করা হচ্ছে, তখন পিঠ বাঁচানোর জন্য নিজেদের পণ্যের গায়ে 'আদি ও আসল' সংযোজন করতে বাধ্য হন।

পণ্যসামগ্রী ছাড়াও এ দেশের মানুষ আরো অনেক কিছু নকল করতে সিদ্ধহস্ত। বংশমর্যাদা, ব্যক্তিগত নাম-পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে কণ্ঠস্বর নকলের যে হিড়িক আমরা সচরাচর দেখি, এ কারণে আদি ও আসল শব্দের সিলমোহর না থাকলে লোকজন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সিঙ্গাপুর এবং কানাডা বর্তমান জমানার বিস্ময়কর দুটো রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বর্ণিত উত্তম রাষ্ট্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যদি আপনি বাস্তবে দেখতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই সিঙ্গাপুর অথবা কানাডা যেতে হবে। রাষ্ট্র দু'টি সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এমন যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যার ফলে সেখানকার মানুষজনের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের অন্যসব প্রাণী, বৃক্ষলতা, নদ-নদী প্রভৃতি সভ্য হওয়ার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গাপুর আর কানাডার অভাবনীয় সফলতা এবং সুনাম-সুখ্যাতির কারণে অনেক দেশই তাদের অনুকরণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য ব্যক্তির চিন্তাচেতনায় যে সততা এবং কর্মে যে একনিষ্ঠ পরিশ্রম দরকার তা না করার কারণে সিঙ্গাপুর-কানাডা তো দূরের কথা সংশ্লিষ্ট দেশ দু'টির অপভ্রংশ, অর্থাৎ নকলনবিস হওয়ার সক্ষমতাও কেউ অর্জন করতে পারেনি। আদি ও আসল সিঙ্গাপুর-কানাডার গণতন্ত্র, গণমানুষের অধিকার, রাজনৈতিক নেতাদের সততা ইত্যাদির সঙ্গে যদি আপনি তাদের অপভ্রংশের তুলনা করেন, তবে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন, আসল ও নকলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কোথায়। আসল সিঙ্গাপুর-কানাডার লোকজন কোনো দিন ভোটডাকাতির কথা শোনেনি। শেয়ার মার্কেটের জালিয়াতি, ব্যাংক থেকে আমানত লোপাট অথবা রাজনীতিবিদদের সাথে চোর-ডাকাতদের দহরম মহরমের কথা কোনো দিন শোনেনি। জনগণ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না যে, তাদের নেতা তাদের



সাথে মিথ্যা কথা কলবেন অথবা প্রতারণা করবেন। জনগণের করের টাকা রাষ্ট্রীয় মদদে লুটেরাদের পকেটে চলে যাবে এবং লুটেরারা ইচ্ছেমতো সেই টাকা দেশ-বিদেশের ক্যাসিনোতে খরচ করবে অথবা ভোগবিলাসে ব্যয় করবে। সেখানকার জনগণ সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্রের মালিক। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা রাষ্ট্রের সেবক এবং সরকার পরিচালনাকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের সেবক। যারা রাষ্ট্রের কর্মচারী এবং যারা জনগণের প্রতিনিধি তাদের মধ্যে কোনো দিন কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট সৃষ্টি হয় না। উভয়েই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে রাষ্ট্রের এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী লি এবং প্রধানমন্ত্রীর ট্রুডোর কিংবদন্তি পিতা যথাক্রমে লি কুয়ান ইউ এবং পিয়েরে ট্রুডো তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি সর্বোচ্চ নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষায় নিজ নিজ সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলেছেন এবং সন্তানদের চরিত্রে, আচার-আচরণে এবং চিন্তাচেতনায় সততার বীজ বপন করে জাতির সেবায় মনোনীত করার আগে নিজেরা বারবার নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, সন্তানেরা অবশ্যই জনগণের অভিশাপ কুড়াবে না এবং অনাগত দিনে তাদের বিদেহী আত্মাকে গালি খাওয়াবে না। তারা আরো নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, তাদের সন্তানদের মানসিক ভারসাম্য গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার সুশাসনের পরিপূরক এবং তারা দেশবিরোধী শক্তির সাথে মরে গেলেও আঁতাত করবে না। তাদের সন্তানরা দরদি মনের অধিকারী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী এবং অহঙ্কারমুক্ত যারা অসৎলোকের দ্বারা প্ররোচিত বা উত্তেজিত হয় না এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচার কিংবা অধীনস্থদের সাথে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে না। তাদের সন্তানেরা সাহসী, ধৈর্যশীল এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। তারা লোভী নয় এবং কোনো কিছু অবৈধ উপায়ে তাদের লাভ করার কথা কল্পনা করে না।

সিঙ্গাপুরের কিংবদন্তি প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান এবং কানাডার অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো যখন তাদের সন্তানদের মধ্যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক তখনই নিজ নিজ সন্তানদের নিজেদের রাজনীতির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ফলে ২০০৪ সাল থেকে পৃথিবীবাসী লিকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং ২০১৫ সাল থেকে জাস্টিন ট্রুডোকে কানাডার প্রধানমন্ত্রীরূপে যেভাবে দেখে আসছেন, তার সাথে সমসাময়িক দুনিয়ার অন্য কোনো সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানের তুলনা করা চলে না। উভয় প্রধানমন্ত্রী নিজেদের দেশের গন্ডি অতিক্রম করে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে যেভাবে দিনকে দিন জনপ্রিয় এবং মর্যাদাবান হয়ে উঠছিলেন তা চলমান করোনা সঙ্কটকালে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

সিঙ্গাপুর ও কানাডার প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যেভাবে করোনা সঙ্কট মোকাবেলা করে চলেছেন তাতে তামাম দুনিয়ার মানুষের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে সিক্ত হয়ে চলেছেন। তারা উভয়েই অত্যন্ত সততার সাথে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, করোনা নামক রোগটি অত্যন্ত ভয়াবহ যা মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি, ওষুধপত্র এবং প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্স তাদের নেই। দ্বিতীয়ত, করোনার ফলে তাদের দেশের জনগণের শরীর-মন এবং মস্তিষ্কে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিয়েছেন। তারপর সেসব কথা যারা খুব ভালোভাবে লিখতে পারেন, তাদের দিয়ে একাধিক নিবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে যারা আবার লিখিত স্ক্রিপ্ট হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপনা করতে পারেন তাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন যে, কিভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে জনগণের চোখে দৃষ্টিনন্দন হবে এবং হৃদয়মনে প্রশান্তি সৃষ্টি করবে। সবার শেষে আধুনিক প্রযুক্তির ভিডিও-অডিও ব্যবহার করে প্রায় প্রতিদিন তারা জনগণের কাছে হাজির হয়ে এমন কিছু বলছেন যা প্রতিটি নাগরিক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে গ্রহণ করছে।

তারা তাদের দেশের নাগরিক, অভিবাসী নাগরিক, বিদেশী শ্রমিক কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সব সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা তাদের প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়ার আগেই পৌঁছে দিয়েছেন। জনগণের খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সমস্যাগুলো যা তাদের প্রকৃতিগতভাবে প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন করে তোলে সে বিষয়াদি প্রধানমন্ত্রীদ্বয় তাদের নিত্যকার ভাষণে যখন বারবার উচ্চারণ করে এই মর্মে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে, রাষ্ট্র ও সরকার তাদের পাশে রয়েছে, তখন মানুষ শত বিপদের মধ্যেও বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়ে থাকে। তারা ভুয়া তথ্য অথবা বক্তব্য, মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতারণামূলক অভিব্যক্তিবাদের মোহে তাড়িত হয়ে এ কথা বলার চেষ্টা করেন না যে, আমি এটা করলাম– আমার বাবা ওটা করেছিলেন কিংবা আমার দলের লোকজন এটা-ওটা করছে।

প্রধানমন্ত্রী লি এবং প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর সফলতা ও জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি হলো তাদের ব্যক্তিগত সততা এবং সরলতা। বিনয়-ভদ্রতা এবং সৌজন্য তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরো মোহনীয় ও স্মরণীয় করে তোলে। মানুষের প্রতি সহজাত ভক্তি-ভালোবাসা এবং দায়বদ্ধতার সুদৃঢ় অঙ্গীকার তাদের গণমুখী করে তুলেছে। ফলে নাকের পানি-চোখের পানি এক করে ন্যাকা ন্যাকা সুরে প্রতারণামূলক কথাবার্তা দিয়ে তাদের জনগণকে বিভ্রান্ত করার নিত্যনতুন নাটকের জন্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হয় না। তারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, জনগণের ভোট ছাড়া তারা কোনো দিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এক দিনও গদিতে বসে থাকতে পারবেন না জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা ছাড়া। তারা খুব ভালো করে জানেন, তাদের দেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম, তাদের জনগণ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা এবং সর্বোপরি, তারা সেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বৈধ প্রধানমন্ত্রী। আসল সিঙ্গাপুর-কানাডার জনপ্রিয় এবং সফল প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মূল ক্যারিশমা হলো তাদের বৈধতা। ফলে দায়িত্ব নিয়ে তারা যখন স্থানকাল পাত্র ভেদে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন তখন তা জাদুকরি শক্তি নিয়ে একধরনের সম্মোহনী আবহ তৈরি করে ফেলে। প্রকৃতির মাঝে মহান আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন মাখলুকাতের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিজ নিজ গোত্র, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে নেতা সৃষ্টি করেন ঠিক সেইভাবে মানুষের নেতা হওয়ার জন্যও আল্লাহর ম্যানুয়াল রয়েছে। কেউ যদি সেই ম্যানুয়াল অমান্য করে নকল নেতা হওয়ার চেষ্টা করে তবে দেশ কাল সমাজ কোনোকালে আদি ও আসল সভ্যতার ধারকবাহক হতে পারে না। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়ম প্রধানমন্ত্রী লি এবং প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো খুব ভালোভাবে জানেন বলেই তারা জনগণের নেতা হতে পেরেছেন এবং জনগণের দোয়া আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে দিনরাত সন্তুষ্টচিত্তে ও নির্ভয়ে বুক উঁচু অথচ মাথা নিচু করে হাসিমুখে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব এবং ওমরাহ আদায় কর" - আল কোরআন, সূরা বাক্বারা ১৯৬
"মকবুল হজ্বের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত" - আল হাদীস (আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত)
হজ্ব ১৪৪১ হিজরী

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত।
আমেরিকার একটি নির্ভরশীল এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আরাফা হজ্ব গ্রুপ ২০২০
পরিচালনায়: হাজী মইনুল ইসলাম

হজ্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা:
• ১৯৯৭ সাল থেকে আমেরিকা হতে সাফল্যের সাথে হজ্ব কাফেলা পরিচালনা করছি।
• আরবী ভাষায় আমাদের দক্ষতা রয়েছে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন পবিত্র স্থান সম্পর্কে রয়েছে স্বচ্ছ ধারণা ও পরিচিতি।

ভিআইপি গ্রুপ: $৮,৯০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৫ ষ্টার হোটেল (ক্লক টাওয়ার) ১১ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৫ ষ্টার হোটেল (আনয়ার আল-মদিনা মুভেনপিক) ৩ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগষ্ট, ২০২০ (রবি) মদিনা

এক্সপ্রেস গ্রুপ: $৭,৭০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১১ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৩ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ০৯ আগষ্ট, ২০২০ (রবি) মদিনা

ডিলাক্স গ্রুপ(৪০ সালাত): $৭,৫০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১৯ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৮ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

কাষ্টম গ্রুপ(৪০ সালাত): $৭,৭০০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ৩ ষ্টার হোটেল - ১১ দিন
(৩-৪ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ৩ ষ্টার হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ২৫ জুলাই, ২০২০ (শনি) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

ইকোনমি গ্রুপ(৪০ সালাত): $৫,৯৫০
প্রতি রুমে ৪ জন
• মক্কা: ইকোনমি হোটেল - ২০ দিন
(১৫ মি. হাঁটার দূরত্ব) সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• মদিনা: ইকোনমি হোটেল - ৮ দিন
সাথে বুফে সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার
• যাওয়া ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৭ জুলাই, ২০২০ (শুক্র) জেদ্দা
• আসা ঃ রয়েল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্স ১৫ আগষ্ট, ২০২০ (শনি) মদিনা

ট্যাক্স, হজ্ব ফি ও কোরবানী বাবদ জনপ্রতি অতিরিক্ত ৬০০ ডলার পরিশোধ করতে হবে। ভেক্সিনেশন ফি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়।
(হজ্ব শেষে আপনি ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান অথবা ইন্ডিয়া ঘুরে আসতে পারবেন, অতিরিক্ত চার্জ ৬০০ ডলার)

আজিজিয়ায় রাখা হবে না
শিফটিং হবে না

আরাফা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্, ইন্‌ক
হজ্ব এবং ওমরাহ'র জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

▶ প্রতি গ্রুপের জন্য রয়েছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ব্যবস্থা।
▶ উপমহাদেশীয় খাবারের সুব্যবস্থা আছে।
▶ প্রতিটি গ্রুপের সাথে অভিজ্ঞ গাইড থাকবেন।
▶ বিজ্ঞ আলেম দ্বারা বদলী হজ্বের সুযোগ আছে।

Tel: 718-777-8744 • Cell: 917-446-5188
70-50 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
arafahajj55@yahoo.com • www.arafahajjusa.com

CONTACT
Burhan Uddin (Atlanta): Ph: 678-772-2599 ■ Mohammed Bawa Yusof (Indiana): Ph: 260-206-7275
Syed Chowdhury (Michigan): Ph: 586-873-6890 ■ Rasheed Al Rabbi (Virginia): Ph: 703-867-2201

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চালকং, টিটি মুরগী ও কাচা মেড়েস, বালি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-

রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেপকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99¢
আয়োডাইড সল্ট (২টি)	.99¢

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

Hakim & Co Multiservices
One Stop Solutions For Community Needs



TAX & Immigration Service



Rukon Hakim
Tax Preparer
917-362-2442

Manna Muntasir
Tax Preparer
929-332-9125

এখান থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হয়

Money Transfer

Ria MONEY TRANSFER

SEND MONEY WORLDWIDE Authorized Money Transfer Agent

SUNMAN Global Express Corp

vigo by Western Union

AB Bank রূপালী ব্যাংক

Individual Tax Filing

- Tax Files
- Real Estate
- Citizenship Application
- Immigration Visa Application
- Green Card Renewal Applicat
- Passport Application
- Bill Payments
- Notary Public
- Affordable Housing Application
- Medicaid & Medicare Application

& much more...

IRS e-file

INSTANT CASH PICK-UP

APPROVED

INSTANT Refund

Hajj & Umrah Services

নির্ভরযোগ্য ভ্রমনের জন্য আজই আসুন
নুন্যতম মূল্যে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি

Airline Tickets
(এয়ার লাইন টিকেট)
INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যেকোন স্থানে ভ্রমণের জন্য সুলভ মূল্যে বিমান টিকেট পেতে আমাদের সেবা নিন

718-775-3436

WE ARE OPEN 7 DAYS
আমরা সপ্তাহে ৭ দিন ই খোলা

3156 Bainbridge Ave, Bronx NY 10467
www.hakimmultiservices.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী
এবং
এটর্নি জন রিভস

বাংলা পত্রিকা'র ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশা করি করোনাভাইরাসের ভয়াল আগ্রাসন থেকে আপনারা সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য।
আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতোটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

নিউইয়র্ক থেকে খলিলুর রহমানের প্রশ্নঃ
আমার এক আত্মীয় এদেশে এসে ওয়ার্ক পারমিট ও সোসাল সিকিউরিটি নম্বর পেয়েছে। এখন আমি তার জন্যে একটি ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। আমার প্রশ্নটির উত্তর পেলে খুবই উপকৃত হবো।
প্রশ্নটি হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিট ও সোসাল সিকিউরিটি নম্বর থাকা অবস্থায় কোন ইউএস সিটিজেন মেয়ের সাথে বিয়ে হলে সে গ্রিনকার্ড পাবার জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কিনা?

খলিলুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ
প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে একজন গ্রিনকার্ডধারী কাদের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ
১। স্পাউস (স্বাম/স্ত্রী)
২। অবিবাহিত সন্তান
আর একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিতদের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ
১। স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)
২।বিবাহিত ও অবিবাহিত সন্তান
৩। মা-বাবা এবং
৪। ভাইবোন
সেই সাথে আরো উল্লেখ্য যে গ্রিনকার্ডধারী স্পাউসের ক্ষেত্রে এদেশের বৈধ প্রবেশ এবং স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত এদেশে তাকে বৈধ স্ট্যাটাসধারী হিসেবে থাকতে হবে।
আর ইউএস সিটিজেনের করা আবেদনে তার স্পউসের শুধুমাত্র বৈধ প্রবেশধারী হতে হবে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে সকল কাগজপত্র সহ একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে কথা বলতে পারেন।

কুইন্স থেকে খন্দকার হারুনের প্রশ্নঃ
আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি এখানে আসার পরে নিজ দেশে গিয়ে বিয়ে করেছি। এরপর আমি কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি এবং ২/৩ মাসের মত সেখানে থেকেছি। আমি আবারো বাংলাদেশে যেতে চাচ্ছি।
আমি এখন জানতে চাচ্ছি যে এতবার বাংলাদেশ যাওয়া আমার সিটিজেনশীপের জন্যে কোন অসুবিধা হতে পারে কিনা?
বিয়ের পরেই আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছি। আমাদের এক মেয়ে হয়েছে তার জন্যে আলাদা করে আবেদন করতে হবে কিনা?
এ ব্যাপারে ধারণা পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

খন্দাকার হারুনের প্রশ্নের উত্তরঃ
একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ইউএস এর বাইরে এক বছরের কম সময় থাকতে পারেন। যদি তিনি এক বছর বা তার বেশি সময় ইউএস এর বাইরে থাকেন তবে তিনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আর এদেশে হয়তো প্রবেশ করতে পারবেন না। ইউএস এর বাইরে যদি এক বছর বা তার বেশি সময় অবস্থান করা জরুরী হয় তবে ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী রি-এন্ট্রির অনুমতি লাভের জন্যে ভ্রমণে যাবার আগেই তাকে আবেদন করতে হবে। দুই বছরের রি-এন্ট্রির অনুমতি লাভের জন্যে অনুরোধ করা যায়।
এই রি-এন্ট্রির জন্যে অনুরোধ প্রয়োজনে একাধিকবার করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজনে এবং ইচ্ছামত একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এদেশের বাইরে যেতে পারেন। তবে অবশ্যই প্রমান করতে হবে যে এদেশই হচ্ছে স্থায়ী নিবাস। এদেশ ত্যাগ করে চলে যাবার কোন ইচ্ছা নেই।
ইউএস এর রেসিডেন্সি প্রমাণ করার জন্যে কয়েকটি তথ্যপত্র উপস্থান করা যায়। যেমনঃ ট্যাক্স রিটার্ন, জব লেটার, লীজ, ইউনিলিটি বিল, ব্যাংক একাউন্ট, ইউএস এর ব্যবসা এবং প্রোপার্টি।
একজন গ্রিনকার্ডধারী তার গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন।
তবে এর একটা ব্যতিক্রম আছে এবং সেটা ইউএস সিটিজেনের স্পাউসের ক্ষেত্রে।
একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আর এই নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বছর অথবা তিন বছর এদেশে একনাগাড়ে অবস্থান করতে হবে।
ইউএস এর বাইরে গেলে ছয়মাসের মধ্যে যদি আবার ফিরে আসা যায় তবে একনাগাড়ে এদেশে থাকার নিয়মের বহির্ভূত হবে না। আপনি কয়েকবার এদেশের বাইরে গেলেও সব মিলিয়ে ৭/৮ মাসের বেশি সেখানে অবস্থান করেন নাই। তাই এই সময় এদেশের বাইরে থাকাটায় কোন সমস্যা হবে না যদি অন্য কোন অসুবিধা না থাকে।
একজন ইউএস সিটিজেনকে তার স্পাউস এবং সন্তানের জন্যে আলাদা করে পিটিশান ফাইল করতে হবে। অধিকাংশ কেসের ক্ষেত্রে ইউএস সিটিজেনের যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তার রিলেটিভ পিটিশনের দরকার নাই। নিয়ম অনুযায়ী একজন ইউএস সিটিজেনের সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সেও ইউএস সিটিজেন হিসেবে গণ্য হবে এবং ইউএস এর পাসপোর্ট পাবে।
পামানেন্ট রেসিডেন্ট তার স্পাউসের রিলেটিভ পিটিশনের সাথে সন্তানকেও অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। স্ত্রীর জন্যে পিটিশন ফাইল করার পরে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে নতুন বেবী এই পিটিশনের অন্তর্ভূক্ত হবে। আপনার কেস যদি ইমিগ্রেশন সার্ভিস সেন্টারে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে তবে নতুন জন্মগ্রহণকারী সন্তানের নাম তার মায়ের পিটিশনের সাথে যোগ করার জন্য ইমিগ্রেশনে অনুরোধ করতে হবে।
আর কেসটি যদি ইমিগ্রেশনে আগেই এপ্রুভ হয়ে থাকে তবে আপনাকে ভিসা সেন্টারে যোগাযোগ করতে হবে।



নিউইয়র্ক থেকে হাবিবুর রহমানের প্রশ্নঃ
আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার স্ত্রী সন্তানের জন্যে আবেদন করায় তারা সবাই এখানে এসে তাদের সিটিজেনশীপও পেয়েছে। এখন আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার মা-বাবাকে এখানে আনার জন্যে আবেদন করতে চাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট তৈরী হয় নাই।
ইমিগ্রেশনের রেকর্ডে আমার মা-বাবার জন্মসাল দেয়া ছিলো। এখন তাদের জন্যে আবেদন করতে হলে কি কি তথ্যপত্র প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গে আরো জানতে আগ্রহী যে আমার উপার্জন কি পরিমান থাকতে হবে?

হাবিবুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ
আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনে পরিবারের স্ত্রী সন্তান এখানে এসেছে এবং তারা ইউএস সিটিজেন।
এখন আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে চান।
প্রথমে আমাদের জানা দরকার একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ
১। স্পাউস
২। সন্তান
৩। মা-বাবা এবং
৪। ভাইবোন
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাবাবা এবং অনুর্ধ ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
আপনি একজন ইউএস সিটিজেন সেকারনে আপনি আপনার মা-বাবার জন্যে আবেদন করতে পারেন। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী আপনি ইউএস সিটিজেন বলে আপনার মা-বাবা আপনার সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না।
এখন আমাদের জানা দরকার একজন ইউএস সিটিজেনের মা বাবার জন্যে আবেদন করতে হলে কিকি তথ্যপত্র দরকারঃ
১। ফর্ম আই-১৩০, জি-২৮
২। পিটিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট কপি
৩। বার্থ সার্টিফিকেট কপি
৪। যথাযথ ইমিগ্রেশন ফিস
বেনিফিশিয়ারীর জন্যে যে যে তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ
১। বার্থ সার্টিকেট কপি
২। ম্যারেজ সার্টিফিকেট
৩। সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট কপি
৪। পাসপোর্টের কপি
এরপর আই-১৩০ গৃহীত হলে যাযা লাগবেঃ
১। কারেন্ট জব লেটার
২। কারেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্ট
৩। ট্যাক্স রিটার্ন
আপনি আপনার মা-বাবার জন্ম তারিখের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। এ ব্যাপারে আমরা সবসময় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি তা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনে সবসময় সঠিক তথ্য পরিবেশন করা উচিত। ভুল তথ্য পরিবেশন ক রা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া দরকার। যে কারণে ভুল বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করা অপরাধ।
প্রয়োজনবোধে এখনই তাদের জন্ম তারিখ সংশোধন করতে পারেন। কারণ প্রকৃত আপনার বাবা-মায়ের বিয়ে হয়েছিলো এবং আপনি তাদের সন্তান, এটাই হচ্ছে আসল ঘটনা। এই সাথে তাদের যেটা প্রকৃত বয়স সেটা বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে প্রমান করবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সব শেষে সবার সুস্থতা কামনা করে করোনার ভয়াল থাবা থেকে নিরাপদে থাকার জন্যে সকলের প্রতি আন্তরিক আহবান জানাচ্ছি। মানব জাতির এই দুঃসময়ে আসুন আমরা সবাই সবার মঙ্গল কামনা করি।
ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদঃ হুসনে এ, বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমেরিকা-আমেরিকাই যার কোন তুলনা নেই

তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস



চলমান বৈশ্বিক করোনা প্যান্ডেমিক এ বিশ্বের সবগুলি দেশই নাজেহাল। প্রায় ১০ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত, যার মধ্যে ২ মিলিয়নই আমেরিকান। মারাও গেছে ৫০০ হাজার মানুষ, যার মধ্যে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই মারা গেছে প্রায় ১২৫ হাজার মানুষ। বলতে গেলে সারা বিশ্বই লকডডাউন। অর্থনীতি স্থবির। কাজকর্ম বন্ধ। কোন দেশেই স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে না। আর কাজ না থাকলে টাকাও আসবে না, টাকা না থাকলে খাবারও জুটবে না, বাড়ী ভাড়াও না। সারা পৃথিবীর মানুষই একই বিপদে।

করোনা-প্যান্ডেমিক শেষ হলে বিশ্ব অর্থনীতি সহসা এই ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবে না, স্বাভাবিক আয়ে ফেরার সম্ভাবনাও সুদুর পরাহত। প্রতিটি মানুষের কপালেই চিন্তার ভাঁজ। কি হবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে, কিভাবে চলবে? ইত্যাদি। যাই হোক, অথচ এর মধ্যেও কিছু কিছু দেশের জনগন রয়েছে যেন মহা শান্তিতেও। এমন শান্তি আর কখনও যেন আসেনি। যেমনটা ধরুন আমেরিকা।

করোনা ভাইরাসের জন্য বড়বড় শহরগুলো, অনেক ষ্টেইটস লকড-ডাউন ছিল দীর্ঘ ৩ মাসেরও বেশী। অফিস আদালত, দোকান-পাঠ, ব্যাবসা-বাণিজ্য রেষ্টুরেন্ট সবই বন্ধ। অবশ্য সাবওয়ে, বাস-ট্রেন ব্যবস্থা সচল ছিল। কাজ নেই, চলবে কিভাবে?

উচ্চ আয়ের দেশ। খরচও সে রকমেরই। স্বাভাবিক সময়ে সপ্তাহে হাজার ডলার আয় করেও মাস শেষে যেন শূণ্য হাত সবারই। কিয়েষ্টাবস্থা! না, কোন সমস্যা নেই, কোন টেনশন নেই।

আমি নিউইয়র্কের কথা বলছি। এখানে সকলের জন্যই চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি; শুধুমাত্র 'অতি-ধন্যদের টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়, তারপরও ফ্রি চিকিৎসা পেতে বিকল্প ব্যবস্থাও রয়েছে। যেহেতু চিকিৎসার কোন টেনশন নেই, সেহেতু একটা বড় দুঃশ্চিন্তা গেল। অসুস্থ হলে যাষ্ট ৯১১ এ একটা ফোনকলই যথেষ্ঠ, আপনাকে আর কোন চিন্তাই করতে হবে না।

খাবেন কি?

ফেডারেল গভর্ণমেন্ট প্রথমেই জনপ্রতি ১২০০ ডলার করে দিয়ে দিলো প্রত্যেককে। কত আর খাবেন? খাবার হিসাবে আমেরিকার বাজারে ১২০০ ডলার অনেক টাকা। খেতে থাকুন। এছাড়াও স্থানীয় সরকার থেকেও খাবার রেডী রাখা ছিল সব পাবলিক প্লেসেই- যে কেউ ফ্রিতে খাবার নিয়ে যেতে পারে, পারতো। এ গল্প না হয় বাদই দিলাম।

এবার বাসা ভাড়া?

সিটি গর্ভণমেন্ট বলেই দিয়েছে, বাড়ীওয়ালারা যেন এই সময়ে বাসা ভাড়া না চায়। দিতে পারলে দিবে, না পারলে নেই। পরে দিবে বা সরকার থেকে দিয়ে দেয়া হবে। বাড়ীর মর্গেজতো আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সো, ঘুমান নিজের বাসাতেই, নো চিন্তা। বাড়ীওয়ালারা ভয়ে বাসা ভাড়ার জন্য ফোনও করার সাহস পাচ্ছে না।

এরপর? আর কি চাই?

আরও আছে। ওয়েট। ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এর লেবার ডিপার্টমেন্ট এবার নড়েচড়ে বসলো। এতো মানুষ চাকুরী নেই? তাদের আয় বন্ধ! এটা কোন কথা হলো? না না না। আয় বন্ধ করা যাবে না। সুতরাং তারা ঘোষনা করলো ষ্টেট লেবার ডিপার্টমেন্ট সকলকে (যাদের আয় বছরে ৭৫ হাজার ডলারের কম) 'আনএমপ্লয়মেন্ট' দিবে, এবং স্বাভাবিকের চেয়েও অনেক বেশী দিবে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

UMRAH 2020 WITH Historical Tour



Package A • Makkah • Medina • Taif • Jeddah • Cairo
February 19-29
Per Person **Quad Room $2880, Triple Room $3075, Double Room $3250**
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's) • Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif, Jeddah & Cairo

Package B • Makkah • Medina • Taif • Jeddah City
February 19-27
Per Person **Quad Room $2280, Triple Room $2420, Double $2530**
Includes:
• 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah, Medina, Taif & Jeddah

Package C
February 19-27
• Makkah • Medina
Per Person
Quad Room $1975, Triple Room $2050
Double Room $2275
Includes: • 5 Star Hotel (Close to two Haram's)
• Breakfast Buffet
• Historical Tour's in Makkah & Medina

আমরা নিউইয়র্ক থেকে বিশ্বের ৫টি মহাদেশে গাইডেড ট্যুর অপারেট করি।

বাংলা ট্যুর ,ইন্ক
63 Metropolitan Oval,
Suite # 6E, Bronx, NY 10462

347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

MOHAMMED KABIR
LIC. R.E. BROKER



RE-METCH REALTY INC.

* SALES
* RENTALS
* MORTGAGES
* REFINANCES

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

2122 A Weschester Ave, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি।

CELL: (646) 238-6799
E-mail: kabir.remetchrealty@gmail.com
Tel: (347) 657-0801. Fax: (347) 657-0802

টাকার জোরে এমপি হয় ইয়াবা ও মানবপাচারকারীরা



এস এম সোলায়মান

সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ। টাকা দিলেই পাওয়া যায় সব অসম্ভব বস্ত। জনগনের আমানত মহান সংসদের সদস্যপদও কিনে নিয়েছে টাকার বিনিময়ে। শুধু একজন নয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বর্তমান সংসদ সদস্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করে পাচার করে যাচ্ছে মুদ্রা। পাচার করছে মানুষ। রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে আদম পাচার করে হাজার কোটি টাকা কামিয়েছে। ক্ষমতাসীন সংসদ সদস্যই যখন মানব পাচারকারী, তাকে ধরবে সাধ্য কার। কিন্তু বিধি বাম। মানব পাচারকারি নোয়াখালীর সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম পাপুল এখন কুয়েতের কারাগারে। আন্তর্জাতিক এই মানব পাচারকারীকে নিয়ে আলোচনার ঝড় বইছে কুয়েতের সংসদে। আটক করা হয়েছে তার কাছে থাকা ১৩৪ কোটি টাকা। এত টাকা তার কাছে নগদই ছিল? আর কত টাকা



পিতৃহারা কন্যাদের সাথে নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন একরামুল হক একরাম-এর স্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

মুখে গত নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পায়নি সেই ইয়াবা বদি। কিন্তু তাতে বিন্দু পরিমান ক্ষমতা কমেনি। এবার মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তার সহধর্মীনি শাহিন। ব্যাস, হয়ে গেল। ক্ষমতার ষোল আনা তার হাতেই রয়ে



শহিদুল ইসলাম পাপুল ও তার স্ত্রী



আবদুর রহমান বদি ও তার স্ত্রী

তার দেশে-বিদেশে রয়েছে এটা ধারনা করাও অসম্ভব। এখনো দিব্যি হালে দেশে দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেই সংসদ সদস্য পাপুলের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম। তিনিও সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য। কি সাংঘাতিক। রাজনীতিতে যাদের হাতে খড়িও ছিলনা। কিন্তু টাকার জোরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সংসদ সদস্য। ইতিহাসে লিখা থাকবে এই সংসদ সদস্য দম্পতির কথা।

আরেকজন কক্সবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য আন্তর্জাতিক ইয়াবা ব্যবসায়ী আবদুর রহমান বদি। টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা ও মানব পাচারে অদ্বিতীয় তিনি। স্থানীয় আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা একরাম হত্যার পর তীব্র সমালোচনার গেল। এই না হলে আওয়ামী লীগ। ওরাই সাপ, ওরাই সাপুড়ে। মাঝে খানে প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে প্রাণ দিতে হলো স্থানীয় কাউন্সিল মেম্বার ও একই দলের ত্যাগী নেতা একরামুল হক একরাম। কৌশলে রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়েই ইয়াবা ব্যবসায়ী অপবাদ। বন্দুক যুদ্ধের নাটকের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হলো নিরীহ নেতা একরামকে। এতিম হলো তার তিন শিশু কন্যা। এতে দোষ পড়েনি বদির ঘাড়ে। কারণ র‍্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে একরাম। সাপ মরলো লাঠিও ভাংগলো না। কেয়ামত পর্যন্ত বদির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাবেনা। বাংলা ও হিন্দি অ্যাকশন ছবির ভিলেন চরিত্রকেও হার মানিয়েছে বাস্তব ভিলেন বদির ছবিতে।

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা গ্রহনের মাত্র ২১ দিন পর এক রাতেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের রেল ভবনে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। রেলওয়ের জরুরি কাগজপত্র কম্পিউটার মেশিনারীজ ও বিপুল পরিমান অর্থ লুটে নেয় দুদর্ষ ডাকাত দল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দ্রুততম সময়েই গ্রেফতার করা হয় প্রধান ডাকাত খোকনকে। দেশ ও বিদেশের সকল মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করে ডাকাত খোকনের গ্রেফতাএর নিউজটি। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে। যে এলাকায় আমি তখন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রতিনিধি ছিলাম। অফিসের নির্দেশে সরেজমিন ঘুরে এসে নিউজ করি।

"ডাকাত খোকনের উত্থান কাহিনী" শিরোনামে নিউজটি খুব আলোচিত ছিল সেই সময়। কিন্তু বিধির বাম। পরদিন ডাকাত খোকনের মা বাদি হয়ে কুমিল্লার জুডিসিয়াল আদালতে আমার নামে ৫০ হাজার টাকার চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্থানীয় ইউনিয়ন সভাপতি আবুল কালাম ভূইয়া সেই মামলার প্রধান স্বাক্ষী। তার প্ররোচনাতেই ডাকাত খোকনের মা ওই মামলা দায়ের করেন। ক্ষমতাসীনদের বুঝানো হয়। ডাকাত খোকন একজন ত্যাগী আওয়ামী লীগ কর্মি। সেই জন্যই আমি নাকি তার বিরুদ্ধে নিউজ করেছি। আমি হয়ে গেলাম চাঁদাবাজ। অবশ্য বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অপবাদ একটি কমন ঘটনা। যখনই কোন সত্য নিউজ প্রচার হয়। তখনই সেই রিপোর্টার হয়ে যায় চাঁদাবাজ। এরপর স্থানীয় আর কোন সাংবাদিক ডাকাত খোকনের বিরুদ্ধে নিউজ করার সাহস পায়নি। গ্রেফতার এড়াতে আমি দীর্ঘ দিন ছিলাম আত্মগোপনে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে নির্দোষ দেখিয়ে আমার পক্ষে ফাইনাল রিপোর্ট দেয় পুলিশ। এই হলো বাংলাদেশ ও ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার ব্যবহার।

সত্য লিখলে জীবন শেষ, মিথ্যা লিখলে নৈতিকতা শেষ। কোথায় যাবে বাংলাদেশ। যা বলছিলাম। টাকার জোড়ে একই ঘরে দুই এমপি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রেও মূলধারার মিডিয়াতেও আন্তজাতিক মানব পাচারকারীর তালিকায় বাংলাদেশের সংসদ সদস্য শহিদুল ইসলাম পাপুলের নাম এসেছে। আর আন্তর্জাতিক ইয়াবা ব্যবসায়ী সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান বদি'র স্ত্রী শাহিন এখন সংসদ সদস্য। নতুন বোতলে পুরান মদ। ক্ষমতা সেই বদির হাতেই রয়ে গেল। গতবছর বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় ১০ জন বাংলাদেশীর নামও এসেছে। নিউজে বলা হয়েছে- রাতারাতি ধনী হতে পারে শুধু বাংলাদেশের মানুষ। নির্দিষ্ট কোন ব্যবসা বা সঠিক আয়ের উৎস ছাড়াই সহজেই কেউ সম্পদের মালিক হতে পারে একমাত্র বাংলাদেশেই। সম্প্রতি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে নরসিংদী মহিলা যুব লীগ নেত্রী পাপিয়া। যে কিনা প্রতি রাতে মদের বিলই দিতো আড়াই লাখ টাকা। একমাসের ফাইভ স্টার হোটেলে রুম ভাড়া পরিশোধ করেছে আড়াই কোটি টাকা। যে কিনা সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হতে ১০ কোটি টাকা বড় বড় নেতাদের ঘুষ দিয়েছিলেন! অথচ তার নির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎসই নেই। হায়রে টাকা, হায়রে ক্ষমতা, হায়রে বাংলাদেশ। টাকা হলে নাকি বাঘের চোখও মিলে। আর এখন দেখছি টাকা হলে স্বামী -স্ত্রী একই ঘরে দুইজনই মহান সংসদের এমপিও হতে পারেন। লাগেনা কোন রাজনৈতিক শিক্ষা বা যোগ্যতা। যে কারনে দিন দিন ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র।। নির্বাসনে যাচ্ছে রাজিনীতি। বিলুপ্ত হচ্ছে সম্প্রীতি।

লেখকঃ সাংবাদিক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

করোনাউত্তর সময়ে এলোমেলো ভাবনা

ফরহাদ খান

সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছিল। ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসা যাক। ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি আমার আবাসিক এলাকার খুব কাছেই, তাই যাবার পরিকল্পনা করি। সোনালী সূর্যের তরুণ কিরণ এসে পড়েছে পথের ওপর। দলে দলে ছাত্র-ছাত্রীরা বই হাতে বেরিয়ে পড়েছে পথে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তবান দেশের বিত্তবান শহরের যুবক যুবতীদের মধ্যে একটু ভাব-অবিভাব এবং চালবাজী থাকবে এমন একটা ভুল ধারনা মনের মধ্যে ছিল। কিন্তু দেখছি তার উল্টো।

জামা-কাপড় সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েদের কোন লক্ষ্য আছে বলেই মনে হলো না। যার যা-খুশী গায়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেদের কেউ পরেছে খালাসী-নীল টাইট ফুলপ্যান্ট, ওপরে শার্ট। কেউ হাফপ্যান্ট, হাফ-হাতা স্পোর্টস গেঞ্জী রং-বেরংগের রাবারের স্লিপার পরে রাস্তা দিয়ে হাটছে।

মেয়েরা আরও সহজ ও স্বাভাবিক, যদিও কেউ হাঁটু পর্যন্ত লম্বা থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর ঢলঢলে ব্লাউজ পরেই দোকানে এসেছে কফি কিনতে। মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মার্কিন দেশে কোটি কোটি ডলারের প্রসাধন ব্যবসা চলছে। কিন্তু এই ক্যাম্পাসের ছাত্রীদের দেখে মনেই হলো না তারা লিপস্টিক, ক্রিম, মেক-আপ, স্নো ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায়।

আর স্বাস্থ্য! প্রশস্থ হৃদয়ে ঈশ্বর এদের আশীর্বাদ করেছেন। যেমন দীর্ঘ দেহ, তেমনি সুগঠিত তনু; প্রতিটি মুখে আত্মবিশ্বাসের ছবি। বেশ কিছু মেয়ে লম্বা চুল রেখেছে। শুনলাম, দক্ষিণ আমেরিকার কিছু মহিলাদের দেখাদেখি লম্বা চুল বিশ্ববিদ্যালয় মহলে এখন জনপ্রিয়। বলা যায় না, হয়তো এরা একদিন আমাদের দেশের খোঁপার জন্যে পাগল হবে



এবং খোপা-বাঁধা শিখিয়ে আমাদের দেশের কিছু মহিলা প্রচুর অর্থ নিয়ে আসবেন ডলার-ক্ষুধার্ত দক্ষিণ এশিয়ায়।

সামনের একটা দোকানের দিকে যাচ্ছে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েরা। আমিও সেদিকে পা বাড়ালাম। দোকানটার বাইরে একটু বাগানের মতো রয়েছে-এবং সেখানেও কিছু টেবিল ও চেয়ার রয়েছে। এখানে খাবার ও স্টেশনারী একসাথে বিক্রি হচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা কফি, স্যান্ডউইচ, ডিম, আইসক্রীম, ফলের রস, দুধ যা খুশী কিনছে। যারা বিক্রি করছে তারাও ছাত্রছাত্রী। এক ঘন্টা কাজ করলে পনের ডলারের মত আয় হয়।

খাবারগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। যে-ছেলেটি বিক্রি করছিল, সে বললো, আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? মনে হচ্ছে আপনি নিরামিষ কোন খাবার খুঁজছেন।

ধন্যবাদ দিয়ে বললাম- তোমার এরকম মনে হলো কেন?

বললো- তোমরা সব মাংস খাও না যতটুকু জানি।

একটা ডিমের স্যান্ডউইচ একটা প্যাকেটে এগিয়ে দিলো আর অন্য একটি মেয়ে কাগজের কাপে কফি এগিয়ে দিয়ে বললো- আপনি এখানে খাবেন, নাকি নিয়ে যাবেন? বললাম- এটা কেন বলছ? ছাত্রীটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললে, আপনি যদি নিয়ে যান তাহলে একটা কাগজের ঢাকনা লাগিয়ে দেব কফির গ্লাসের ওপর-ধুলো পড়বে না আর কফি বেশীক্ষণ গরম থাকবে।

কফি টেবিলে দুধ ও চিনির প্যাকেট রয়েছে- কিন্তু দেখলাম প্রায় সব ছেলেমেয়েই এদিকে হাত বাড়াচ্ছে না। কালো তেতো কফি খাওয়াটা এদের সভ্যতার প্রায় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কফি স্যান্ডউইচ নিয়ে বাইরের একটা টেবিলে বসলাম। প্রায় সব টেবিলই ভরা। আইসক্রীম হাতে করে একটা ছোকরা এসে আমার টেবিলে বসল। একটু একটু আইসক্রীম কামড়াচ্ছে আবার বইয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ভাবলাম আমার কফি পানের শব্দ শুনিয়ে ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই। বের হয়ে আসলাম ক্যাফেটেরিয়ার চত্বর থেকে। লাগোয়া একটা পার্কে সাইড বেঞ্চে বসে কফিতে একটা হাল্কা চুমুক দিলাম। সোনালী আলোর গরমের সকালটা আজ অন্য রকম লাগলো। নিত্য দিনের মতো কাজের তাড়া নেই। মৃদু হাওয়ায় চেরী গাছের সবুজ পত্রবল্লবে কাঁচ ভাঙা হুল্লোড়। আজ আমি আর ঘরে ফিরব না আজ আমার আর কোন ব্যস্ততা নেই। বৃষ্টি আসবে আসুক, আজ আমি বৃষ্টিতে ভিজব।



ভ্রমণ সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service Is Our Goal
Hajj & Umrah Specialist

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে ওমরাহ্‌র সুযোগ নিন
ওমরাহ্ ভিসা ও হোটেলের ব্যবস্থা করে থাকি

Emirates · KUWAIT AIRWAYS · IATA · QATAR AIRWAYS · Biman BANGLADESH AIRLINES · TURKISH AIRLINES · SAUDIA

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই
দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

১০০% সীট কনফার্ম করার পর টিকিট বিক্রয় করে থাকি

Placid Express
WORLDWIDE MONEY TRANSMITTER

Mowlana M K Rahman Mahmud
President & CEO
Tel: 718-205-3270
718-205-2677
Cell: 646-322-1654
718-205-3271

দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর
৩০টি দেশে অর্থ পাঠানোর সু-ব্যবস্থা

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza) Jackson Heights, NY 11372,
Email: rahmaniatravel@yahoo.com

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com



ভূখন্ড ফেরত আনা ব্যাপার নয়

গৌতম দাস

সবার শেষে নরেন্দ্র মোদি বলে উঠলেন– 'না, সীমান্ত পেরিয়ে কেউ ঢুকতে আসেনি। ভারতের কোনো সেনা চৌকিও অন্য কারো দখলে নেই। লাদাখের কোনো বর্ডার পোস্ট অন্যের দখলে যায়নি।' এভাবে মার খেয়ে মার হজম অথবা কান্না হজম করতে হয়েছে মোদিকে! চীনের হাতে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু নিশ্চিত করার পরে ডাকা সর্বদলীয় সভাতে তিনি এভাবেই তার কথা শুরু করেছিলেন। এ যেন দুই বারো-চৌদ্দ বছরের বাচ্চার মারামারি আর তাতে দুই বাচ্চার বাবারা যখন মিটিংয়ে বসেছে সেখানে হঠাৎ মার খাওয়া বাচ্চার বাবা বলে বসলেন, 'আমার ছেলেকে কেউ মারেইনি।' স্বভাবতই এরপর আর অন্য কারো কিছু বলার থাকে না, মিটিংও ডিসমিস হয়ে যায়। কিন্তু মোদি এমন বললেন কেন? যেখানে ঐ মিটিংয়েরই প্রথম দিকের বক্তৃতায় এমনকি মোদির মন্ত্রীরা বলেছেন, চীনা সৈন্যরা ভারতের ভূমি দখল করেই তাদের সেনাদের হত্যা করেছে!

এই প্রশ্নের জবাবের আগে অন্য কিছু কথায় যেতে হবে। আমাদের মতো দেশগুলোতে রাষ্ট্র বলতে জাতিরাষ্ট্র বুঝা হয়ে থাকে যেটা আসলে একটা ধর্মীয় জাতি ধারণাই; যাকে সবাই কথার কথা হিসাবে রাষ্ট্র বলে ডাকে বলে। প্রথম কলোনি দখল করা ভূমি হলো ভার্জিনিয়া, যা ১৬০৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে দখল হয়েছিল। আর সেই থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (প্রায় টানা ৩০০ বছর) সারা দুনিয়ায়ে কলোনি দখল টিকে ছিল, এরপর থেকে কলোনিমুক্ত করে দেয়া শুরু হয়েছিল। এই কলোনি যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাষ্ট্র-কাঠামোই নেশন-স্টেট ও এর ধারণা। এযুগে দখলে বের হওয়া কোম্পানির (যেমন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি) সামরিকভাবে সজ্জিত জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়া ছিল সে সময়ের সমাজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় প্রধান ব্যবসা। ইংল্যান্ডের কথাই যদি ধরি, রাজতন্ত্র [মানে একটা রাজবংশ বা ডায়নেস্টির শাসন যে, রাজার ছেলে রাজা হবে] ভেঙে প্রথম রিপাবলিক বা জনপ্রতিনিধিত্বের রাষ্ট্র গড়ার চেষ্টাকে বলা হয় ইংলিশ রেভোলিউশন (১৬৪০-৬০)। অনেকে এটাকে সিভিল ওয়ারও বলে থাকে। এর অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো হওয়ার কথা একটা রাজনৈতিকতা বা পলিটি প্রতিষ্ঠা যেখানে সমাজের সব অংশকে প্রতিনিধিত্ব করতে জায়গা দিতে হবে, কথা বলতে দিতে হবে, সবাইকে শুনতে হবে। এভাবে সবার জন্য যা ভালো এমন এক কমন গুডের পক্ষে সিদ্ধান্তে পৌঁছা হবে এর লক্ষ্য। এভাবে এক পলিটিক্যাল কমিউনিটি গঠন এই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজের সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী কলোনি দখল ব্যবসায়ী কোম্পানি ছিল বলে তারা সবকিছু উলটে দিয়ে বাস্তবে যে প্রথম রিপাবলিক গড়েছিল তাই ছিল নেশন-স্টেট। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামোটা পলিটিক্যাল কমিউনিটি হিসেবে গঠিত আর হলো না। এর বদলে রাষ্ট্রের বাইরের দিকে তাকিয়ে গড়া হলো। কারণ ওই কলোনি দখল ব্যবসা কোম্পানিগুলোর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ইউরোপের পড়শি রাষ্ট্রের সমতুল্য কোম্পানি– যেমন ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি। তাই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো চাইল এই নেশন-স্টেট। যাতে সব ব্রিটিশ মানুষ 'এক জাতির' আওয়াজ তুলে অপরাপর ডাচ বা ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী; কোম্পানির বিরুদ্ধে নিজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে বিনা-বিভক্তিতে খাড়া হয়ে যায়। দখল কোম্পানিগুলোর স্বার্থই যেন সব ব্রিটিশ নাগরিক-মানুষের স্বার্থ হয়ে যায়। এতে রিপাবলিক বলতে নেশন-স্টেট ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাওয়ায় মূলত যে দুই ক্ষতি হয়ে যায় তা হলো– এক. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামোটা পলিটিক্যাল কমিউনিটি হওয়া সবাই শুনার ফলে এমন হওয়ার যে কথা ছিল তা হারিয়ে যায়। দুই. অন্যের দেশ কলোনি-দখল করা ও সম্পদ লুট করে আনা বৈধ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ তৃতীয় ক্ষতিটা হলো, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রিপাবলিক গণপ্রতিনিধিত্বের রাষ্ট্র বলতে আসলে নেশন-স্টেট রূপটাই রেনেসাঁ চিন্তার সর্বোত্তম উপহার হয়ে হাজির হয়ে যায়।

রেনেসাঁ মানে প্রগতিশীলতার নামে 'নেশন-স্টেট' (জাতি-রাষ্ট্র) ধারণা রামমোহন রায় ভারতে এনেছেন। কিন্তু তার বুঝের ব্রিটিশ জাতি-রাষ্ট্র বলতে একে তিনি বুঝেছিলেন, ধর্মভিত্তিক জাতির রাষ্ট্র হিসাবে। মানে 'অ্যাংলো ক্যাথলিক ক্রিশ্চান ব্রিটিশ' জাতি, এভাবে। কিন্তু নিজ ভারতের বেলায় এখানে দুটা বড় ধর্ম হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও ছোট সংখ্যায় অনেক ধর্ম আছে। তাই তিনি স্বাধীন ভারত এই জাতি-রাষ্ট্র গড়তে সবার আগে সবাইকে একই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়ে ১৮১৫ সালে ব্রাহ্ম ধর্ম চালু করেন। এই প্রকল্প ব্যর্থ হলে আর তিনি মারা যাবার পরে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের হাত ঘুরে এই প্রকল্প যেন 'না-পারতে' এটা এক 'হিন্দু জাতি-রাষ্ট্র' প্রকল্প হিসাবে মানিয়ে নেয়ানোর চেষ্টা হিসেবে হাজির করেন। এটাই ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস দলের জন্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে হাজির হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এটা মুসলমানদের জন্য অস্বস্তিকর। তবু তারা দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা দেন-দরবার করে নিয়েছিলেন। এরপর ১৯০৬ সালে বাধ্য হয়ে মুসলমান জাতি-রাষ্ট্র প্রকল্প হিসাবে মুসলিম লীগের জন্ম হয়ে যায়।

কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হলো, মুসলিম লীগ মুসলমান জাতি-রাষ্ট্র কথাটা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেই বলতে হয়েছিল যাতে সে মুসলমানদের এতে ডেকে আনতে পারে। আর এই সুযোগে কংগ্রেসিরা নিজেদের হিন্দু-জাতি-রাষ্ট্রের লোক– এই পরিচয় লুকিয়ে ফেলে বলতে থাকে তারা কেবল জাতি-রাষ্ট্রের লোক এবং তারা প্রগতিশীল। কারণ তারা রেনেসাঁ মানা-বুঝা লোক। এর বিপরীতে মুসলমানেরা ধর্মের রাষ্ট্র চায়, রেনেসাঁ মানে না– তাই তারা পশ্চাৎপদ। বিশেষ করে পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর জমিদার-হিন্দুরা কমিউনিস্ট হয়ে গিয়ে এই পশ্চাৎ-প্রগতির ভুয়া যুক্তিটা তুলে ধরেছিল। আর সেই সাথে জাতি-রাষ্ট্র কথাতে যে তারা ধরা পড়ে যাবে তাই জাতি শব্দটা ভেঙে এবার 'জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র' বলা শুরু করল; যেন এটা জাতি-রাষ্ট্র থেকে ভিন্ন কোনো ধারণা।

ইউরোপের পরিণতি দেখা যাক। মূলত দু কারণে সারা ইউরোপ. (৪৭ টা রাষ্ট্রের জোট) ১৯৫৩ সালের মধ্যে জাতি-রাষ্ট্র ধারণাটা ত্যাগ করে। কারণ হলো– হিটলারের উত্থান ও তার নীলচোখের শ্রেষ্ঠ 'জার্মান নেশন', এই জাতগর্বের চরম বর্ণবাদী ভয়াবহতা দেখে। এটা ছিল নিজেদের জাতি-রাষ্ট্রের সবচেয়ে কদর্য ও চরম রূপ। তারা এটা থামাতে পেরে জিতেছিল আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সহায়তা। আর দ্বিতীয় কারণ, মার্কিন সহায়তা পেতে শর্ত হিসাবে সারা ইউরোপকে দাসখত দিতে হয়েছিল যে, তারা কলোনি দখল ব্যবসা বন্ধ করে দেবে এবং কলোনিকৃত রাষ্ট্র মুক্ত স্বাধীন করে দেবে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয় পরবর্তী রাষ্ট্রের যে ধারণা আঁকছেন, তবে তা তিনি করছেন জাতিসঙ্ঘের রূপ কাঠামো বর্ণনা করে। সে কাঠামোটা হলো অধিকারভিত্তিক রাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে জাতিসঙ্ঘ।

এর সবচেয়ে সহজ প্রমাণ হলো আমাদের সবার পরিচিত কাশ্মির বিতর্ক। কাশ্মিরের রাজা হরি সিং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাথে অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে (যদিও অস্থায়ী) স্বাক্ষর করেছে তাই কাশ্মির ভারতের অংশ– এই দাবি নিয়ে ব্যাপারটায় ভারতের পক্ষে রায় আনতে নেহরু জাতিসঙ্ঘের দরবারে গেলেন। খুশি তিনি, কারণ এত সহজ মামলার রায় তার পক্ষে আসবেই। এই যে আস্থা আর নেহরুর রাষ্ট্র বোঝাবুঝি এটাই প্রমাণ করে যে, জাতরাষ্ট্র-বাদী, আর জাতিসঙ্ঘের ভিত্তি কী তিনি এর কিছুই জানেন না। কখনো খেয়াল করেন নাই, বুঝতেও যান নাই। জাতিসঙ্ঘ কাশ্মিরে গণভোটে গিয়ে রায় নিয়ে সে ভিত্তিতে ফয়সালা করতে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল।

কারণ সেটাই জাতিসঙ্ঘের জন্মভিত্তি। এর মানে হলো নেহরু জাতিসঙ্ঘের জন্মভিত্তি জানতেন না, ওর জন্মভিত্তি হলো, কলোনি দখল 'হ-রাম'। আর কোন ভূখ কোথায় কার সাথে যুক্ত হবে, কাদের দ্বারা শাসিত হবে, এর সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র এখতিয়ার– কোনো রাজা নয়, কোনো সম্রাট বা সুলতানও নয়। সেই সিদ্ধান্ত নেবে ওই ভূখন্ডের বাসিন্দা জনগণ।

খেয়াল করুন কোনো, জাতিগোষ্ঠী নয়, কোনো ধর্মীয় পরিচয়ের গোষ্ঠী নয়। কোনো 'নেশন' নয়। আর এই যুক্তির ভিত্তিতেই জাতিসঙ্ঘ কলোনি দখল করা অবৈধ জ্ঞান করে। কাজেই রাজা-সম্রাটেরা কেউ কিছুই নয়। বাসিন্দা নাগরিকেরাই সব, তারাই ক্ষমতার উৎস। এ কারণে রাজা হরি সিংয়ের চুক্তিতে স্বাক্ষরের কোনো মূল্য নেই। তাই কাশ্মির সেকালের নেহরুর ভারতের নয়, একালে ৩৭০ ধারা বাতিল করে দিলেও তা মোদির ভারতের নয়। মোদির কাশ্মিরকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি জাতিসঙ্ঘের চোখে অবৈধ। অর্থাৎ কাশ্মির ভূখন্ডের বাসিন্দাদের 'নাগরিক অধিকারই' মূল কথা; যেটা নেহরু বোঝেন না। তিনি অধিকার-ভিত্তিক রাষ্ট্রের সমঝদার বা বাস্তবায়ক নন। তিনি জাতি-রাষ্ট্রের শাসক ও রাজনীতিক। তিনি জাতিসঙ্ঘের জন্মভিত্তি জানতেন না বলেই কাশ্মির ইস্যুতে সাহস করে জাতিসংঘের রায় চেয়েছিলেন।

তাহলে এখন চীন-ভারত বিবাদে এসব কথার গুরুত্ব কী?

রুজভেল্ট শুধু রাষ্ট্রের ভিত্তি কী হবে তাও সবাইকে নিয়ে সে সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন তাই নয়। তিনি রাষ্ট্রের গ্লোবাল দিক কী হবে সেটাও ঠিক করেছিলেন। আমরা এখন ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করব। ইংরাজি 'অর্ডার' শব্দটা নিয়ম শৃঙ্খলা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতক্ষণ যদি রাষ্ট্রের ভেতরের অর্ডার নিয়ে কথা বলে থাকি তবে এখন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার, বাইরের বা পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মশৃঙ্খলা অর্থে অর্ডার নিয়ে কথা বলব। তাই কথাটা এখানে গ্লোবাল অর্ডার।

রুজভেল্টের আমেরিকা বিশযুদ্ধ শেষে গ্লোবাল অর্ডার কী হবে এর এক নির্ধারক হয়ে উঠেছিল। যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কী হবে, কিভাবে হবে– এর নির্ধারক হয়ে উঠেছিল আমেরিকা। অথবা আরো সরাসরি বললে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতি নিয়ম, মুদ্রা কী হবে তা প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঠিক হয়েছিল আমেরিকার নেতৃত্বের গ্লোবাল অর্ডারে। এই অর্ডারটা খাড়া হয়ে ছিল বা আছে মূলত তিনটা প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকে। অবশ্য সাথে আরো কিছু অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠান থাকলেও এরাই মুখ্য। গত সত্তর বছর ধরে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আমেরিকার নেতৃত্বে গ্লোবাল অর্ডার চলে এসেছে। কিন্তু এখন ক্রমশ অন্তত অর্থনৈতিকভাবে চীন আরো প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসেবে উঠে আসছে। ফলে এবার চীনের নেতৃত্বের এক গ্লোবাল অর্ডার একে বদলে ফেলতে উঠে আসছে।

গ্লোবাল অর্ডারে পরিবর্তন আসছে

কিন্তু এর প্রমাণ কী? এই বক্তব্যের ভিত্তি কী? প্রথমে কথাটা কিছু লক্ষণ দেখে বলাবলি শুরু হয়েছিল ২০০৪ সালের দিকে। পরে আমেরিকা নিজেই সরকারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্টাডি করে নিশ্চিত হয়। এর রিপোর্ট ওয়েবে পাবলিক করে দেয়া ডকুমেন্ট আর প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। শিরোনাম ছিল '২০২৫ সালের দুনিয়া দেখতে কেমন হবে।' শুধু তাই নয়, পরে এটা চালিয়ে যাওয়া হয় আরো দুটা রিপোর্টে– ২০৩০ সালে কেমন আর শেষেরটা ২০৩৫ সালে কেমন হবে– এভাবে। সবগুলোরই একই রেজাল্ট, আমেরিকা ডুবে যাচ্ছে চীন ভেসে উঠছে– নতুন নেতা চীন। চীনের এই নেতৃত্বের স্পষ্ট লিড শুরু হয়েছে ২০০৯ সাল থেকে।

চীনের পিছনে পিছনে আর কার অর্থনীতি উঠে আসার সম্ভাবনা আছে, এরও স্টাডি ডাটা সেখানে ছিল। এ থেকেই বুশের আমল থেকে আমেরিকা করণীয় ঠিক করে যে, ভারতের পিঠে হাত রেখে কাছে টেনে একে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। আর তা থেকেই বাজারে ভারতের গুরুত্ব বাড়ে। এমনিতে ভারতের অর্থনীতি খুব গরিবই; বিশেষ করে অবকাঠামোগত সক্ষমতার দিক থেকে। তবুও চীনের কাছাকাছি জনসংখ্যার বলে এর পটেন-শিয়াল বা সম্ভাবনা আছে এমন অর্থনীতি মনে করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৯ সাল থেকে পালটা চীনের নেতৃত্বে আই এমএফ এবং বিশ্বব্যাংক ধরনের কিন্তু নতুন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

শাকিব খানের বিরুদ্ধে

(২৪ পাতার পর)

নিয়ে কাজ করে। এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট ওলোরা আফরিন। যিনি 'পাগল মন' গানের কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের পক্ষ থেকে আইনি বিষয়টি দেখছেন।

রোববার বিকেলে ওলোরা আফরিন বলেন, আসলে বাণিজ্যিকভাবে কোনো গান ব্যবহার করা হলে সেটার প্রাপ্য অধিকারটুকু দিতে হবে। নব্বইদশকের তুমুল হিট গান 'পাগল মন।' এই গানটি শাকিব খান তার চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। গানটি প্রায় প্রায় ২ কোটিবার দেখা হয়েছে। অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করায় আমরা শাকিব খানকে আইনি নোটিশ দেই গত ফেব্রুয়ারীতে। শাকিব খান এসেছিলেন, কিন্তু বিষয়টির সুরাহা হয়নি। আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৩ ধারায় আইবার ক্রাইম ইউনিটে অভিযোগ করেছি।

তিনি বলেন, 'ঘটনা আরো একটা ঘটেছে। সেই গান নিয়ে মোবাইল অপারেটর কম্পানি রবিও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে। যেটা শাকিবকে বা তার প্রতিষ্ঠানকে জানায়নি। যার কারণে আমরা রবিওকেও অভিযুক্ত করেছি।'

এ বিষয়ে শাকিব খানকে ফোন দেওয়া হলে তিনি ধরেননি।

পাস ওয়ার্ড চলচ্চিত্রের এই গানেপারফর্ম করেছেন শাকিব খানের সাথে শবনম ইয়াসমিন বুবলী।

বিপাশাকে গায়ের রং

(২৪ পাতার পর)

হওয়া নিয়ে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন এই সুন্দরী। সেখান থেকে কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো। বিপাশা লিখেছেন, ছোট থেকেই আমি শুনে এসেছি, সোনির থেকে বনি কালো। ওর গায়ের রং একটু চাপা না? যদিও আমার মা-ও শ্যামবর্ণী, এবং আমি তাঁর মতোই দেখতে। কিন্তু আমি ছোট থেকেই শুনতাম, বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন আমার গায়ের রং নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। বুঝতাম না, কেন? মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে আমি মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করি। আমি সুপারমডেল প্রতিযোগিতায় জিতেছিলাম, সংবাদমাধ্যমে হেডলাইন হলো শ্যামবর্ণা কলকাতার তরুণী সুপারমডেল প্রতিযোগিতার বিজেতা। আমি বিস্মিত হতাম, সেই আমার বর্ণনায় শ্যামবর্ণা। এই নায়িকা আরো লিখেছেন, পরবর্তীকালে যখন আমি নিউ ইয়র্ক, প্যারিসে গেলাম মডেলিংয়ের জন্য। সেখানে দেখলাম, গায়ের রঙের জন্যই আমি গুরুত্ব পাচ্ছি। পরবর্তীকালে দেশে ফিরে প্রথম ছবির প্রস্তাব পেলাম, তখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমি একেবারেই অজ্ঞাত পরিচয়। সিনেমায় কাজ করে ভালোবাসাও পেলাম। তবে আমার নামের সঙ্গে শ্যামবর্ণা শব্দটি থেকেই গেল। পরবর্তীকালে এই শব্দটির প্রতিই ভালোবাসা জন্মে গেল। দেখলাম, দর্শকরা এই শ্যামবর্ণা মেয়েটিকেই পছন্দ করছে।

পাঁচ দশকের দ্বারপ্রান্তে আলমগীর

(২৪ পাতার পর)

আলমগীর কুমকুম ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে এমনভাবে নায়ক হতে শিখিয়েছেন যেন আমি আকাশে উড়ে না যাই, যে কারণে আমি এখনও মাটিতেই হাঁটি। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি গুণী শ্রদ্ধেয় পরিচালক মোস্তফা মেহমুদ, কামাল আহমেদ, সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, চাষী নজরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, এজে মিন্টু, কাজী হায়াৎ, দেলোয়ার জাহান ঝন্টু, সাইফুল আজম কাশেম, মালেক আফসারীসহ আরও অনেকেই। তারা আমাকে হাতে ধরে শিখেয়েছেন অভিনয়। আমার সৌভাগ্য যে এমন গুণী পরিচালকদের সাহচর্যে থেকে অভিনয় শেখার সুযোগ পেয়েছি।'

কলেজ জীবনে নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তার পথচলা শুরু হলেও ১৯৭২ সালের ২৪ জুন প্রয়াত বরেণ্য চিত্রপরিচালক আলমগীর কুমকুমের পরিচালনায় 'আমার জন্মভূমি' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান আলমগীর। পরবর্তী সময়ে একের পর এক সিনেমায় কাজ করে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করেন। এ পর্যন্ত আলমগীর ২২৫টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। কামাল আহমেদ পরিচালিত 'মা ও ছেলে' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তিনি প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত হন। পরবর্তী সময়ে আরও আটবার একই পুরস্কার অর্জন করেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমা প্রযোজনা ও পরিচালনার অভিজ্ঞতাও আছে তার। তার প্রযোজিত প্রথম সিনেমা 'ঝুমকা'। প্রথম পরিচালিত সিনেমা 'নিষ্পাপ'। সর্বশেষ তিনি 'একটি সিনেমার গল্প' সিনেমাটি পরিচালনা করেন। এক সময় রাজধানীর গ্রিন রোডে একটি স্কুলে সৈয়দ আব্দুল হাদীর কাছে দু-তিন মাস গানও শিখেছিলেন। মোস্তফা মেহমুদের 'মনিহার' সিনেমায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও সত্য সাহার সুর এবং সঙ্গীতে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন তিনি। ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে তিনি 'আজীবন সম্মাননা'য় ভূষিত হন।

'প্রযোজক বললেন, আমার জামার মাপ

(২৪ পাতার পর)

প্রযোজক দেখা করতে চেয়েছেন। তখন মা আমার সঙ্গে যেত, মা স্ক্রিপ্ট লিখত। কিছুক্ষণ প্রযোজকের অফিসে অপেক্ষার পরে উনি বলে পাঠালেন, আমার সঙ্গে উনি একা কথা বলবেন। গেলাম। ওমা! গিয়ে দেখি ওঁর টেবিলে ঠিক ওর মুখের সামনে একটা সিসিটিভি রাখা! আজ থেকে ২২ বছর আগে! আমি বুঝলাম, যতক্ষণ আমরা বসেছিলাম সিসিটিভি দিয়ে উনি আমাকে আর মাকে দেখছিলেন। যাইহোক, এখনকার পরিচালক বা প্রযোজকদের মতো কোনো রাখঢাক না করেই উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে এসেছি আমি, 'কম্প্রোমাইজ' করতে রাজি কি-না! চমকাতে দেখি, উনি আমাকে আরও সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন, প্রযোজকের সঙ্গে অভিনেত্রীর বোঝাপড়া, সখ্য না থাকলে ভালো কাজ হয় না।'

'প্রযোজককেও আলাদা সময় দিতে হবে, তবেই পারস্পরিক সমঝোতা তৈরি হবে। উনি বললেন, আমার চরিত্র, সংলাপ সব নিয়ে উনি কথা বলবেন। এমনকি, আমার জামাকাপড়ের মাপও উনি নেবেন! এটা শোনার পর আমি এক কথায় না বলে দিই ওঁর মুখের ওপর। তাতে উনি আমায় চ্যালেঞ্জ করেন, আমি নাকি ইন্ডাস্ট্রিতে এই মনোভাব নিয়ে টিকে থাকতে পারব না। শুনেছি, সব নায়িকার সঙ্গেই উনি এই ব্যবহার করতেন। 'দর্জি প্রডিউসার' নামে উনি বিখ্যাত ছিলেন। ছিলেন এই কারণে লিখলাম, আজ আর ওঁকে কেউ চেনে না।''যা হয়েছে সেটা হলো, বার বার আমার কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রযোজক চেয়েছেন, আমি না, ঠিকমতো কথা বলতে না পারা স্টার কিড ছবিতে কাজ করবে। আমার কস্টিউমের মাপ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল! তাতে কী? ৯৯ শতাংশ এক হলেও এই বৃত্তে এক শতাংশ ব্যতিক্রম আছেন। তাদের জন্য দেবলীনা দত্ত বেঁচে আছে। তারা ব্যতিক্রম বলে মাফিয়া হাউজে তারা ঢুকতে পারবেন না। ওই হাউজগুলোয় ঢুকতে গেলে এক ধরনের কথা বলা, পোশাকে চাকচিক্য থাকতেই হবে।''আমরা কারও সঙ্গে দেখা হলে বলি, 'কেমন আছো', ওরা বলবে, 'হ্যালোউ'। হ্যালো-র মধ্যেও ইঙ্গিত থাকে। ওটার মধ্যে না ঢুকে আমরা নন রুলিং পার্টি হিসেবে কাজ করেছি। যারা কাজ করিয়েছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

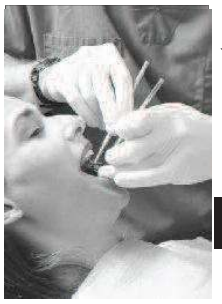
*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

WELCOME 7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় **HHA** /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।
✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

সিয়াম সাধনা ও সহমর্মিতা

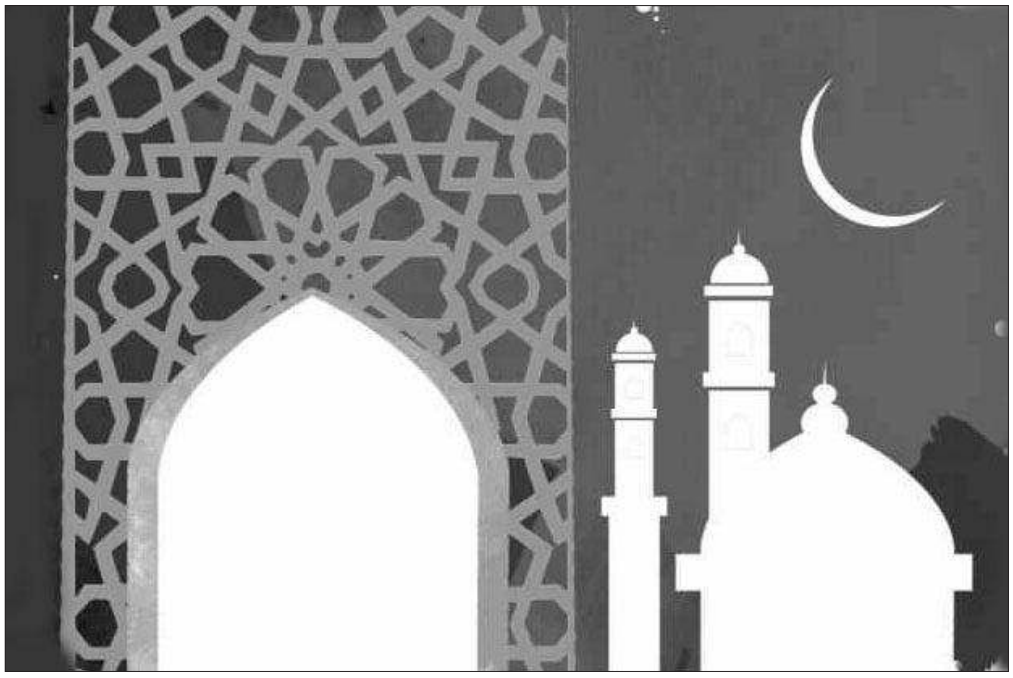
মুফতী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল

পবিত্র কোরআন নাজিলের মৌসুম হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে প্রদত্ত মাহে রমজান সীমাহীন তাৎপর্য ও মানবসভ্যতার জন্য অবারিত কল্যাণ নিয়ে আবির্ভূত হয়। কোরআনের ভাষায় রমজানের বড় ফজিলত এই যে, এ মাসে মহান স্রষ্টার মহান বাণী আল কোরআন নাজিলের মৌসুম। আর কোরআন তো সেই কালাম, যা ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির ইহ ও পরকালীন হেদায়েতের উৎস। আবার মাহে রমজানে নাজিল হওয়া হেদায়েত মুক্তির বার্তাবাহী এ কোরআন তো সে কোরআন, যে নিজেই তার মুক্তিদানের যোগ্যতম অবস্থানকে প্রমাণ করতে সক্ষম। আলল্লাহর ভাষায়- রমজান হচ্ছে এমন মাস, যাতে মানুষের দিশারি, সৎপথের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কোরআন নাজিল হয়েছে (বাকারা : ১৮৫)।

ইসলামে সিয়াম ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাস অর্জনের চর্চায় মুখর, অফুরন্ত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উৎসুক। হাদিসে কুদসিতে আলল্লাহতায়ালা বলেন, সওম আমার জন্য আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব অথবা আমি নিজেই তার প্রতিদান (বুখারি : ১৭৬১)। উদ্দেশ্য না বুঝে সিয়াম সাধন করা কঠিন। বরং কখনও কখনও অসম্ভব। এ জন্যই রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার পানাহার ছেড়ে দেওয়াতে আলল্লাহর কোনো কাজ নেই (বুখারি)।

মাহে রমজানের রোজা এই উপলব্ধিই জাগ্রত করে যে, যারা দুই বেলা দুই মুঠো খেতে পায় না, তাদের ক্ষুধার জ্বালা কতটা কষ্টের। পবিত্র রমজান অভাবহীনদের শিক্ষা দেয় সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত, ক্ষুধার্তদের অবস্থা অনুধাবন করে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতে। তাদের সঙ্গে সহানুভূতি ও মমত্ববোধের সেতুবন্ধ তৈরি করতে। তাই বলা যায়, মাহে রমজান সাম্য-মৈত্রীর মাধ্যম। পবিত্র রমজান যেমন বান্দার প্রতি মহান আলল্লাহর রহমত বা দয়াকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনিভাবে এক বান্দার প্রতি অপর বান্দার, এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের অন্তরে মমত্ব, সহানুভূতি, দয়া, ভালোবাসার উপলক্ষ সৃষ্টি করে। সংযম সাধনার এ মাসে ক্ষুধা ও পিপাসার প্রকৃত অনুভূতির মাধ্যমে বিত্তবান-সচ্ছল রোজাদাররা দরিদ্র ও অভাবী মানুষের না খেয়ে থাকার কষ্ট বুঝতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারির কারণে কর্মহারা-শ্রমজীবী বনি আদমের বাঁচার উপায়-উপকরণ দরকার। একই সঙ্গে দরকার খাদ্য। এ জন্য সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে, যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এটা শুধু অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত ও সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদের কর্তব্য নয়, ধর্মীয় অপরিহার্য দায়িত্বও বটে। প্রতিটি বিত্তশালী ও সামর্থ্যবান মুসলমানের স্মরণ রাখতে হবে, তাদের ধন-সম্পদ ও উন্নত অবস্থান আলল্লাহরই অনুগ্রহ ও দান এবং তার ওই ধন-সম্পদে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের অংশ রয়েছে বলে আলল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। আলল্লাহতায়ালা বলেন- তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও অভাবীদের অধিকার রয়েছে (যারিয়াত : ১৯)। দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানেই ইসলামের নির্মল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। যে সৌন্দর্য পবিত্র রমজানের সহমর্মিতার মোড়কে বিমূর্ত হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে, শত-সহস্রকাল ধরে।



স্মরণ রাখতে হবে, কেবল মহান আলল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সৃষ্টির সেবা করতে হবে। সেবার প্রতিদান সৃষ্টির কাছ থেকে আশা করা বোকামি। কেননা যে নিজেই সেবার মুখাপেক্ষী, সে কীভাবে সেবার প্রতিদান দেবে; বরং যিনি কারও কোনো রকম সেবার মুখাপেক্ষী নন, যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না, তার কাছ থেকেই সেবার প্রতিদান আশা করা উচিত। মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির সেবায় লুকিয়ে আছে স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

মাহে রমজান সম্পর্কে মহান আলল্লাহ বলেন, হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর (বাকারাহ- ১৮৩)।

উল্লিখিত আয়াতে মোত্তাকিদের কথা বলা হয়েছে। আর মোত্তাকির উদ্দেশ্য অনেক হতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো- যে ব্যক্তি সংযমের জীবনযাপন করে, লাগামহীন জীবন-যাপন যার অভ্যাস নয়। সংযমের জীবনে অভ্যস্ত করার জন্যই আলল্লাহতায়ালা আমাদের ওপর এক মাসের সিয়াম সাধনার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ উপলব্ধি থেকেই বিত্তশালী ব্যক্তি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নিয়ে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা বোধ করে।

রাসুল (সা.) বলেছেন: পৃথিবীবাসীর ওপর সদয় হও, ঊর্ধ্বলোকের অধিপতি তোমার ওপর সদয় হবেন। অন্য এক হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন: ক্রীতদাস মুক্ত করা, অভাবের দিনে অনাহারীকে খাদ্য দান করা এবং দরিদ্র আত্মীয় ও অনাথ ব্যক্তির পাশাপাশি ভূলুণ্ঠিত অভাবী ব্যক্তির সাহায্য করা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ।

রমজানের সহমর্মিতার এই শুভ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আমরা যদি বছরব্যাপী অনুশীলন করি, তাহলে মানবসমাজে আর দেখা যাবে না কোনো রকম অসাম্য ও শ্রেণি-বৈষম্য। দূর হয়ে যাবে ক্ষুধা, দূর হয়ে যাবে দরিদ্রতা ও অশান্তি হানাহানি। কারণ ইসলামের মহান শিক্ষা যদি কোনো জাতি, সমাজ বা কোনো ব্যক্তির মাঝে থাকে, তাহলে প্রতিটি সমাজে শান্তির হাওয়া বইতে থাকবে। আর যদি তা অমান্য করে চলে, তাহলে সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে অশান্তি থেকেই যাবে।

শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের পাশের বাড়ির যে লোকগুলো না খেয়ে পড়ে আছে, তাদের নিয়েও একটু ভাবি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর রমজানে রাসুলের দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।

লেখক: প্রভাষক (আরবি বিভাগ), চাটখিল কামিল (এমএ) মাদ্রাসা, নোয়াখালী

জাকাত সম্পদ ও আত্মা পরিশুদ্ধ করে

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

জাকাত ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। জাকাত অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। জাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়, আত্মা পরিশুদ্ধ হয় এবং সম্পদে বরকত হয় ও মনে প্রাচুর্যের অনুভূতি আসে। জাকাত একটি নির্ধারিত ফরজ ইবাদত। আল-কোরআনে নামাজের নির্দেশ যেমন বিরাশি বার রয়েছে, অনুরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাকাতের নির্দেশনাও রয়েছে বিরাশি বার। 'জাকাত' শব্দ দ্বারা ত্রিশ বার, 'ইনফাক' শব্দ দ্বারা তেতাল্লিশ বার এবং 'সদাকা' শব্দ দ্বারা নয় বার।

জাকাত বঞ্চিতদের অধিকার এবং দাতার জান্নাতের মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুত্তাকিগণ জান্নাতে ফোয়ারার নিকটে থাকবে। তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চয় ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধনসম্পদে ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক বা ন্যায্য অধিকার।' (সুরা-৫১ যারিয়াত, আয়াত: ১৫-১৯)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামাজ আদায়কারী। যারা তাদের নামাজে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে আর যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত।' (সুরা-৭০ মাআরিজ, আয়াত: ২২-২৭)।

জাকাত দারিদ্র্য বিমোচন করে ও সম্পদের প্রবাহ তৈরি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যাতে তোমাদের বিত্তবানদের মাঝেই শুধু সম্পদ আবর্তন না করে।' (সুরা-৫৯ হাশর, আয়াত: ৭)। পরিকল্পিতভাবে জাকাত প্রদান করলেই সমাজ, দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র এবং বিশ্ব দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

হাদিস শরিফে জাকাত ও সদকা প্রদানের উপকারিতা প্রসঙ্গে এসেছে, 'দাতা আল্লাহর কাছে প্রিয়, মানুষের কাছে প্রিয়, জান্নাতের নিকটতম; জাহান্নাম থেকে দূরে। সাধারণ দাতা অধিক ইবাদতকারী কৃপণ অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।' (তিরমিজি শরিফ)।

জাকাতের সামাজিক অনেক সুফল রয়েছে। যেমন: (ক) অর্থের প্রবাহ বা সঞ্চালন: জাকাত প্রদান করলে নগদ অর্থ হাতবদল হয়, সম্পদে গতিশীলতা আসে, প্রচুর লোক ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে, চাহিদা বা ভোক্তা সৃষ্টি হয়। ক্রেতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হয়, কর্মসংস্থান হয়। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়। (খ) দারিদ্র্য বিমোচন: সঠিকভাবে জাকাত প্রদান করলে সমাজের দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, অপরাধপ্রবণতা কমে এবং আর্থসামাজিক বিপর্যয় থেকে জাতি রক্ষা পায়। সর্বোপরি সুদের অভিশাপ থেকে মুসলমানগণ রক্ষা পায়। (গ) মানবিক উন্নয়ন: জাকাত আদায়ের মাধ্যমে খাই খাই মানসিকতার অবসান হয়, দাতার তালিকায় নাম ওঠে ও আত্মসম্মানবোধের সৃষ্টি হয়। এতে ধনী গরিবের বিভেদ দূর হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, সম্প্রীতি তৈরি হয়, সহমর্মিতা ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গঠিত হয়; এতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়। সমাজ থেকে কার্পণ্য, লোভ, মোহ এবং হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাসহ নানাবিধ দুষ্ট উপসর্গ দূর হয়।

পবিত্র কোরআন মজিদে জাকাত ও সদকাতুল ফিতর ব্যয়ের আটটি খাত উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মূলত সদকাত হলো ফকির, মিসকিন, জাকাতকর্মী, অনুরক্ত ব্যক্তি ও নওমুসলিম, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে জিহাদ ও বিপদগ্রস্ত বিদেশি মুসাফির ও পথ সন্তানদের জন্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও পরম কৌশলী।' (সুরা-৯ তাওবাহ, আয়াত: ৬০)। উক্ত আট খাতের মধ্যে সময়ের প্রয়োজন ও ফলাফল বিবেচনা করে নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ও অন্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে জাকাতুফিতরা আদায় হওয়ার পাশাপাশি নিয়ত অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে সওয়াবের পরিমাণও বাড়বে। যেমন দ্বীনি ইলম অর্জনে ও ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা ইত্যাদি।

সদকা ও জাকাত যাঁদের দেওয়া যায় না তাঁরা হলেন পিতা-মাতা ও উর্ধ্বতন পুরুষ, ছেলেমেয়ে ও অধস্তন পুরুষ, ধনী লোক যাঁরা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, সায়্যিদ অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত বংশধর ও অমুসলিম।

জাকাত দেওয়ার সময় দাতা জাকাতের নিয়ত করলেই হবে, গ্রহীতাকে তা জানানো প্রয়োজন নেই। জাকাত গ্রহীতা যদি আত্মীয়স্বজন, আপনজন বা পরিচিতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হন, তাহলে জাকাত উল্লেখ করাটা মোটেই সমীচীন হবে না। কারণ, এতে গ্রহীতা অপমানিত, অসম্মানিত ও বিব্রতবোধ করতে পারেন। অকারণে কাউকে অসম্মান করা বা কারও সম্মানহানি করা গুনাহের কাজ। কোরআনের ভাষায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সম্মান আল্লাহর জন্য, সম্মান রাসুল (সা.)এর জন্য, সম্মান সকল মুমিনের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' (সুরা-৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত: ৮)।

লেখক: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব ও আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের সহকারী অধ্যাপক

তাহাজ্জুদ নামাজের শ্রেষ্ঠ সুযোগ রমাদান

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

রহমতের শ্রেষ্ঠ সময় তাহাজ্জুদের সময়, রমাদান মাস রহমতের শ্রেষ্ঠ মাস। বছরের বিশেষ রাতসমূহে সূর্যাস্তের পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন। তাহাজ্জুদের সময়ে প্রতিটি রাতেই আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে এসে বান্দাদের ফরিয়াদ শোনেন। কোরআনুল করিমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.) কে উদ্দেশ করে বলেন, 'এবং রাত্রির কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থান-মাকামে মাহমুদে।' (সুরা ১৭ ইসরা, আয়াত ৭৯)। 'হে বস্ত্রাবৃত! রাতে দন্ডায়মান হও কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কোরআন আবৃত্তি করো সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে ওঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। তুমি নিজ পালনকর্তার নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাতে নিমগ্ন হও।' (সুরা ৭৩ মুজ্জাম্মিল, আয়াত: ১-৮)। 'হে চাদরাবৃত! ওঠো, সতর্ক করো, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করো, স্বীয় পোশাক পবিত্র করো এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। অন্যকে কিছু দান করে অধিক প্রতিদান আশা করবে না। আর তোমার পালনকর্তার উদ্দেশে ধৈর্য ধারণ করো।' (সুরা ৭৪ মুদ্দাচ্ছির, আয়াত ১-৭)।

তাহাজ্জুদ সংকট উত্তরণের ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সেরা মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। তাই এটি সুন্নত, অতিরিক্ত হিসেবে নফল। নবীজি (সা.)-এর জন্য এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদ সর্বোৎকৃষ্ট আমল। হজরত আলী (রা.) বলেছেন: 'যাঁরাই ইবাদতে অধ্যাত্ম জগতে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ঊর্ধ্বারোহণ করেছেন; তাঁরাই রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়েছেন।' (দিওয়ানে আলী, নাহজুল বালাগা)। তাহাজ্জুদ হলো মোক্ষ লাভের মোক্ষম মাধ্যম। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ফরজ নামাজসমূহের পর উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। (মুসলিম, আলফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯৭, হাদিস ৪০৫)।

'তাহাজ্জুদ অন্ধকারে পড়তে হয়' ও 'তাহাজ্জুদ পড়লে জিন আসে' এবং 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে নিয়মিত আদায় করতে হয়' এই ভয়ে অনেকে তাহাজ্জুদ পড়েন না। প্রকৃতপক্ষে এসব ভুল ধারণা। তবে কারও ঘুমের ব্যাঘাত যেন না হয় এবং প্রচার মানসিকতা যেন না থাকে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করতে পারলে তা অতি উত্তম। নফল ইবাদত বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ছাড়া প্রচার না করাই বাঞ্ছনীয়।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সেই স্বামীর প্রতি রহম করেছেন, যে নিজে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তার স্ত্রীকে জাগায়। যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তবে তার মুখমন্ডলে পানিছিটা দেয়। আল্লাহ তাআলা সেই স্ত্রীর প্রতি রহম করেছেন, যে নিজে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগায়। যদি সে উঠতে অস্বীকার করে, তবে তার মুখমন্ডলে পানিছিটা দেয়।' (আবু দাউদ ও নাসায়ি, আলফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯৭, হাদিস ৪০৭)। এ ছাড়া যদি কেউ তাহাজ্জুদের জন্য ডাকার নির্দেশ বা অনুমতি দেন, তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য ডেকে তোলা যাবে; অন্যথা নয়।

সুন্নত ও নফল নামাজে কিরাত তিলাওয়াতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি নয়। নফল নামাজে রুকু, সিজদাসহ প্রতিটি রুকন বা পর্ব দীর্ঘ করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। এ জন্য রুকু ও সিজদায় তাসবিহ অনেকবার পড়া যায় এবং অন্যান্য পর্বেও বেশি পরিমাণে বিভিন্ন দোয়া মাসুরা, যা কোরআন হাদিসে আছে, পাঠ করা যায়। একই রাকাতের একই সুরা বারবার এবং বিভিন্ন সুরা ও বিভিন্ন আয়াত পড়া যায়।

রমাদান মাসে যেহেতু ফরজ রোজা পালনের জন্য সহায়ক হিসেবে সাহ্ রি খাওয়ার সুন্নত আদায়ের জন্য আমরা সবাই উঠি এবং সাহ্ রির সময়ই হলো তাহাজ্জুদের সময়; সুতরাং রমাদানে তাহাজ্জুদ আদায় করা খুবই সহজ। তাহাজ্জুদ দুই রাকাত করে আট রাকাত, বারো রাকাত বা আরও কম বা বেশিও পড়া যায়। রমাদানের নফলের সওয়াব ফরজের সমান, ফরজের সওয়াব সত্তর গুণ।

রাতের দুইতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তথা রাত দুইটার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। সাহ্ রির সময় শেষ হলে তথা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হলে তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত শেষ হয়।

লেখক: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির যুগ্ম মহাসচিব ও আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজমের সহকারী অধ্যাপক

কামাল লোহানী'র মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের শোক



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, ভাষা সংগ্রামী, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন-এর পুরোধা ব্যক্তিত্ব, খ্যাতিমান সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বার্তা বিভাগের প্রধান, অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত কামাল লোহানী'র মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছে। সংগঠনের পক্ষে সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে এই শোক জানান।

প্রোগ্রেসিভ ফোরামইউএসএএর শোকপ্রকাশ

অপরদিকে প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র পক্ষ থেকে কামাল লোহানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। ফোরাম-এর সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আলীমউদ্দিন এক বিবৃতিতে প্রয়াত কামাল লোহানী'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান। তারা বলেন, বায়ান্নেরভাষা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশ এরসকলপ্রগতিশীল আন্দোলন এ কামাল লোহানী'র মতো নিবেদিত মানুষ খুব কম জন্মগ্রহণ করে। তিনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ছায়ানট, ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠীর মতো সাংস্কৃতিক সংগঠনের। প্রোগ্রেসিভ ফোরামই উএসএ বাঙালীজাতির এই সূর্য্য সন্তানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

উল্লেখ্য, কামাল লোহানী গত ২০ জুন শনিবার বাংলাদেশ সময় সকাল সোয়া ১০টার দিকে রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION

HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দূর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT/INJURY, SLIP & FALL

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিস-এ ১০ বছরের অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস

সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩

৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস

ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১৩৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধ্বক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

মেট্রোপলিটন লার্নিং ইন্‌স্টিটিউট, ইন্‌ক

নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
কাউন্সিল অন অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এডক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত
একটি অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আমাদের প্রোগ্রাম সমূহঃ
(সিওই অনুমোদিত এবং ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত)

- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট
- একাউন্টিং এসিস্টেন্ট
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ মেডিকেল বিলিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ বুককিপিং এন্ড ইংলিশ
- কম্পিউটার অফিস টেকনোলজি উইথ ইংলিশ (শুধুমাত্র ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)
- মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এসিস্টেন্ট - সংক্ষিপ্ত (শুধুমাত্র প্রধান এবং ব্রুকলিন ক্যাম্পাস এর জন্য)

শর্ট প্রোগ্রাম
(সিওই অনুমোদিত তবে ফিন্যানসিয়াল এইড এর জন্য মনোনীত নয়)

- নার্স এসিস্টেন্ট / এইড (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- পেসেন্ট কেয়ার টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)
- ইকেজি টেকনিসিয়ান (শুধুমাত্র প্রধান ক্যাম্পাস এর জন্য)



সুবিধাজসক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ: সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ: বিকাল ৫:১৫ টা থেকে রাত ১০:১৫টা

শনি ও রবিবার (শুধুমাত্র শর্ট প্রোগ্রামের জন্য)
সকাল ৯:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা

রয়েছে জব প্লেসমেন্ট সুবিধা

ফিনান্সিয়াল এইড
যোগ্যদের জন্য রয়েছে ফিনান্সিয়াল এইড সুবিধা

ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ (ESL)
(২য় ভাষা হিসাবে ইংরেজি) - লেভিল ওয়ান টু এইট

যোগাযোগঃ
ডা. মাসুদুল হাসান
ডিরেক্টর মেডিকেল প্রোগ্রাম,
রিগোপার্ক শাখা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ www.gettraining.org

প্রধান ক্যাম্পাস
৯৭-৭৭ কুইন্স বুলোভার্ড (৯ম তলা)
রিগো পার্ক, নিউইয়র্ক ১১৩৭৮
ফোনঃ ৭১৮-৮৯৭-০৪৮২

এক্সটেনশন ক্যাম্পাস
৫৬০ ৫৯ স্ট্রীট, ৫ম এভিনিউ
ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক ১১২২০
ফোনঃ ৭১৮-৪৯২-২১২০

তাসলিমা খান - ৩৪৭-৮৩৬-২২২৬
খালেদা পারভিন - ৯২৯-৩০১-৯২৭৫
কাউসার জাহান - ৯১৭-৩৪০-৪৩৫৯

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

Licensed as International money transmitter by the banking department of the State of New York, New Jersey, Georgia, Maryland & Michigan

সম্মানিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার সার্বিক সহযোগিতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থনে বলীয়ান "সোনালী এক্সচেঞ্জ" এ বছর রজত জয়ন্তী (২৫ বৎসর) বর্ষ পূর্ণ করেছে। এ সাফল্যের কৃতিত্ব সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর। সর্বস্তরের প্রবাসীগণ, সম্মানিত গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সকল সদস্য, কমিউনিটির নেতৃবর্গ, সাংবাদিক বৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষসহ সকলের সার্বিক সমর্থনে আমাদের এ অগ্রযাত্রা সম্ভব হয়েছে।

দেশে-বিদেশে সম্মানিত গ্রাহকগণের আস্থা, সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দিকনির্দেশনা এবং রেমিটেন্স বিতরণকারী সকল ব্যাংকের শাখাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়। আপনাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

রজত জয়ন্তী ২৫ বৎসর

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে সকলকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ করুন।
সরকার প্রদত্ত ২% নগদ প্রণোদনা গ্রহণ করুন।

রেমিটেন্স প্রেরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA	ATLANTA	BROOKLYN	BRONX	JACKSON HTS	JAMAICA	MANHATTAN	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-777-7001	770-936-9906	718-853-9558	718-822-1081	718-507-6002	347-644-5150	212-808-0790	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

দেশের সর্বত্র সোনালী ব্যাংকের সকল শাখায় তাৎক্ষণিকভাবে স্পট ক্যাশ ও যে কোন ব্যাংক একাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়।

www.sonaliexchange.com *এ লগ ইন করে আপনি ঘরে, অফিসে অথবা যে কোন স্থান থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠাতে পারেন।*

মরহুম সাংবাদিক স্বপন হাই'র পরিবারকে ১৪,২০০ ডলার প্রদান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে গত ৩০ মার্চ মারা গেছেন বাংলাদেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় ফটো সাংবাদিক এবং আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কার্যকরী সদস্য এ. হাই. স্বপন (স্বপন হাই)। সেই স্বপন হাইয়ের পরিবারকে নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজ ১৪,২০০ ডলার দিয়েছে। স্বপন হাই হার্ট ও কিডনী রোগেও আক্রান্ত ছিলেন। নিয়মিত ডায়ালিসিস করতেন। তাঁর কিডনী প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজ গত ৬ মার্চ এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত সংগীতানুষ্ঠানে ১০০ ডলার অনুদান মূল্যের টিকিট বিক্রয়ের চেষ্টা করেছিলেন সাংবাদিকরা। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বেবী নাজনিন, চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব ও কৃষ্ণা তিথি পারিশ্রমিক ছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। বৈরী আবহাওয়া এবং করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল একেবারে কম।



এতেও দমে যাননি সাংবাদিকরা। তারা ছুটে গিয়েছেন বিত্তশালী ও হৃদয়বান ব্যবসায়ীদের কাছে। উত্তোলন করেছেন অনুদান।

স্বপন গত ২৮ মার্চ বাংলাদেশে ফিরে যাবার প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু এর আগে তিনি ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বর নিয়ে তিনি নিউইয়র্কের কুইন্স হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তার রক্ত পরীক্ষায় কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ঐ হাসপাতালে স্বপন ৩০ মার্চ ইন্তেকাল করেন। তার মরদেহ বাংলাদেশ সোসাইটির সহযোগিতায় নিউজার্সির এক কবরস্থানে দাফন করা হয়। স্বপনের মৃত্যু হলেও অনুদান সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। গত ২৪ জুন বুধবার অব্দি সাংবাদিক সমাজ স্বপনের পরিবারের জন্য ১৪ হাজার ২ শ' ডলার উত্তোলন করেছেন এবং তা গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার তার পরিবারের কাছে পাঠানো হয়। উত্তোলন করা অর্থের মধ্যে ৫ শ' ডলার আগে স্বপনের স্ত্রী'র একাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। এই অর্থ উত্তোলনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি'র সমন্বয়ক ছিলেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি দর্পণ কবীর।

এদিকে সংগঠনের কার্যকরী সদস্য স্বপন হাইয়ের জন্য নিউইয়র্ক সাংবাদিক সমাজসহ যারা সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি দর্পণ কবীর ও সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। তারা বলেন, এ কৃতিত্ব নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজের। স্বপনের জন্য নিউইয়র্কের সাংবাদিক সমাজ ও কমিউনিটির লোকজন অকৃতিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন যা ভুলার নয়, আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, কবি কাজী জহিরুল ইসলামও তার জন্মদিনের দিন উপহারের পরিবর্তে স্বপনের জন্য অর্থ সহায়তা নিয়ে তার পরিবারের কাছে ২ হাজার ডলার দিয়েছিলেন।

সাংবাদিক স্বপন ঢাকায় দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ও দৈনিক মানবজমিনে কাজ করেছেন। তিনি ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। এখানে অসুস্থ হলে হাসপাতালে তাঁর ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল। এরপর থেকে তিনি (নিজ ভাইয়ের বাসায়) জ্যামাইকাতে বাস করছিলেন। তিনি সর্বশেষ সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া প্রথম আলো উত্তরামেরিকা এবং টিবিএন-২৪ টিভিতেও কাজ করেছেন স্বপন হাই। মৃত্যুকালে স্বপন হাই স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশীদের জন্য
Spoken English
(Online Live Class)

- $250
- 25 টি লেসন
- 3 ক্লাস / সপ্তাহ
- ৮০ মিনিট /ক্লাস

শেখার কোন শেষ নাই
শিখতে কোন লজ্জা নাই

LEARN ENGLISH
FROM HOME



929-484-7193

Former College Professor,
LSC-Woodlands, Texas.

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- বিশ্বমানের কোর্স ম্যাটেরিয়াল নিবিড় ভাবে শেখানো হয়।
- লেকচার শীট প্রদান করা হয়।
- মোবাইল বা কম্পিউটার দিয়ে ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ।
- ক্লাস মিস করলে রেকর্ডেড ভিডিও ক্লাসের ব্যবস্থা।

www.nobinacademy.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: দীর্ঘ প্রায় ৪ মাস পর আস্তে আস্তে কাটছে করোনার দুর্যোগ। বাড়ছে ক্রেতাদের আনাগোনা। তবে এ দীর্ঘ সময়ের অনাকাঙ্খিত করোনা পরিস্থিতির দরুণ নিউইয়র্কের মিনি বাংলাদেশ নামে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশী ব্যবসায় যে ধ্বস নেমেছে, তার উপর আবার এত মাসের বকেয়া দোকান ভাড়া, যা মালিকদের এখনোও অবধি দেয়া হয়নি, কারণ ব্যবসা না থাকলে আয় নেই, আর আয় না থাকিলে ভাড়া দেয়া হবে কোত্থেকে- এসব নিয়ে ব্যবসায়ীদের দু'পক্ষের মধ্যে টুকিটাকি আলোচনা হলেও বৈঠকটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সৌজন্য ও শুভেচ্ছা বিনিময়, সাক্ষাত। আগামীতে এক মাস পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখার পর যৌথভাবে আরেকটি সভা আহবান ও আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে উপস্থিত ব্যবসায়ীরা ঐক্যমতে পৌঁছেন। জ্যাকসন হাইটসের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের বেশ ক'জন সদস্য মি. শিব দাসের নেতৃত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের পক্ষে খাবার বাড়ীর কামরুজ্জামান, হাট বাজারের মনসুর চৌধুরী ও মহসিন ননী, নিউইয়র্ক কাজী অফিসের ইমাম কাজী কায়্যুম, ফাউমা'র ফাহাদ সোলাইমান, পীরান ফ্যাশনের জেড আলম নমি, ডাটনেট গ্রাফিক্সেও প্রদীর রঞ্জন, বারী হোম কেয়ারের আসেফ বারী টুটুল, ডিটিএনওয়াই'র মোস্তাফিজ সান্টু, ঢালিউড-এর আলমগীন খান, প্রিন্স রেষ্টুরেন্টের ইলিয়াস, সাপ্লই-য়ার-এর আবুল কাসেম, মিনা বাজারের স্বত্বাধিকারী, আপনাবাজার হালাল মীটের প্রতিনিধি প্রমুখ উক্ত সৌজন্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডেরা রেষ্টুরেন্টের মালিক সায়েফ নাগরাও পরে এসে সভায় উপস্থিত হন। বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল এর সৌজন্যে ব্যবসায়ীদের সম্মানে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শাহজাহান শেখ তৃতীয় মেয়াদে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মনোনীত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহজাহান শেখ তৃতীয় বারের মত ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর মেম্বার মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি বরো প্রেসিডেন্ট রুবিন ডিয়াজ এক চিঠিতে



শাহজাহান শেখের এই পুন:মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

শাহজাহান শেখ জানান, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদটি অবৈতনিক। স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বার, অ্যাসেম্বলীম্যান, স্টেট সিনেটরদের সুপারিশক্রমে বরো প্রেসিডেন্ট দুই বছরের জন্য কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের মনোনয়ন দেন এবং প্রতি দুই বছর অন্তর তা নবায়ন করেন।

জানা গেওেছ, শাহজাহান শেখ ২০১৭ সাল থেকে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর একজন সক্রিয় মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বোর্ডের কার্যক্রমে সক্রিয় অবদান রেখে আসছেন তিনি। স্থানীয় আইনশৃংখলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির পরামর্শ, ভূমি ব্যবহারসহ জনকল্যাণমূলক বহু সিদ্ধান্ত কমিউনিটি বোর্ডে গ্রহণ করা হয়। বোর্ড সভায় আইন শৃংখলা, উন্নয়ন এবং স্বল্প আয়ের বাসিন্দাদের চাকুরী ও বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য সহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়। কমিউনিটির উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বোর্ডে।

শাহজাহান শেখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স সহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি নিউইয়র্কের বরিকুয়া কলেজে হিউম্যান সার্ভিসের ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিন সন্তানের জনক শাহজাহান শেখ দীর্ঘদিন ধরে ব্রঙ্কসে বসবাস করছেন। নিউইয়র্কে একটি বহুজাতিক কর্পোরেশনে কর্মরত শাহজাহান শেখের দেশের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়।

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us



Khalil Biryani House

আমাদের আগাম অভিনন্দন

নতুনকে ঘিরেই জন্ম নেয় দিগন্তে ছাড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্খা,নতুন সম্ভাবনা নতুন দিন। আগামী ২৩ জুন ডেমোক্রেট প্রাইমারীতে যে সব বাংলাদেশী প্রার্থী মুলধারার বিভিন্ন পদে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের সকলকে আমাদের আগাম অভিনন্দন। তাদের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এগিয়ে যাক নতুন গন্তব্যে ।

নতুনদের হাত ধরে উন্মোচিত হোক সম্ভাবনার দ্বার।

মো:খলিলুর রহমান
স্বত্বাধিকারী

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
খলিল হালাল চাইনিজ।

খলিল পিৎজা এন্ড গ্রীল
খলিল পার্টি সেন্টার

বিনামূল্যে কোভিট-১৯ টেস্ট করুণ

টেস্ট এর মাধ্যমে সংক্রমন ছড়ানো বন্ধ করুণ। একসেপ্ট বাটনে চাপ দিন।

আপনার যদি কোভিড-১৯ পজেটিভ হয়, তাহলে টেস্ট এন্ড ট্রেস কর্প এ ফোন করে বিনামূল্যে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সহ সবধনের সহযোগিতা নিন।



NYC.gov/COVIDtest

NYC Test & Trace Corps

যুক্তরাষ্ট্রে মৃতদের নামে ১৪০ কোটি ডলারের চেক

(শেষের পাতার পর)

সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের দেওয়া মৃত্যুর তালিকা যাচাই-বাছাই করেনি। তারা তৃতীয় পক্ষের তথ্য আমলে নিয়ে এমন কাজ করেছে।

ইন্ডিয়াপোলিসের এক বাসিন্দা বিস্মিত হয়েছিলেন যখন দেখলেন তার মায়ের নামে ১ হাজার ২০০ ডলারের একটি চেক ই-মেইলে এসেছে। অথচ তার মা ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারী মারা যান। তিনি এই তথ্য ফেসবুকে পোস্ট করার পর অনেকেই তাকে জানিয়েছেন যে, তারা এরকম ঘটনার কথা আরও শুনেছেন। তাই যারা এ ধরনের চেক পাবেন তাদের উচিত সেটি আইআরএসকে ফেরত দেওয়া এবং 'ভয়েড' লিখে চেকটি পাঠিয়ে দেওয়া।

এদিকে আইআরএসের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে, যাদের স্বজন আগেই মারা গেছেন তাদের উচিত চেকটি ফেরত পাঠানো।

একজন বাংলাদেশী প্রান্ত

(শেষের পাতার পর)

২০২০ সালে আমেরিকান সোসাইটি অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স (এএসসিই) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ জন তরুণ মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করে এ স্বীকৃতি প্রদান করে। ওয়াকিল প্রান্ত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য থেকে একাই নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া প্রান্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়রুল ইসলাম এবং আফরোজা ইসলামের জ্যেষ্ঠ সন্তান। মাত্র দুই বছর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে আমেরিকায় আসা প্রান্ত আগামী আগস্ট মাস থেকে প্রান্ত ইউনিভার্সিটি অব বাফেলোতে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স শুরু করবেন।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ উদীয়মান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সবাই চলতি বছরের মে মাসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ওয়াকিল প্রান্ত ইউনিভার্সিটি অব বাফেলো (ইউবি) থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন। এএসসিইর কর্মসূচি 'নেক্সট জেনারেশন অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং লিডারস'-এর আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এই নতুন মুখের অনুসন্ধান করা হয়। সম্ভাবনাময় ১০ জন নতুন মুখের তালিকায় আরও রয়েছেন পেন স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাবি কাওসার, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ম্যাথিউ ক্রিস্টি, ইউনিভার্সিটি অব আলাস্কার ক্যাসি গ্রান্ডহসার, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির ম্যাথিউ জ্যাকবসন, ইউনিভার্সিটি অব লুইসভিলের রায়ান ক্যাবফ্লেস, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার আলদিয়া ম্যাকডেভিড, ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটসের সোফিয়া স্যাভোকা, ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াইয়ের ম্যাক্স টাগা ও নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মাইক টরমি। এই শীর্ষ ১০ জনের মধ্যে ওয়াকিলের অবস্থান ছিল সপ্তম।



আমেরিকার শীর্ষ ১০ উদীয়মান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের স্বীকৃতি হাতে বাংলাদেশী-আমেরিকান ওয়াকিল প্রান্ত। ছবি: সংগৃহীত

ওয়াকিল ইউনিভার্সিটির প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি সামারে বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে ইন্টার্ন করেছেন। তার ইন্টার্ন করা কোম্পানিগুলো হলো এইচডিআর, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কিউথ, মেট্রোনর্থ ও এমএসসি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ইউনিয়ন সদস্য ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি হ্যাবিটাট ফর হিউম্যানিটি ও রেডক্রসের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ওয়াকিল বন্ধুদের নিয়ে 'বাফেলো নায়াগ্রা ওয়াটার কিপার' শীর্ষক ইভেন্ট পরিচালনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য তাঁকে বিশেষ স্বীকৃতিও দিয়েছে।

ড. আলী রীয়াজ এআইবিএসের

(শেষের পাতার পর)

নিয়ে গবেষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রে এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ নিয়ে বা বাংলাদেশ বিষয়ে কাজ করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একই ছাতার নীচে নিয়ে আসে।

ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার মতো বিশ্বখ্যাত ২৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এআইবিএস-এর সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক, আইইউবি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউল্যাব, এনএসইউ সহ ২৪ টি বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এআইবিএস-এর সমঝোতা স্মারকে সই করা আছে। ড. আলী রীয়াজ ২০০২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। তিনি সেখানকার সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন (২০০৭-২০১৭)। ২০১৭ সালে ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর হিসেবে তার নাম ঘোষণা করা হয় এবং ২০১৮ সালে প্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থমাস ই আইমারম্যান প্রফেসরশিপ লাভ করেন।

ড. রীয়াজ বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। লন্ডনে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে 'ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট' হিসেবে কাজ করেছেন। পাবলিক পলিসি স্কলার হিসেবে 'উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারস' এ কাজ করেছেন। তিনি আটলান্টিক কাউন্সিল এর একজন নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো-ও বটে। নতুন এআইবিএস কমিটি ১ অক্টোবর দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। প্রেসিডেন্ট আলী রীয়াজ চার বছরের জন্য দায়িত্ব নেবেন। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল সাইটে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাহফুজুর রহমান জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচিত

(শেষের পাতার পর)

ব্যালট ভোট ছাড়াই তার প্রাপ্ত ভোট ২,৬৮২। তার এই ভোট সব ব্যালেট গণনার পরও বিজয় সুনিশ্চিত বলে সংশ্লিস্টরা জানান। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, তরুণ রাজনীতিক মাহফুজুর রহমান ১৯৯১ সালে জ্যামাইকা হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চার বছর আগে সিটি ইউনিভারসিটির জন ফে কলেজ অফ ক্রিমিনাল জাষ্টিজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেটএসেম্বলী প্রোগ্রামে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ষ্টেট অ্যাসম্বেলীম্যান ডেভীড ওয়েপ্রীন-এর অফিসে ডেপুটি চিফ অব ষ্টাফ হিসেবে কর্মরত আছেন। ইমরানের বাবা বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ তৈয়েবুর রহমান হারুন এবং মা সাদিয়া রহমান। তার ছোট ভাই মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব রহমান তিন বছর যাবত নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে পুলিশ অফিসার হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি সকলের দোয়া প্রার্থী। উল্লেখ্য, মাহফুজুর রহমানের বাবা তৈয়বুর রহমান হারুন নিউইয়র্ক সিটির গত নির্বাচনে সিটি কাউন্সিলম্যান পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারীতে অল্প ভোটের ব্যাবধানে পরাজিত হন। জনাব হারুন মানিকগঞ্জের সন্তান।

ফোবানার নেতৃত্বে তৃতীয় কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

নর-নারী অংশ টেষ্ট সম্পন্ন করেন বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে। এই কার্যক্রমে সহযোগিতায় ছিলো: বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), হেল্প চিটাগোং-নয়ান, জেকে, লায়ন্স, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রভৃতি সংগঠন।



মা-বাবা ও ভাইয়ের সাথে ওয়াকিল প্রান্ত। ছবি: সংগৃহীত

করোনা পেন্ডামিক শুরুর পর থেকে ফোবানা ধারাবাহিকভাবে একের পর এক মানবিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মকান্ডের শুরুতেই প্রথমে কর্মকর্তাদের নিজস্ব ফান্ড থেকে কয়েকশ পরিবারের নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেয়া, জনস্বার্থে ভার্চুয়াল মিটিং-এর ব্যবস্থা করা, ঢাকায় গণস্বাস্থ্য পরিচালিত ফুড বিতরণ কর্মসূচীতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে কমিউনিটিতে প্রথম কবিড-১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট এর ব্যবস্থা করে ৫ ও ১২ জুন যথাক্রমে ব্রুকলীন ও জ্যাকসন হাইটস-এ। যা প্রবাসী বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। চাহিদার কারণে তারই ধারাবাহিকতায় জ্যামাইকাতে এই টেস্ট পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ জুন শুক্রবার বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা পর্যন্ত। প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে শত শত মানুষকে এই সেবা নিতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে বহু সংখ্যক মানুষ লাইনে থাকায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে বিধায় খান মেডিকেল-এর ডা. নাজমুল খান তার অফিস-এর অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে নিজে ব্লাড সংগ্রহ করতে দেখা যায়, যা ছিলো সত্যি প্রশংসনীয়।

ফোবানা স্টীয়ারিং কমিটির র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান, ভাইস চেয়ারম্যান আলী ইমাম সিকদার, নির্বাহী সেক্রেটারী কাজী আজম, ফোবানা কনভেনশন ২০১৯-এর কনভেনর শাহ নেওয়াজ ও মেম্বার সেক্রেটারী ফিরোজ আহমেদ, কর্মকর্তা নিশান রহিম, কাজী ওয়াহিদ এলিন, খোন্দকার ফরহাদ কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট-এ সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

এছাড়াও মার্ক হোম কেয়ার-এর ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক, ইয়াসির খান জিমি, কামাল, আজাদ, বাপা সভাপতি ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী, সেক্রেটারী প্রিন্স আলম, সহ সভাপতি এরশাদ সিদ্দিক, কারেসপন্ডিং সেক্রেটারী সৈয়দ এনায়েত আলী, হেল্প চিটাগোনিয়ান-এর মাকসুদুল হক চৌধুরী, কামাল উদ্দিন মিঠু, আবুল কাশেম, আহসান হাবিব, মুহম্মদ নাজের, লায়ন্স এর ক্লাব সভাপতি আসিফ বারী, সেক্রেটারী আহসান হাবিব, জ্যামাইকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল সহ সাইফুল ইসলাম, আনোয়ার হোসাইন, রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এই কার্যক্রমে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-এর সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান ও সেক্রেটারী মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেন। এছাড়াও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজী আজহারুল হক মিলন, এটর্নী মঈন চৌধুরী, মামনুল হক, কিউ জামান, মোহাম্মদ রফিক, ওসমান গনি, আবুল কাশেম সহ আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সেন্সাস-এ ফোবানা: এই ইভেন্ট-এ ফোবানা ও সেন্সাস কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে সেন্সাস-২০২০ এ সবাইকে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানান। সেন্সাস এর নানান ফ্লায়ার বিতরণ সহ প্রচুর মানুষ সেন্সাস-এর ফর্ম ফিলাপ করেন। ফোবানা'র পক্ষ থেকে সেন্সাস-এ অংশগ্রহণ ও এর উপকারিতা নিয়ে সবাইকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়।

কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট-এর এই ইভেন্টটি সফল করতে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে বিশেষ করে মার্ক হোম কেয়ার-কে কমিনিটির কল্যাণে এগিয়ে আশায় ধন্যবাদ জানান ফোবানা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান ও সেক্রেটারী কাজী আজম।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ারের নতুন কমিটি গঠিত

(শেষের পাতার পর)

প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ রাজু খান। এছাড়া কার্যকরী সদস্য মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে মীর জাকির, শাহীন হাসনাত, এনামুল হক, রাসেল রহমান, আনোয়ার হোসেন, হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, ফয়সাল আহমেদ, আবু সোলেমান, শামছুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী, রফিকুল ইসলাম।

নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনের পাশাপাশি উপদেষ্টা পরিষদও গঠন করা হয়। উপদেষ্টারা হলেন: আবদুল বাছিত, এমাদ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সৈয়দ মামুন, তোফাজ্জল মিয়া ও মোহাম্মদ কাদের খান।

উল্লেখ্য, করোনাকালে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রায় দুই হাজার পরিবারের মধ্যে খাবার বিতরণ করে। আগামী ২ জুলাই এস্টোরিয়ার রেবেন্সহুডে আরও একশ পরিবারের মধ্যে ফ্রি গ্রোসারী বিতরণ করা হবে বলে জানান সংগঠনের পুন: নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও কানেটিকাটে ঢুকলেই ১৪ দিনের

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে কোভিড ১৯-এর 'হটস্পটগুলো' থেকে এ তিন রাজ্যে ঢুকলেই ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এ তিনটি রাজ্যই একসময় করোনাভাইরাসের হটস্পট ছিল। এবার এ রাজ্যগুলোর গভর্নররা অন্য রাজ্য থেকে সেখানে ভ্রমণের ওপর এমন কড়াকড়ি আরোপ করলেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব রাজ্যে সাত দিনে গড়ে জনসংখ্যার ১০ শতাংশ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হচ্ছে, সেখানকার মানুষের জন্যই কোয়ারেন্টিনের এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এই হারে করোনাভাইরাস সংক্রমণ এখন দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ৯টি রাজ্যে। এগুলো হলো– অ্যালাবামা, আরকানস, অ্যারিজোনা, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, ওয়াশিংটন, ইউটাহ ও টেক্সাস।

ফলে এসব রাজ্য থেকে ভ্রমণকারীদের মানতে হবে কোয়ারেন্টিনের নিয়ম। গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার থেকে এ নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। নিউইয়র্ক এর আগে চার লাখ ১২ হাজার শনাক্ত রোগী এবং ৩১ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত এক ২২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাস। এর পর বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এ পর্যন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ লাখ ২০ হাজার ১৯৯ জন। মারা গেছেন ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৫৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ৫১ লাখ ৬৯ হাজার ২৭০ জন।

দেলোয়ার-সেবুল'র প্রচারণা শুরু

(শেষের পাতার পর)

থেকে ষ্টেট এটর্নী জেনারেল পদে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ড. নীনা আহমেদ জয়লাভ করেছেন। আবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ষ্টেট সিনেট নির্বাচনের এক আসনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শেখ রহমান চন্দন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অনেকেই প্রার্থী হতে চলেছেন। কমিউনিটির বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যাদের নাম আলোচিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় কুইন্স থেকে রয়েছেন- সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে গত সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে এর প্রাইমারী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোহাম্মদ তৈয়বুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, অ্যাসাল-এর কুইন্স চ্যাপ্টারের সভাপতি সেবুল উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। অপরদিকে ওজনপার্ক থেকে মিসবাহ আবদীন এবং ব্রুকলীন থেকে শাহানা হানিফ সিটি কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে এই সপ্তাহে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করেছেন সেবুল উদ্দিন ও মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বর্তমান কাউন্সিলম্যান ররি লেন্সম্যান। আগামী বছর তিনি আর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে পদটি শূন্য হবে এবং নতুন প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হবে।

বাড়ি ক্রয় : প্রতারণাথেকে

(শেষের পাতার পর)

যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিরে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি- ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের। **আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ:** আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন। উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

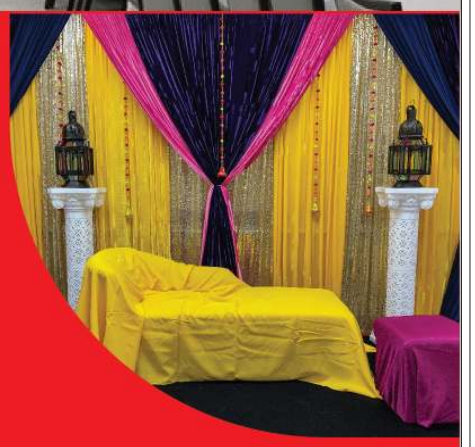
কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না।



ব্রঙ্কসে পার্কচেস্টারের প্রাণকেন্দ্রে
সবচেয়ে সুন্দর পার্টি হল



AL-AQSA
PARTY HALL
১০০ থেকে ১৫০ জন এর
ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন



বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, সুইট সিক্সটিন, সহ যে কোন সামাজিক পার্টি ও সভা-সেমিনারের জন্য অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ

2107 Starling Avenue,Bronx, NY 10462
718-904-7061, 347-479-8629

ব্রঙ্কসে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ
AL AQSA RESTAURANT
কাচ্চি বিরিয়ানী, তেহারী, কাবাব, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস, ভাজি-ভর্তা, সিঙ্গারা, সমুচা, মোগলাই পরাটা, রসমালাই, চমচম সহ সব ধরণের খাবার পাওয়া যায়।
সেই সাথে রয়েছে মালাই চা



ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একমাত্র হাউজ হোল্ড ডিসকাউন্ট ষ্টোর
AL AQSA Household Discount Store
সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, মেলামাইন, প্লাস্টিক ও এলুমিনিয়াম, হাড়ি-পাতিল, কাপ-প্লেট, বালতি, মগ,জগ, বদনা, ষ্টেইনলেসের চামচ, কাটা চামচ, ইলেকট্রিক প্রেশার কুকার, রাইস কুকার, টোস্টার, ব্লেন্ডার, জুসার সহ সবকিছু পাওয়া যায়

ব্রঙ্কসের বাংলাবাজারে সবচেয়ে বড় গ্রোসারী
AL AQSA Halal Meat & Supermarket
প্রতিদিন ফ্রেশ



সবধরনের হালাল মিট, মাছ, টাটকা শাক-সবজি, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মশলাপাতি, ফলমূলসহ গ্রোসারী সামগ্রীর বিপুল সমাহার
718-904-0700



শাকিব খানের বিরুদ্ধে ডিজিটাল আইনে অভিযোগ দায়ের

বিনোদন ডেস্ক: পাসওয়ার্ড ছবিতে দিলরুবা খানের অনুমতি ছাড়াই 'পাগল মন' গানটি ব্যবহার করায় শাকিব খান ও বেসরকারি মোবাইল অপারেটর কম্পানী রবির বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম ইউনিটে ডিজিটাল আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গানের কণ্ঠশিল্পী দিলরুবা খান বলেন, 'পাগল মন গানের কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার কায়সার আহমেদ, সুরকার আশরাফ উদাস কারো- অনুমতি ছাড়াই শাকিব খান তাঁর পাসওয়ার্ড চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার মোবাইল অপারেটর কম্পানি রবিও একই কাজ করেছে। যেহেতু আমরা শিল্পী, আমাদের গানের ওপর দিয়েই সংসার চলে। আমরা প্রথমে চেষ্টা করেছি যেহেতু বাণিজ্যিকভাবে তারা লাভবান হয়েছে, আমরা বসে সুরাহা করি। কিন্তু সুরাহা হয়নি। যার ফলে আমাদের আইনি পথে হাঁটতে হয়েছে।'

দেশের সিনেমা ও সংগীত নিয়ে কাজ করে লাইসেন্সিং অ্যান্ড কালেক্টিং সোসাইটি ফর সিনেমাটোগ্রাফ ফিল্ম (এলসিএসপিএফ) সংস্থাটি কপিরাইট (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

বিপাশাকে গায়ের রং নিয়ে শুনতে হয়েছে তীর্যক কথা

বিনোদন ডেস্ক: বিপাশা বসু বলিউডের আবেদনময়ী অভিনেত্রী হিসেবে। এই 'শ্যামবর্ণা' সুন্দরীকে ছোট থেকেই গায়ের রং নিয়ে নানা কথা শুনতে হয়েছে। সম্প্রতি প্রসাধনী 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' থেকে ফেয়ার শব্দটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে বেশ খুশি বঙ্গ তনয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা পোস্টে নিজের 'শ্যামবর্ণা' (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)



বিড়ম্বনায় শ্রাবন্তী



বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শাবন্তী চ্যাটার্জি সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ সরব। নিজের সার্বিক পরিস্থিতি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন থাকেন তিনি। পাশাপাশি টিকটকে মজার সব ভিডিও পোস্ট করেন। নিজে আনন্দে থাকতে ও ভক্তদের আনন্দে রাখতে পছন্দ করেন এই নায়িকা।

সম্প্রতি তার অ্যাপার্টমেন্টের একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলে বলে জানান এই নায়িকা। এবার আর এক দুঃসংবাদ নিয়ে হাজির হয়েছেন। ভুয়া ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। তার নামে ফেসবুকে পেইজ খুলে মানুষের কাছে থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কে বা কারা। শ্রাবন্তী তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ইনস্টাগ্রামের একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করে লিখেন, বেনামী এক ব্যক্তি আমার নামে এই পেজটি ব্যবহার করে অর্থ আয়ের চেষ্টা করছে। যাকে আমি চিনি না।

ইনস্টাগ্রামের এই পেজের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

পেজটি থেকে নানা কারণ ব্যাখ্যা করে অর্থ চাইছেন ওই ব্যক্তি। আপনাদের কারো কোনো ক্ষতি হোক, তা চাই না। এই পেজ থেকে কোনোরকম ক্ষতি হলে জালিয়াতির জন্য আমি দায়ী নই। আমার কোনো ফ্যানপেজ নেই। সবাইকে অনুরোধ করব, ইনস্টাগ্রামের এই পেজটি আনফলো করুন।



পাঁচ দশকের দ্বারপ্রান্তে আলমগীর

বিনোদন ডেস্ক: নায়ক আলমগীর, এক সময়ের দর্শক হৃদয়ে ঝড় তোলা এক অভিনেতা। পুরো নাম মহিউদ্দীন আহমেদ আলমগীর। আগাগোড়াই সিনেমার মানুষ। এ মাধ্যমকে ভালোবেসেই কাটিয়ে দিয়েছেন দীর্ঘ ৪৮ বছর। পাঁচ দশকের দ্বারপ্রান্তে তার সিনেমা ক্যারিয়ার। পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যাত্রা শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত সিনেমাসহ সাধারণ মানুষের বিপদে-আপদেও পাশে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য কখনও তিনি হয়ে উঠেছেন মহানায়ক, কখনও অভিভাবক, আবার কখনও একজন সুপারস্টার। অথচ বিশেষণগুলো তাকে খুব বেশি পুলকিত করে না। কারণ তিনি বরাবরই একজন অভিনেতা হয়ে থাকতে চেয়েছেন; আছেনও। অভিনয় জীবনের দীর্ঘ এ পথচলা এবং অভিনেতা হিসেবে নিজেকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আলমগীর বলেন, 'অভিনয় সম্পর্কে মূল্যায়ন করার মতো অভিনেতা আমি নই। অভিনয়ের ব্যাপ্তি এত বিশাল যার শেষ দেখা একজনমে সম্ভব নয়। অনেকেই আমাকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেন; কিন্তু আমি সবসময়ই একজন অভিনেতা হওয়ারই চেষ্টা করেছি।

আমার আজকের অবস্থানের নেপথ্যে অবশ্যই আমার প্রথম সিনেমার পরিচালক যিনি আমাকে আবিষ্কার করেছেন শ্রদ্ধেয় (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

'প্রযোজক বললেন, আমার জামার মাপ তিনি নিজেই নেবেন'

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ফেভারিটিজম, নেপোটিজম, স্বজনপোষণ নিয়ে মুখ খুলছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সরব হয়েছেন বলিউডে দু-একজন ব্যক্তিত্বও। তাদেরেই একজন দেবলীনা দত্ত। এ বিষয়টি নিয়ে তিনি ভারতের জনপ্রিয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। পাঠকদের জন্য তার লেখাটি তুলে ধরা হলো-

দেবলীনা দত্ত লেখেন, 'বাধ্য হলাম কলম ধরতে। ইন্ডাস্ট্রিতে ২২ বছরের অভিজ্ঞতা। আজও মুখ বন্ধ করে থাকলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। ইদানিং শুনতে পাচ্ছি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নাকি 'ফেভারিটিজম' আছে, 'নেপোটিজম' বা স্বজনপোষণ নেই। এটা মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে বলছে লোকজন। শুধু স্বজনপোষণ নয়, এই ইন্ডাস্ট্রিতে মাফিয়ার আধিপত্য কিছু কম দেখলাম না।'

'আমার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে একটু ফিরে যাই। আজ থেকে ২২ বছর আগে আমার দ্বিতীয় ধারাবাহিকে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাকে বলা হলো, (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)





বলিউডের সেরা সুন্দরী মধুবালা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সেরা সুন্দরী অভিনেত্রীর তকমা আজও কেউ কেড়ে নিতে পারেননি। একমাত্র এই আখ্যার অধিকারী ছিলেন মধুবালা। তার সফল চলচ্চিত্র জীবন, ব্যর্থ প্রেম আর অকাল মৃত্যুর কথা তুলে ধরা হয়েছে:

প্রেমের এক অপ্সরা দেবী

'ইনসান কিসিসে দুনিয়া মে একবার মোহাব্বত করতা হ্যায়, ইস দর্দ কে লেকার জিতে হ্যায়, ইস দর্দ কে লেকার মরতে হ্যায়... পেয়ার কিয়াতো ডরনা কেয়া... যার কণ্ঠে প্রেমের জন্য এমন আকুতি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন বলিউডের সর্বকালের সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী মধুবালা। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে তার জন্ম হয়েছিল বলেই হয়তো তার ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়েছিল চলচ্চিত্র, দর্শক, নির্মাতা, সহশিল্পী এমনকি তামাম দুনিয়ায়। তাইতো আজও প্রেমের দেবী ভেনাসের সঙ্গে কারও তুলনা করতে গেলে প্রথমেই নির্দ্বিধায় চলে আসে মধুবালার নাম। সবার হৃদয়জুড়ে প্রেমের এক অপ্সরা দেবী হয়ে আছেন তিনি। থাকবেন চিরকাল।

৩৬ বছরের কষ্টের জীবন

জন্ম নিয়েছিলেন হৃৎপিন্ডে ছোট একটি ছিদ্র নিয়ে। বয়স যখন ২৭ বছর, ডাক্তার জানিয়ে দেন আর মাত্র বছর দুয়েক বাঁচবেন তিনি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করে দিয়ে দৃঢ়চেতা মধুবালা বেঁচে ছিলেন আরও নয়টি বছর। ভারতীয় কিংবদন্তি এই অভিনেত্রী ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৩৬ বছর বয়সে চিরবিদায় নেন। মধুবালা জন্মেছিলেন ১৯৩৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

মুমতাজ থেকে মধুবালা

চলচ্চিত্রে পা রাখার আগে তার নাম ছিল মুমতাজ জাহান বেগম দেহলভি। ১৯৪২ সালে 'বসন্ত' চলচ্চিত্রে শিশু শিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু। পরে আরও কয়েকটি ছবিতে শিশু শিল্পী। সে সময় অভিনেত্রী দেবিকা রানী শিশু মুমতাজ জাহানের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'মধুবালা'।

পরবর্তীতে এ নামেই জনপ্রিয়তা শুরু। এর পরের গল্পটা ১৯৪৯ সালের। বোম্বে টকিজ স্টুডিওর ব্যানারে নির্মিত হয় 'মহল' চলচ্চিত্র। এতে মূল চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান মধুবালা। সে বছর ভারতে বড অফিসের সেরা আয়ের তিনটি ছবির একটি ছিল মহল। এ ছবির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তিনি অভিনয় করেন 'দুলারি', 'বেকসুর', 'তারানা', 'বাদল' নামে সে সময়ের উল্লেখযোগ্য সফল ছবিতে।

যে কারণে অভিনয়ে আসা

মধুবালা একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা পাকিস্তানের পেশোয়ারের টোব্যাকো কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তার চাকরি চলে যাওয়ায় সংসারের অভাব দূর করতে মাত্র নয় বছর বয়সে অভিনয়ে নামেন মধুবালা। তার পরিবার আরও অসহায়ত্বের মাঝে পড়ে যখন পাঁচ-ছয় বছর বয়সেই তার পাঁচ ভাই-বোন মারা যায়। এরপর ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল মুম্বাই ডকে বিস্ফোরণের ঘটনায় হারিয়ে যায় তাদের ছোট্ট ঘরটিও। পরিবারের এমন দুর্দশার মধ্যে একমাত্র আশার আলো ছিলেন মুমতাজ জাহান। তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারের প্রধান অর্থ উপার্জনকারী। নিজে পরিশ্রম করে মা এবং চার বোনের অন্ন সংস্থান করেছিলেন। ১১ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। ১৯৪৭ সালে তিনি ১৪ বছর বয়সে 'নীল কমল' সিনেমার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৬০ সালের অভিনয় জীবনে ৭০টির মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন মধুবালা। এ অভিনেত্রীর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'অমর', 'আরমান', 'মুঘল-ই-আজম', 'বারসাত কি রাত', 'তারানা' 'পাসপোর্ট', 'দুলারি', 'বেকুসুর' ইত্যাদি।

হলিউডের চলচ্চিত্রে আমন্ত্রণ

পঞ্চাশের দশকে মধুবালা ছিলেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল অভিনেত্রী। কেবল নিজ দেশে নয়, হলিউডের মনোযোগও আকর্ষণ করেন এ অনিন্দ্য হাসির অধিকারিণী। আমেরিকান ম্যাগাজিন 'থিয়েটার আর্টস'-এর ১৯৫২ সালের আগস্ট ইস্যুতে মধুবালাকে নিয়ে যে ফিচারটি লেখা হয়, তার শিরোনাম দেওয়া হয় 'দ্য বিগেস্ট স্টার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড- অ্যান্ড শি ইজ নট ইন বেভারলি হিলস'। অস্কারজয়ী আমেরিকান নির্মাতা ফ্রাংক কাপ্রা চেয়েছিলেন মধুবালাকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে। কিন্তু হলিউডের সে আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন তার বাবা আতাউল্লাহ।

মধুবালার যত প্রেম

মধুবালার জীবনে প্রেমের তরী ভিড়িয়েছিলেন অনেক পুরুষ, তার মধ্যে অভিনেতা দিলীপ কুমারের নাম বোধহয় সবচেয়ে বেশিবার এসেছে। এ জুটির প্রথম দেখা হয় 'জোয়ার ভাটা' ছবির সেটে, ১৯৪৪ সালে। ১৯৫১ সালে দিলীপ কুমারের সঙ্গে 'তারানা' ছবিতে অভিনয়ের সময় তারা একে অপরের প্রেমে পড়েন। শুটিং চলাকালীন একদিন মধুবালা তার হেয়ার ড্রেসারকে দিয়ে একটি লাল গোলাপ ও উর্দুতে লেখা চিরকুট দিলীপ কুমারের কাছে পাঠান এবং তাকে ভালোবাসলে ফুলটি গ্রহণ করতে বলেন। দিলীপ কুমার মুগ্ধ হয়ে ফুলটি গ্রহণ করেন। বাস্তবে এ জুটির সম্পর্ক ছিল পাঁচ বছর। বিয়ে পর্যন্ত না গেলেও এনগেজমেন্ট সম্পন্ন হয়েছিল তাদের। বিয়ের জন্য দিলীপ কুমার নাকি মধুবালাকে দুটো শর্ত দিয়েছিলেন। এক. বিয়ের পর নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না, দুই. অভিনয় ছাড়তে হবে। পর্দা জীবন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারলেও পরিবার ছাড়তে রাজি ছিলেন না মধুবালা। এরপরই ভেঙে যায় তাদের সম্পর্ক। তবে এ অভিনেত্রীর বোন জানান, একটি কোর্ট কেসের জন্য সম্পর্ক ভাঙে দিলীপ-মধুবালার।



ফের দিলীপের কাছাকাছি

দিলীপ কুমার ও মধুবালার সম্পর্কের উত্থান পতনের সাক্ষী ছিল কালজয়ী হিন্দি সিনেমা 'মুঘল-ই-আজম'। তাদের সম্পর্কের ভাঙনের সুর যখন ছড়াতে শুরু করেছে, তখন পরিচালক কে আসিফ তাদের কাছে আসেন এ সিনেমা নিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন তাদের বাস্তব জীবন মন দেওয়া নেওয়ার রসায়ন যাতে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে রুপালি পর্দায়। নয় বছর ধরে নির্মিত হওয়া এ সিনেমাটি সাক্ষী হয় আরও বেশ কিছুর। দিলীপ কুমার-মধুবালার বাস্তব জীবনের তুমুল প্রেম, সে প্রেমে ভাঙনের সুর, এরপর বেদনা-বিধুর বিচ্ছেদ জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে পর্দার সেলিম-আনারকলির চরিত্রে। এ সিনেমার নির্মাণকালে এমন অনেক সময় গেছে যখন তারা পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলতেন না। তবু ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় চেপে রেখে সিনেমার কাজটি তারা করেছিলেন নিজেদের সবটুকু দরদ দিয়ে, উপহার দিয়েছেন নিজেদের সেরা অভিনয়। আর এর ফলে সিনেমাটি কেবলমাত্র তাদের ক্যারিয়ার সেরা সিনেমাই নয়, গোটা হিন্দি সিনেমার ইতিহাসেই একটি মাইলফলক হয়ে আছে। 'মুঘল-ই-আজম' মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে।

ভুট্টোর সঙ্গে প্রেম

অপরূপা সুন্দরী মধুবালার জীবনে প্রেমিকদের তালিকায় ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। দেশভাগ হওয়ার আগে ভারতে প্রচুর সম্পত্তি ছিল ভুট্টোর। ১৯৫৮ সালে ভুট্টো যখন পাকিস্তানের মন্ত্রী হন তখনই ভুট্টোকে ভারতে যেতে হতো। সেই সূত্রেই অনিন্দ্য সুন্দরী সুপারস্টার অভিনেত্রী মধুবালার সঙ্গে তার আলাপ হয়। মধুবালা তখন 'মুঘল-ই আজম' ছবির শুটিং করছেন। মাঝে সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করেছে দিলীপ কুমারের সঙ্গে। মর্মাহত মধুবালার মন তখন নতুন কাউকে খুঁজে পেতে চাইছে। সেই সময় কানাঘুষা ছিল, জুলফিকার আলী ভুট্টোকেই নাকি খুঁজে নিয়েছিলেন মধুবালা! শোনা যায় আনারকলির ঝলক দেখতে ভুট্টো প্রায়ই হাজির হতেন 'মুঘল-ই আজম' এর সেটে। ভুট্টোর সঙ্গে মধুবালার এই সম্পর্ক খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অনেকের মতে, সম্ভবত ভুট্টো বুঝে গিয়েছিলেন তাদের এই সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই; কারণ মধুবালার জন্য তিনি শুধুই একটি ভরসার কাঁধ হতে পারেন। জীবনসঙ্গী হওয়ার মতো তাদের সম্পর্ক নেই। আসলে তখনো মধুবালা দিলীপ কুমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। প্রেম ব্যর্থ হওয়ার ব্যথা তিনি কোনো দিনই ভুলতে পারেননি। এখানেই শেষ হয় মধুবালা-ভুট্টো সম্পর্কের রহস্যময় প্রেম কাহিনি।

কিশোর কুমারের সঙ্গে বিয়ে

দিলীপ কুমার আর ভুট্টোর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের সমাধি রচনার পর ১৯৬০ সালে মধুবালা বিয়ে করেন কিশোর কুমারকে। 'চলতি কা নাম গাড়ি' ছবির সেটেই কিশোর-মধুবালার পরিচয় এবং সম্পর্কের শুরু। মধুবালাকে নিয়ে তার বোনের লেখা জীবনীতে জানা যায়, কিশোর কুমারকে বিয়ে করলেও তিনি দিলীপ কুমারকেই ভালোবাসতেন। এমনকি দিলীপ কুমারকে দেখানোর জন্যই কিশোর কুমারকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

অধরা রাজকাপুর-মধুবালা জুটি

রাজকাপুরের বিপরীতে তার চলচ্চিত্র 'ছলক' ১৯৬৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এ ছবির বেশ কিছু অংশের শুটিং বাকি। মধুবালা তখন এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে শুটিং শেষ করতে পারেননি এবং এ চলচ্চিত্রটি মুক্তি না পাওয়ায় অধরা রয়ে যায় রাজকাপুর-মধুবালা জুটি।

যত অর্জন

১৯৫২ সালে আমেরিকার বিখ্যাত থিয়েটার আর্টস পত্রিকা মধুবালাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় তারকা' বলে সম্মানিত করে। ২০০৮ সালে এই অভিনেত্রীকে নিয়ে ভারতের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সেরা সুন্দরী হিসেবে তাকে এক বাক্যে মেনে নেয় সবাই। শুধু অসামান্য রূপই নয়, অভিনয় প্রতিভার জোরে পঞ্চাশের দশকে নার্গিস, মীনা কুমারীদের ছাপিয়ে হিন্দি সিনেমায় নিজের সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৮-১৯৬০ সাল পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ক্যারিয়ারে তিনি আরোহণ করেন যশ ও খ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু এড়াতে পারেননি নিষ্ঠুর নিয়তিকে। সত্য হয়েছিল সে দরবেশের কথাই, যিনি খুব ছোটবেলায় তাঁকে দেখে বলেছিলেন 'এ মেয়ে অনেক খ্যাতি লাভ করবে, কিন্তু সুখী হতে পারবে না'।

আমাদের কমিউনিটির জন্য ২০২০ আদমশুমারি পূরণ করুন।



যুক্তরাষ্ট্রে যারা বসবাস করেন তাদের সকলকে ২০২০ আদমশুমারিতে গোনা হচ্ছে। আগামী দশ বছরে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জরুরি পরিষেবা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি বছর কয়েক শতকোটি ডলার তহবিল কীভাবে ব্যয় করা হবে তা নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য আজই আদমশুমারি পূরণ করুন। **অনলাইনে কিংবা ডাক যোগে এটি করতে পারেন। কীভাবে করবেন তা 2020CENSUS.GOV/bn এই ওয়েব সাইটে জেনে নিন।**

2020CENSUS.GOV/bn

অর্থায়ণ: ইউ.এস. আদমশুমারি ব্যুরো

Shape your future START HERE >

United States® Census 2020

খাদ্য সহায়তা





COVID-19 পরীক্ষা + পরিচর্যা



ভাড়াটের সুরক্ষা



সহায়তা।

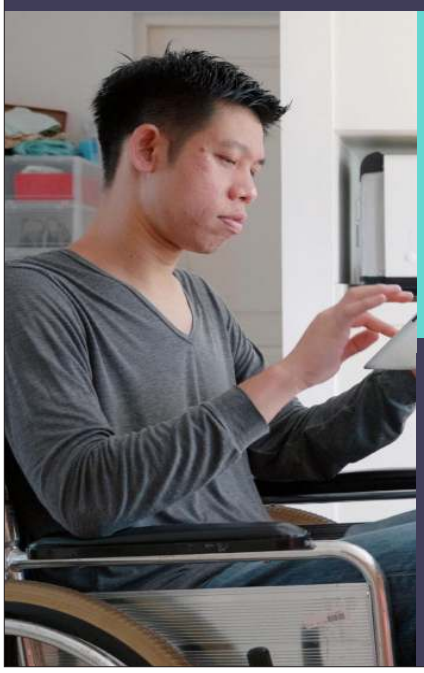


কোন ভয় নেই।

সকল নিউ ইয়র্কবাসী স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সামাজিক পরিষেবা প্রাপ্ত হতে পারেন অভিবাসন স্থিতি, অর্থ পরিশোধের ক্ষমতা, অথবা কর্মসংস্থানের স্থিতি নির্বিশেষে।

nyc.gov/immigrants অথবা 311 এ কল করুন।





সঙ্কটকালীন মেডিকেইড



বিনামূল্যের আইনি সাহায্য

অভিবাসন এবং সরকারী সুবিধার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন আছে? ActionNYC কে 1-800-354-0365 নম্বরে কল করুন শহরের অর্থায়ন করা বিনামূল্যের এবং গোপনীয় অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি সাহায্যের জন্য।

NYC Bill de Blasio মেয়র | Department of Health & Mental Hygiene Oxiris Barbot, MD কমিশনার | Mayor's Office of Immigrant Affairs Bitta Mostofi কমিশনার



পবিত্র নগরী মদিনাকে করোনাভাইরাস মুক্ত ঘোষণা

(প্রথম পাতার পর)

শহর পবিত্র নগরী মদিনা মুনাওয়ারা। সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ পবিত্র শহরকে কভিড-১৯ তথা করোনাভাইরাস মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক গণমাধ্যম গালফ নিউজের প্রতিবেদনে এ সুখবর দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার করোনামুক্ত ঘোষণা করার আগে মদিনা মুনাওয়ারার আল-আইস শহরে ১৩ জন কভিড-১৯ রোগী ছিলেন। তারা সবাই এখন সুস্থ হয়েছেন। নবীর শহর মদিনায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ বসবাস করেন। সৌদি সরকার হারামাইন ওয়াশ শরিফাইন খ্যাত পবিত্র দুই নগরী মক্কার মসজিদে হারাম তথা কাবা শরিফ এবং মদিনার মসজিদে নববির নিরাপত্তায় শুরু থেকেই ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিরাপত্তার লক্ষ্যে এ দুই পবিত্র শহরে ওমরাহ ও জেয়ারত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

তবে এখনো ব্যতিক্রম পবিত্র নগরী মক্কা ও মক্কার মসজিদে হারাম তথা কাবা শরিফ। এ নগরীতে এখনো চলছে কার-ফিউ। মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুকি কমাতে এখনো সেখানে কারফিউ বলবৎ রয়েছে।

মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে সৌদি আরব সরকার এবারের হজ সীমিত পরিসরে করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ বছর সৌদি আরবের বাইরে থেকে কেউ হজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্থানীয় সৌদি ও সৌদি বসবাসরত বাইরের দেশের লোকজনই শর্তসাপেক্ষে এবার হজে অংশগ্রহণ করত পারবে।

এ ছাড়াও করোনার কারণে দীর্ঘদিন স্থবির থাকা সৌদি আরবের বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে দেশটির সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জুলাই মাসে করোনায় দেড় লাখ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা

(প্রথম পাতার পর)

কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সেন্টারের (সিডিসি) প্রকাশিত তথ্যে এমনটিই জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউন তুলে নেয়ার পর অর্ধেকেরও বেশি রাজ্যে ভাইরাসের বিস্তার এখনো অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে দেশব্যাপী মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ লাখ ছাড়িয়েছে।

সিডিসি তথ্য অনুসারে, ২০টি স্বতন্ত্র জাতীয় ফোরকাস্ট বলছে- যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে কোভিড-১৯'এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এক লাখ ৩০ হাজার থেকে এক লাখ ৫০ হাজারে পৌঁছবে। অ্যারিজোনা, আরকানসাস, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, হাওয়াই, মিসৌরি, নেভাডা, উত্তর ক্যারোলিনা, ওকলাহোমা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি, টেক্সাস ও ওটাহে গত চার সপ্তাহে করোনায় মৃত্যুর সর্বোচ্চ সংখ্যা অতিক্রম করেছে।

তবে সিডিসি বলছে, অন্যান্য রাজ্যে করোনায় নতুন করে মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এখনো পর্যন্ত সাতটি রাজ্য- নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, ইলিনয়, টেক্সাস, ম্যাসাচুসেটস ও ফ্লোরিডায় আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়েছে।

গত মার্চ মাসে হোয়াইট হাউসের একটি প্রোজেক্ট মডেল ধারণা করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দুই লাখ ৪০ হাজার হতে পারে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশটির প্রায় এক লাখ ২২ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে।

সূত্র: ইয়েনি শাফাক

অবৈধভাবে প্রবেশ করছেন আশ্রয়প্রার্থীরা

(প্রথম পাতার পর)

আরসিএমপি ক্রসিং করে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে মাত্র ছয়জনকে থামানো হয়েছিল, প্রথম পুরো মাসে সীমান্তটি প্রায় সব কিছুর জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তবে কোভিড -১৯ এর বিস্তার কমিয়ে দেওয়ার জন্য দু'দেশের একটি দরপত্রে প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ছিল।

কানাডার ইমিগ্রেশন, শরণার্থী এবং নাগরিকত্ব বিভাগের তথ্যমতে, মে মাসে কানাডায় আশ্রয়ের জন্য এক হাজার ৩৯০ জন আবেদন করেছিলেন এবং এপ্রিলে এক হাজার ৫৭০ জন আবেদন করেছেন। এদিকে কানাডায় করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এখনো ছড়িয়ে রয়েছে পুরো কানাডাবাসীদের মধ্যে এর মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও রয়েছেন। করোনাভাইরাসের আতঙ্কের পর দুশ্চিন্তায় জীবন পার করছেন কানাডা বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীরা। এদের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও রয়েছেন। দেশটিতে প্রতিনিয়ত বাড়ছে অভিবাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার আবেদন। তবে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আবেদন বাতিলের সংখ্যা। এ অবস্থায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দিতে, প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন অবৈধ অভিবাসীরা।

করোনা সংক্রমণের বিস্তার ঠেকাতে কানাডাতে দেওয়া লকডাউন শিথিল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশিরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কার্যকর্ম শুরু করেছে। তবে স্কুল কলেজ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অভিবাসীদের দাবি, তাদের কানাডায় বসবাসের অনুমতি দেওয়া হোক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর অফিসে অভিবাসী অ্যাসোসিয়েশন থেকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে।

কানাডায় সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ দুই হাজার ৬২২ জন, মৃত্যুবরণ করেছেন আট হাজার পাঁচশ চারজন এবং সুস্থ হয়েছেন ৬৫ হাজার ৪২৫ জন।

কানাডার ক্যালগেরির টম বেকার ক্যানসার সেন্টারের কো-অর্ডিনেটর এবং আর এক্স মিমস বাংলাদেশের পরিচালক আহমেদ শাহীন জানান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অফিস করতে হচ্ছে। পুরো বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছি কখন এর থেকে পরিত্রাণ পাবো। আশা নিয়েই বেঁচে আছি।

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট প্যারেড!

(শেষের পাতার পর)

আমেরিকা? প্রমান ও দলিলে দেখা যায়, আমেরিকার কাছে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয়েছিলো এই যুদ্ধ। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রম্যান চেয়েছেন এই বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

তিনি জাপানকে অপসান দিয়েছিলেন আত্মসমর্পন করবে? নাকি শেষ দেখা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে? চয়েস দুটো নয়, একটি। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো ঘোষণা দিয়েছিলো তারা যুদ্ধ চায়, যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আত্মসমর্পন করবেনা। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে সেক্ষেত্রে যুদ্ধ বন্ধ করার সফলতার লক্ষ্যে অপসান ছিলো ৪টি; (১) জাপানের শহরগুলোয় প্রচলিত বোমা বর্ষন করা, (২) জাপান দখল করা, (৩) জনমানবহীন দ্বীপগুলোয় বোমা ফেলা ও (৪) জনাকীর্ণ শহরে বোমা ফেলা।

৬ আগষ্ট ১৯৪৫সাল সকাল ৮:১৫ মিনিট স্থানীয় সময়। আমেরিকা জাপানের শহর হিরোসিমা লক্ষ্য করে এটোমিক বোমার ডেটোনেটর টান দেয়। এতে হিরোসিমা আগুনে ঝলসে যায়। রূপান্তর হয় ধবংস স্তুপে। প্রেসিডেন্ট জাপানকে সারেন্ডারের আহবান জানিয়ে সতর্ক করলেন আরেকবার। বললেন, "আকাশ থেকে ধবংশের বৃষ্টি ঝড়বে, যা পৃথিবীতে কোনদিন দেখা যায়নি"। অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে দ্রুত।

এদিকে ৮ আগষ্টের শেষ বিকেল সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপান আক্রমণের ঘোষণা দিলো সোভিয়েত-জাপান নিউট্রেলিটি চুক্তি লঙ্ঘন করে। এই দুই শক্তিতে ছিলো অনাক্রমণ চুক্তি। অথচ সেদিন মধ্যরাতের সামান্য পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের অনুগত রাজ্য মাঞ্চুকো দখল করে নিলো। আমেরিকা তখনও করছিলো অপেক্ষা। যদি সম্রাটের বোধোদয় হয়। না, তারা উম্মাদের মতো যুদ্ধেই মেতে আছে।

এরই কয়েক ঘণ্টা পর আমেরিকা জাপানী শহর নাগাসাকিতে দ্বিতীয় আনবিক বোমা ছুঁড়ে দিলো। তারপর হুঁশ আসলো অহংকারী সম্রাটের। ঘটনার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ পরিচালনার সর্বোচ্চ পরিষদে রাজা হস্তক্ষেপ করলেন এবং সব শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দ্দেশ দিলেন। সম্রাট ১৫ আগষ্ট রেকর্ড করা রেডিও ভাষনে পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে নির্দেশ জানালেন। জুয়েল ভয়েস ব্রডকাষ্টের মাধ্যমে "মিত্র"দের কাছে জাপানের আত্মসমর্পনের ঘোষণা জারি করা হলো।

১ম বিশ্বযুদ্ধে জাপান এবং আমেরিকা ছিলো একে অপরের মিত্র। জাপান মিত্রদের উপর আক্রমণ চালিয়ে সম্পর্কের জবাব দেয়েছিলো। এমনকি আমেরিকার পার্ল হারবারে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে ন্যাটো সর্বাধিনায়ক এবং সেই যুগের পরাশক্তির এই বিশাল নেভেল বেইজের জঘন্য ক্ষতি করেছিলো ১৯৪১সালের ৭ ডিসেম্বর, যা মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কপাট খুলে উত্তাপ উড়ায়। জাপান সম্ভবতঃ আমেরিকার যুদ্ধ শক্তির প্রতি অবজ্ঞা করেছিলো। আনবিক বোমা সক্ষমতার কথা ভাবতেও পারেনি।

রাশিয়ান ফেডারেশানের প্রেসিডেন্ট পুটিন ২০৩৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার জন্যে সাংবিধানিক সংশোধনের লক্ষ্যে ভোটের আয়োজনের শুরুতে এই প্যারেড। এতে জাঁকজমক আয়োজন হয়েছে উন্নয়ন দেখানোর উদ্দেশ্যে। মূলতঃ দেখা গেছে রাশিয়ায় আর কোন নেতা নেই। একজনই প্রেসিডেন্ট একজনই রাজনীতিবিদ এবং একজনই যোদ্ধা। তাই তাকেই প্রেসিডেন্ট থাকতে হবে, আর কেউ নেই রাষ্ট্র চালানোর উপযুক্ত রাশিয়ান।

জার্মান নেতা এডলফ হিটলার ১৯৩৯ সালের ১সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড দখল করে নেয় পশ্চিম দিক থেকে। দু'দিন পর অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর ফ্র্যান্স এবং বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দেয়, শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৬ বছর ১দিন চলে এই মহাযুদ্ধ। ১৯৪৫সালে ২ সেপ্টেম্বর জাপানের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শেষ হয় এই যুদ্ধ।

জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেও ফ্র্যান্স এবং বৃটেন পোল্যান্ডকে সহযোগীতা করলোনা। পোল্যান্ডের বীরযোদ্ধা এবং জনগণ নৃশংস বিভীষিকায় প্রাণ হারালো অগণিত।

যুদ্ধের এই উত্তেজনার মধ্যে ষ্টালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া পূর্ব ইওরোপ দখল করে নেয় এবং পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ার্সোয় বসে বিজয়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার ইওরোপীয় মিত্র ৭দেশ স্বাক্ষরিত এক চুক্তির অধীনে সামরিক জোট গঠন হয় সদস্য দেশগুলো নিয়ে। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া এবং বুলগেরিয়া।

চুক্তিতে সদস্য যে কোনদেশ বাহিরের দুষমণের মাধ্যমে আক্রান্ত হলে অপর সবাই জোটগতভাবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করা বাধ্যতামূলক। এই জোটবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আইভান এস কোনেভ।

এই বাস্তবতায় আমেরিকার নেতৃত্বে ১৯৫৫সালের ৯ মে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানিজেশান (ন্যাটো) জোট গঠন হলে পশ্চিম জার্মানী পুনরায় সামরিকীকরণ হবার সুযোগ ও পৃষ্টপোষকতা পায়। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন এই পুঁজিবাদীজোটের উত্থানকে সরাসরি নিজের হুমকি ভাবলো এবং ওয়ার্সো জোটে ভর দিয়ে নিজের সামর্থ্য দেখানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখলো।

১৯৯১সন পর্যন্ত ওয়ার্সো জোট টিকে থাকলো। ১৯৬২সালে আলবেনিয়া কে বহিস্কার করা হলো। রাশিয়ান সমাজতন্ত্রী তাত্ত্বিক নিকিতা খরুশ্চেভের গোঁড়া মার্ক্সবাদী মৌলবাদীরূপে অতিরিক্ত তর্ক এবং বাড়াবাড়ির ফলে আলবেনিয়া বিরক্ত হয়েছিলো। তাই চিন্তা ও বিশ্বাসের মতপার্থক্যের ফলশ্রুতিতেই শুরু হয় এই বিবাদ ও বিচ্ছেদ। দেশটি তখন কম্যুনিষ্ট চীনের সাথে ব্যবসা ও পারস্পরিক সহায়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৯৯০ সালে ওয়ার্সো ত্যাগ করে পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী পূনর্মিলন হয়ে আমেরিকার ন্যাটো জোটের সদস্য হয়। তারপর পূর্বাঞ্চলীয় অসমাজতন্ত্রী দেশগুলো যেমন পোলান্ড এবং চেকোশ্লাভিয়া ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত গড়িয়ে ওয়ার্শো জোটের সদস্যপদ ছুঁড়ে নিজেরা স্বাধীন নীতির পথ নেয়।

ন্যাটোর সদস্য বেড়ে যাওয়ায় ও বিশ্বপরিস্থিতিতে পরিবর্তন সম্ভব করতে পারায় জোটের চরিত্রে পরিবর্তন আসে। সামরিক জোট বাদ দেয়া হয় ১৯৯০সালে। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক পরামর্শের কাঠামো চালু করা হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে অকার্যকর হয়ে যাবার পর থেকে প্রতিযোগী আমেরিকাই হচ্ছে প্রধান পরাশক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গল্প নয়, আমেরিকার অভিযান এবং কূটনীতি, জ্ঞান এবং ব্যবসা হচ্ছে আগামী শতকেও বিশ্বজুড়ে প্রাধান্যে থাকার প্রত্যয়।

নিউইয়র্ক, ২৪ জুন ২০২০



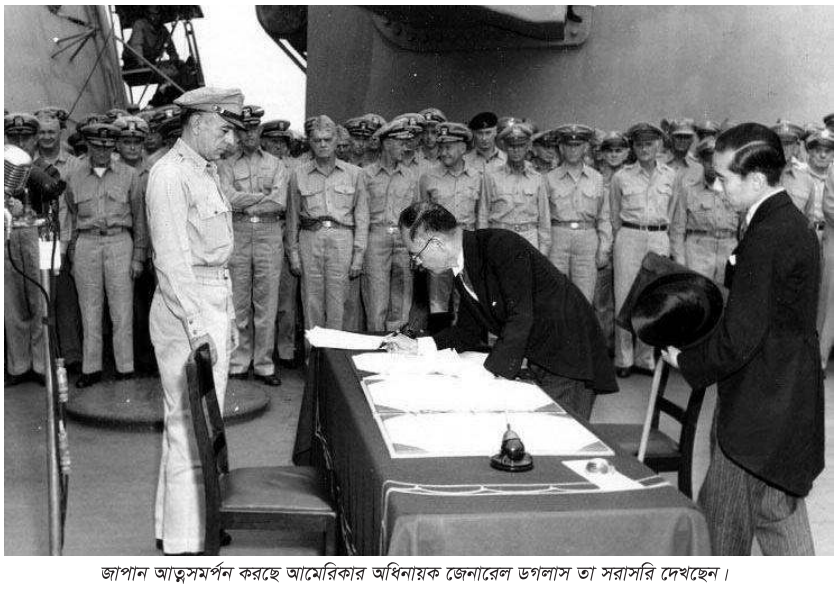
২য় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার কমান্ডার ইন- চীফ জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার



(রাশিয়ান কম ান্ডার মার্শাল আইভান কোনেভ



জাপান সম্রাটের প্রতিনিধি জাপানি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা



জাপান আত্মসমর্পন করছে আমেরিকার অধিনায়ক জেনারেল ডগলাস তা সরাসরি দেখছেন।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

ট্রাম্পের চেয়ে অনেক এগিয়ে বাইডেন

(প্রথম পাতার পর)

মিলেছে। আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার প্রায় পাঁচ মাস আগে দুই প্রার্থীর মধ্যে জনমত সমীক্ষার ফলাফল বিগত চার দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সম্প্রতি সিএনবিসি, সিয়েনা কলেজ রিসার্চ ইন্সটিটিউট, উইসকনসিনের মার্কেট বিশ্ববিদ্যালয়, কিনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইউর্ক টাইমসসহ একাধিক সংস্থা জনমত সমীক্ষা চালিয়েছে। সবকটি সমীক্ষার ফল অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বাইডেন। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের সমীক্ষা অনুযায়ী ট্রাম্পের থেকে ১৪ শতাংশ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন বাইডেন। তাদের সমীক্ষায় ট্রাম্পকে ফের হোয়াইট হাউসে দেখতে চেয়েছেন ৩৬ শতাংশ। আর ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে দেখতে চেয়েছেন ৫০ শতাংশ। অ-শ্বেতাঙ্গেরা ভরসা রাখছেন বাইডেনের উপরেই। শুধু তাই নয়, করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতা, দেশের আর্থিক টালমাটাল অবস্থা এবং বর্ণবিদ্বেষবিরোধী বিক্ষোভের জেরে দেশের একটা বড় অংশ ট্রাম্পের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। মহিলা ও দেশের তরুণ প্রজন্মও বাইডেনের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। ৪৫ বছরের কম বয়সী ৫২ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ বাইডেনকে সমর্থন জানিয়েছেন। যেখানে ট্রাম্প পেয়েছেন মাত্র ৩০ শতাংশ ভোট।

আবার উইসকনসিনের মার্কেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমীক্ষাতেও ট্রাম্পের থেকে বাইডেন ৮ শতাংশ বেশি সমর্থন পেয়েছেন। ওহায়োর কিনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষাও ট্রাম্প-বাইডেনের মধ্যে তুমুল লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রচার পর্বে বাইডেন সম্পর্কে ঝাঁঝালো আক্রমণ শানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। উনি আমেরিকাকে ধ্বংস করে দেবেন অভিযোগ করে তিনি বলেছেন, বাইডেন কথা বলতে জানেন না। কেউ তার কথাও শোনেন না। একসঙ্গে দুটি বাক্য বলার মুরোদ নেই তার। একইসঙ্গে যতবার খুশি বাইডেনের সঙ্গে বিতর্কসভায় যোগ দেয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছেন ট্রাম্প। পাল্টা নিশানা করছেন বাইডেনও। তিনি বলেন, উনি (ট্রাম্প) একজন শিশু। উনি বুঝতেই পারেননি যে এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। করোনা মহামারী তার ক্ষতি করেনি, আমাদের ক্ষতি করেছে।

বিশ্বের কোন দেশে মহামারির অবস্থা বেশি খারাপ

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্বের ১৮৮টি দেশে ৯৮ লাখের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, মারা গেছেন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। কোন দেশে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও মৃত্যু? করোনাভাইরাস, যার ফলে ফুসফুসের সংক্রমণ কোভিড-১৯ ঘটে থাকে, প্রথম শনাক্ত হয় ২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনে উহানে। এরপরের কয়েক মাসে সেটা দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। কঠোর লকডাউনের কারণে কিছু কিছু দেশে রোগের বিস্তার কমে এলেও অনেক দেশে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় রোগটির দ্রুত বিস্তারের কারণে মধ্য মে মাস নাগাদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মন্তব্য করেছিল যে, আমেরিকা মহাদেশ রোগের নতুন কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। তবে আফ্রিকা, এশিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যেও রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ব্রাজিল, মেক্সিকো, ভারত ও পাকিস্তানে সংক্রমণ ও মৃত্যু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়েছে। বিশেষ করে ব্রাজিল, পেরু, চিলি, মেক্সিকো ও ইকুয়েডরে কয়েক সপ্তাহ ধরে রোগটির উর্ধ্বগতি রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এখনো মহামারির শীর্ষ অবস্থা তৈরি হয়নি। ব্রাজিলে মাসে এখন এক হাজারের বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্বে এই দেশেই এখন দশ লাখের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে। দেশটিতে মারা গেছেন ৫৫ হাজার মানুষ। ভারত ও পাকিস্তানেও সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশে মোট শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৭৮ জন। মৃত্যু হয়েছে ১,৬৯৫ জনের।

কোন দেশগুলোয় সংক্রমণের দ্বিতীয় ধাপ আসছে

এর আগের মহামারিগুলোয় দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ ঘটতে দেখা গেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটবে, কিন্তু দ্বিতীয় দফার সংক্রমণ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনো পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। তবে বেশ কয়েকটি দেশ ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আনার পরেও আবার সংক্রমণ বৃদ্ধির ঘটনা দেখতে পেয়েছে। যেমন ইরানে প্রতিদিন আবার ৩০০০ করে রোগী শনাক্ত হচ্ছে। দেশটিতে প্রতিদিন ১০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রেও রোগী শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে। নতুন করে রোগী বেড়ে যাওয়ার কারণে জনসমাগমের স্থানে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আবার কড়াকড়ি আরোপ করেছে পর্তুগাল। চীনের বেইজিংয়ের পাইকারি মার্কেট থেকে ছোট আকারে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বলা হলেও, কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

কোন্ দেশে বেশি রোগী

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি এন্ড মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৮ লাখ সাত হাজারের বেশি মানুষ। বিশ্বে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লাখ ৯৪ হাজার চারশো মানুষের। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, ২৪ লাখ ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ। এরপরেই বেশি আক্রান্ত হয়েছে ব্রাজিলে (১২ লাখ ৭৪ হাজার নয়শো জন) এবং রাশিয়ায় (৬ লাখ ১৯ হাজার নয়শো জন) বাসিন্দারা। এরপরে রয়েছে ভারত (৫,০৮,৯৫৩ জন), যুক্তরাজ্য (৩,১০৮৩৭), পেরু (২,৭২,৩৬৪)। আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ রয়েছে ১৭ নম্বরে। তবে ধারণা করা হয়, বিশ্বব্যাপী মোট আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি। কারণ অনেক মানুষের লক্ষণ খুব সামান্য দেখা যায় এবং অনেকের পরীক্ষা হয় না, ফলে হিসাবেও আসেন না।

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্লাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

নতুন প্রজন্ম নাড়িয়ে দিয়েছে

(প্রথম পাতার পর)

বার্ণি সেন্ডার্স-এর সমর্থক এবং প্রগ্রেসিভ ধারার। তারা সদস্য গঠিত বাংলাদেশী-আমেরিকান ফর পলিটিক্যাল প্রগ্রেস (বিএপিপি বা বাপ) এর সদস্য। মূলধারার রাজনীতিতে তারা এবারই প্রথম সরাসরি ভোটের নির্বাচনে অংশ নেন। উল্লেখ্য, সদ্য অনুষ্ঠিত প্রাইমারী নির্বাচনে ইউএস কংগ্রেসে ২জন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীতে ৩জন বাংলাদেশী-আমেরিকান এবং ডিষ্ট্রিক্ট লীডার সহ বিভিন্ন পদে একাধিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীদের নিয়ে এখন চলছে জয়-পরাজয়ের চুলচেরা বিশ্লেষন। এই নির্বাচনে মাত্র একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী মোহাম্দ এম রহমান জয়ী হয়েছেন। তিনি অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে জুডিলিয়াল ডেলিগেট পদের প্রার্থী ছিলেন।

গত ২৩ জুন মঙ্গলবারের নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফল বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, এই নির্বাচনে সমচেয়ে আলোচিত প্রার্থী ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেটের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ (কুইন্স ব্রীজ, লং আইল্যান্ড সিটি, সানি সাইড, উডসাইড, ম্যাসপাথ ও রিজউড) থেকে অ্যাসেম্বলীওম্যান পদে লড়ছেন মেরী জোবায়দা। তার জয়ের ব্যাপারে অনেকেই ছিলেন আশাবাদী। নির্বাচনে তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী প্রবীণ ও বর্তমান অ্যাসেম্বলীওম্যান ক্যাথেরিন নোলান-এর চেয়ে অর্ধেক ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। প্রথমবারের মতো নির্বাচন করে একজন শক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করায় আগামী দিনের জন্য কমিউনিটির অনেকেই নতুন করে ভাবছেন মেরী জোবায়দা-কে নিয়ে।

পাশাপাশি ইউএস কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী সদস্য কংগ্রেম্যান গ্রেগরী মিক্স-এর সাথে প্রথমবার নির্বাচন করে কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৫ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আলোচিত হয়েছেন সানিয়াত চৌধুরী। একই রকম আলোচিত প্রার্থী হচ্ছেন অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর প্রার্থী মাহফুজুল ইসলাম, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৪ এর জয় চৌধুরী, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে ফিমেল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার মৌমিতা আহমেদ ও মেল ডিষ্ট্রিক্ট লীডার মাহতাব খান। অপরদিকে জয়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছেন নিউইয়র্কের ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে কমিটিওম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জামিলা আক্তার উদ্দিন।

এবারের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত আরো যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তারা হলেন: ইউএস কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-১৪ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেসওম্যান পদে বদরুন্নাহার মিতা, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে ইশতিয়াক চৌধুরী, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ থেকে মোহাম্দ চৌধুরী ও মোবাসসেরা বেগম, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ সাঈদা আক্তার এবং অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৫৪ থেকে লড়ছেন নাফিজ আই চৌধুরী।

বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীরা কে কত ভোট পেলেন:

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২৩ জুন মঙ্গলবারের প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলকার প্রার্থীদের প্রাথমিক ফলাফল নিম্নরূপ:

বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ইউএস কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৬ থেকে পুন: নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। তার প্রতি বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীর সমর্থন রয়েছে।

কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৫ থেকে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ ও বর্তমান কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মিক্স। তার প্রাপ্ত ভোট ৩৩,৩৬৭ অর্থাৎ ৭৭ দশমিক ৩% ভোট। তার সাথে প্রাইমারীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তরুণ রাজনীতিক বাংলাদেশী-আমেরিকান সানিয়াত চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট ১০,৮০৩ ভোট অর্থাৎ ২২ দশমিক ৪% ভোট।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-১৪ থেকে পুন: নির্বাচিত হলেন বর্তমান কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্ডার ওকাসিও-কর্টেজ। তিনি পেয়েছেন ২৭,৪৬০ অর্থাৎ ৭২ দশমিক ৪% ভোট। এই আসনের বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থী বদরুন খান পেয়েছেন ২,০৪০ অর্থাৎ ৫ দশমিক ৪% ভোট।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেট ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ থেকে পুন: নির্বাচিত হলেন বর্তমান সিনেটর লুইস সেপুলভেদা। যিনি বাংলাদেশী কমিউনিটিতে 'লুইস ভাই' নামে সমধিক পরিচিত। এই আসনে লুইস সেপুলভেদা পেয়েছেন ৭,০৫৫ অর্থাৎ ৫৩ দশমিক ৭% ভোট। অপর প্রার্থীদের মধ্যে পামেলা স্টেওয়ার্ট-মার্টিনেজ পেয়েছেন ৪,৫০৩ অর্থাৎ ৩৪ দশমিক ৩% ভোট

আর জন পেরেজ পেয়েছেন ১,৫৪০ অর্থাৎ ১১ দশমিক ৭% ভোট।

এবারের নির্বাচনে ব্যাপক আলোচিত নিউইয়র্ক ষ্টেটের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ আসনের আলোচিত প্রার্থী মেরী জোবায়দা পেয়েছেন ২,৭১১ ভোট অর্থাৎ ৩২ দশমিক ৯% ভোট। এই আসনে বিজয়ী বর্তমান অ্যাসেম্বলীওমান ক্যাথেরিন নোলান পেয়েছেন ৪,৩১৪ ভোট অর্থাৎ ৫২ দশমিক ৩% ভোট। এই আসনের ৩জন প্রার্থীর মধ্যে মেরী জোবায়দার অবস্থান দ্বিতীয়।

অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩৪ আসনে বিজয়ী জেসিকা গঞ্জালেজ-রোহাম পেয়েছেন তার এই আসনে বিজয়ী জেসিকা গঞ্জালেজ-রোজাস পেয়েছেন ২,৫১৪ ভোট অর্থাৎ ৪০ দশমিক ৩৬% ভোট। বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জয় চৌধুরী পেয়েছেন ৯৪৩ ভোট অর্থাৎ ১৫ দশমিক ১% ভোট। এই আসনের ৫জন প্রার্থীর মধ্যে জয়ের অবস্থান তৃতীয়।

বাংলাদেশী অধ্যুষিত অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ আসনে বিজয়ী বর্তন অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন পেয়েছেন ২,২৪৪ ভোট অর্থাৎ ৪৬ দশমিক ৩৭% ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মাহফুজুল ইসলাম পেয়েছেন ১,৩৫৯ ভোট অর্থাৎ ২৯ দশমিক ৩৯% ভোট। তিনজন প্রার্থীও মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয়।

অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ আসনের ফিমেল ডিষ্ট্রিক লীডার পদে বিজয়ী মার্থা টেইলর পেয়েছেন ১,৩১৯ ভোট। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মৌমিতা আহমেদ পেয়েছেন ১,২৫৩ ভোট।

অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ আসনের ফিমেল ডিষ্ট্রিক লীডার পদে বিজয়ী ডেভিড ওয়েপ্রীন পেয়েছেন ১,৪৩১ ভোট। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মাহতাব খান পেয়েছেন ১,২০৭ ভোট।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট পদে ডনোভান রিচার্ড এগিয়ে

বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট পদে ডনোভান রিচার্ড ৩৯,৮৬১ অর্থাৎ ৩৬ দশমিক ৮% ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। এই পদের অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে এলিজাবেথ ক্রাউলী পেয়েছেন ৩০,৭০৪ অর্থাৎ ২৮ দশমিক ৪% ভোট, কস্টা কন্সটানটিনিডিস পেয়েছেন ১৬,০৩৬ অর্থাৎ ১৫ দশমিক ৫% ভোট, এন্থনী মিরান্ডা পেয়েছেন ১৬,০৩৬ অর্থাৎ ১৪ দশমিক ৮% ভোট আর দাও ইয়াইন পেয়েছেন ৪,৮৪১ অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫% ভোট।

মেইল ভোটিং জ্যাম

প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হয় এবারের ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন। ফলে এই নির্বাচনে অ্যাবসেন্টি ব্যালট ভোটিং-এর ওপর বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্য বোর্ড অব ইলেকশন ঘরে ঘরে ব্যালট পেপার প্রেরণ করে। ফলে অনেক ভোটার মেইলিং ভোটে ভোট দিয়েছেন। পোষ্ট অফিসগুলোতে মেইলিং ভোটের জ্যাম পড়ে গেছে। ভোটগুলো নির্বাচন অফিসে পৌছাতে হিমশিম খাচ্ছে পোস্টাল সার্ভিস। বোর্ড অব ইলেকশন অফিস নিউইয়র্কের ৭ লাখের বেশি ভোটারের ঠিকানায় ব্যালট পেপার পাঠিয়েছে বলে সূত্রটি জানায়।

নির্বাচনের মাঠ ছাড়ছেন না প্রার্থীরা

গেলো প্রাইমারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতরা আগামী দিনে নির্বাচনী মাঠ ছাড়ছেন না বলে এই প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে জানিয়েছেন। তারা বলেন, আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারাই ছিলো আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জে আমরা জয়ী হয়েছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই অল্প ব্যবধানের ভোটে হেরেছেন। এটা আমাদের কমিউনিটির অনেক, ভোটার না হওয়া, ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া প্রভৃতি কারণে হয়েছে। তারা বলেন, সময় আত্ম সমালোচনার, পরনিন্দা বা পরচর্চা নয়। তবে আমরা আশা করবো এবারের ভুল-ত্রুটি শুধরে আগামীতে ভালো করবো, জয় ছিনিয়ে নেবো। আবার কেউ কেউ আগামী দিনে নির্বাচনে অংশ না নিলেও কমিউনিটির সেবায় নিয়োজিত থাকবো, দলের জন্য কাজ করবেন বলে জানান।

ভারতের ১৮ কিমি ভেতরে

(প্রথম পাতার পর)

কংগ্রেসের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি আরএসএস। প্রশ্ন তোলা হয়েছে তাদের সাহস নিয়েও। শনিবার কংগ্রেসের কপিল সিবাল বলেন, 'লাদাখের সঙ্কীর্ণ ওয়াই জংশনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে চীন। জায়গাটা লাদাখের ব্রুটস শহরের কাছেই। এখন তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সিবালের অভিযোগ, গত ছয় বছরে মোদি সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। বিনাযুদ্ধে শত্রুদমন, প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে ব্যবহার, আক্রমণকে আত্মরক্ষা হিসেবে দেখিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত করা ও শত্রুকে ঠকিয়ে জয় হাসিল– এই চারটি কৌশলে এক সময় জোর দিতেন চীনের যুদ্ধবিশারদ সান জু।

তার প্রসঙ্গ টেনে সিবাল বলেন, 'আমাদের সঙ্গে চীন এখন সেটাই করছে। লাদাখের সঙ্কীর্ণ ওয়াই জংশনের ভেতর ঢুকে পড়েছে। জায়গাটা ভারতের ১৮ কিলোমিটার ভেতরে। এখান থেকে ব্রুটসে টহল দেয় ভারতীয় সেনারা। চীনা সেনারা সঙ্কীর্ণ ওয়াই জংশন দখল করে থাকায় আমাদের সেনারা ১৪ নম্বর পেট্রল পয়েন্টে টহল দিতে পারছে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই এমন হল কী করে? চীন ঢুকে এসে আমাদের ১০, ১১, ১১এ, ১২ ও ১৩ নম্বর পেট্রল পয়েন্টে ভারতীয় সেনাদের টহলদারিতে বাধা দিচ্ছে। দৌলত বেগ ওল্ডি রোডের একদিকে ব্রুটস শহর, অন্যদিকে ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটি। চীনা সেনারা এখন ওই শহর থেকে ৭ কিমি দূরে রয়েছে।'

সিবাল বলেন, 'ওয়াই চ্যানেল থেকে বায়ুসেনার ঘাঁটি ২৫ কিলোমিটার দূরে। ওয়াই জংশন সংলগ্ন ওই বিমানঘাঁটি থেকে সিয়াচেন ও কারাকোরামে নজরদারি চালায় সেনাবাহিনী। এবার চীনা সেনারা ওই জায়গার খুব কাছাকাছি এসে যদি গোলা ছুঁড়তে থাকে তখন বিপদ বাড়বে। বিমান ওঠানামা কঠিন হবে। ২০১৩ সালে ইউপিএ জমানায় ওই বিমানঘাঁটি থেকে বিমান চলাচল শুরু হয়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা এলাকায় কড়া নজরদারির জন্য ২৩০টি বিমানে সেনা আনা নেওয়া হত। এখন গালোয়ানের ১৪ নম্বর পয়েন্টে চীনের সেনারা তাঁবু গড়ছে। ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। অথচ ইউপিএ জমানায় ২৮ নম্বর পয়েন্টের দিকে তাকাতে পারত না চীন। এখন ৪ নম্বর পয়েন্টের কাছে চীন এয়ারস্ট্রিপ করছে। আমাদের ২ নম্বর পয়েন্টে পাঠাতে চাইছে।'

সাহারা খাতুন আবারো

(প্রথম পাতার পর)

সকালে ফের তাকে আইসিইউতে নেয়া হয় বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত সহকারী মজিবর রহমান। তিনি জানান, এর আগে সাহারা খাতুনের অবস্থার উন্নতি হলে গত ২২ জুন দুপুরে তাকে আইসিইউ থেকে এইচডিইউতে (হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট) স্থানান্তর করা হয়। মজিবর রহমান বলেন, 'শুক্রবার সকালে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। উনার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছিল না। পাঞ্চ করে হার্টবিট ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর বেলা ১১টার দিকে তাকে এইচডিইউ থেকে আবারও আইসিইউতে নেয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, বুধবার তার চিকিৎসা নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড বসে। পরে মেডিকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, উন্নত চিকিৎসার জন্য উনাকে বিদেশে নেয়া যেতে পারে। সাহারা খাতুনের উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পরিবারের আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। মজিবর রহমান বলেন, বিশ্বেও যে পরিস্থিতি, দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নেত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি তো বুঝতেই পারছেন। জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে অসুস্থ অবস্থায় গত ২ জুন সাহারা খাতুন ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অবস্থার অবনতি হলে গত ১৯ জুন সকালে তাকে আইসিইউতে নেয়া হয়।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

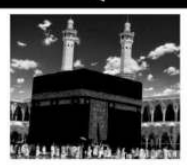
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY

Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



উঅকটই অ কঐঅঘ ঈচঅ চঈ

ঈবৎঃরভরবফ ঢ়ঁনষরপ ধপপড়ঁহঃধহঃ রহ ছঁববহং, ঘবণিড়ৎশ
৭৫৩৫ ৩১ঃঃ আব #২০৬ধ, উধংঃ উষসযঁৎংঃ, ঘণ ১১৩৭০

ঐড়ঁৎংঃ
ঙঢ়বহ · ঈষড়ংবং ৬চগ
চযড়হব: (৭১৮) ৪২৪-৬৩০০

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহববঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

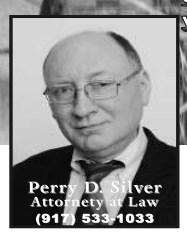
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

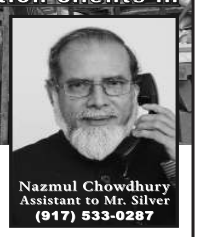
SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?

N.Y.S. Labor Law requires that contractors and landlords provide safe Scaffold and Ladder equipment to prevent falls..... Many workers are badly injured in accidents which are not their fault.

Without good reason, some injured workers lose hope. "How are my bills going to be paid while I am disabled?" "Who is going to accompany me to hearings and doctor exams?" "Who will provide the insurance to pay for my injuries and care?" Speak to any of Perry D. Silver's past or present construction clients in your own community.


Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK


Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে **Implant / Braces** চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক
স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ
আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত
ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

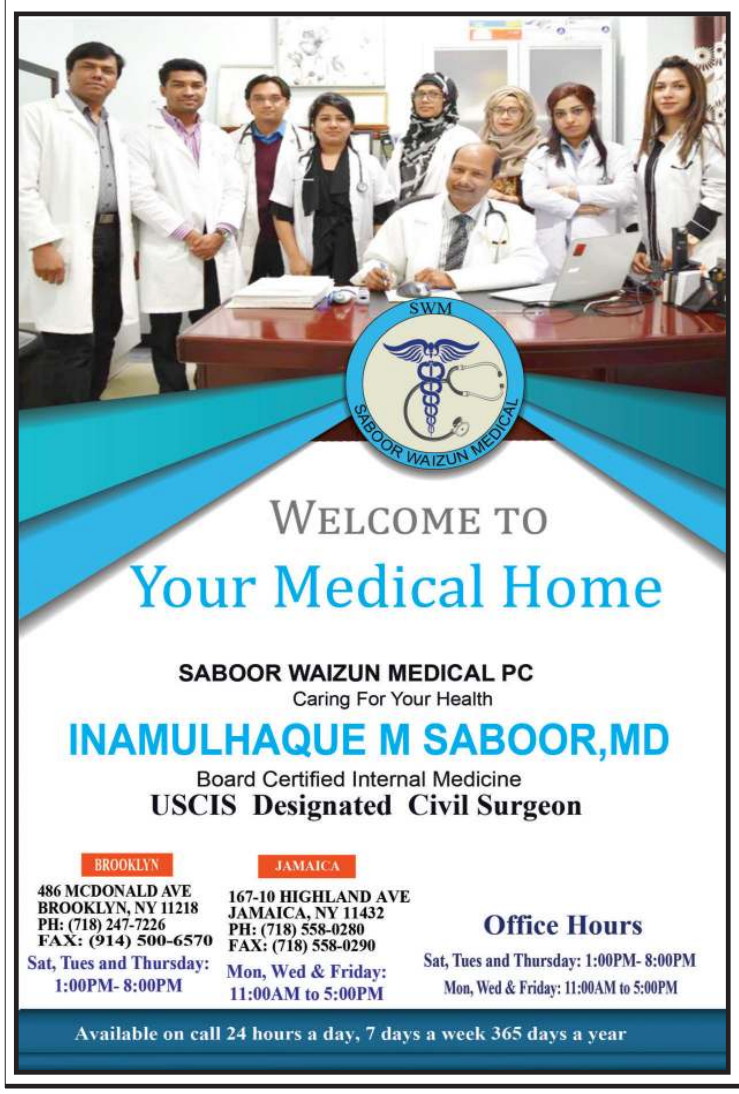
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও
ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল
করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও
প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা
সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের 'টাকার পাহাড়'

(৩৮ পাতার পর)

বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি অংশ হল ব্যক্তিগত আমানত। তবে তাও আস্তে আস্তে কমছে। তবে পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। এটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। তবে যেহেতু আমরা এগমন্ট গ্রুপের সদস্য, তাই সেখান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। সেভাবেই বিভিন্ন চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশীদের আমানত: ২০১৯ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের আমানতের স্থিতি ছিল ৬০ কোটি ৩০ লাখ ফ্র্যাংক। আগের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে যা ছিল ৬১ কোটি ৭৭ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৭ সালে ছিল ৪৮ কোটি ১৩ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৬ সালে ৬৬ কোটি ১৯ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৫ সালে ৫৫ কোটি ৮ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৪ সালে যা ছিল ৫০ কোটি ৬০ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১৩ সালে ৩৭ কোটি ২০ লাখ ফ্র্যাংক স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা। ২০১২ সালে ছিল ২২ কোটি ৯০ লাখ ফ্র্যাংক। ২০১১ সালে ছিল ১৫ কোটি ২০ লাখ ফ্র্যাংক।

উল্লেখ্য, স্বর্ণালংকার, শিল্পকর্ম এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সুইস ব্যাংকে জমা রাখা হলে সেগুলো আর্থিক মূল্য হিসাব করে আমানতে যোগ করা হয় না।

মোট আমানত: প্রতিবেদন অনুসারে আলোচ্য সময়ে বিশ্বের সব কটি দেশের আমানত বেড়েছে। আলোচ্য বছরে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে আমানতের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। আগের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে যা ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। এ হিসাবে এক বছরে আমানত বেড়েছে ৩ হাজার কোটি ফ্র্যাংক।

২০১৭ সালে ছিল ১ লাখ ৩৫ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। এ ছাড়া ২০১৬ সালে ছিল ১ লাখ ৩২ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। ২০১৫ সালে সুইস ব্যাংকে বিদেশিদের মোট আমানত ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। ২০১৪ সালে ১ লাখ ৩৮ হাজার কোটি ফ্র্যাংক। ২০১৩ সালে ছিল ১ লাখ ২৩ হাজার কোটি, ২০১২ সালে ছিল ১ লাখ ২৯ হাজার কোটি ফ্র্যাংক।

সুইস ব্যাংকে আমানত রাখার দিক থেকে এ বছর প্রথম অবস্থানে যুক্তরাজ্য। ২০১৯ সালে দেশটির আমানতের পরিমাণ ৩৭ হাজার ৬৬০ কোটি ফ্র্যাংক।

যুক্তরাষ্ট্র ১৫ হাজার ৯০৮ কোটি, সিঙ্গাপুর ৩ হাজার ৭৩০ কোটি, চীন ১ হাজার ৫০৫ কোটি, রাশিয়া ১ হাজার ৩৮৬ কোটি, সৌদি আরব ৯৭৮ কোটি, থাইল্যান্ড ৪৫০ কোটি, তাইওয়ান ১ হাজার ২২ কোটি, জাপান ২ হাজার ৭২১ কোটি, তুরস্ক ৬৬৯ কোটি, ভিয়েতনাম ৭৫ কোটি, কম্বোডিয়া ২ কোটি এবং মালয়েশিয়ার ২৩১ কোটি ফ্র্যাংক। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তানের আমানত সবচেয়ে বেশি কমেছে। গত বছর দেশটির আমানত ছিল ৭২ কোটি ফ্র্যাংক।

এবার তা কমে ৩৫ কোটিতে নেমে এসেছে। অর্থাৎ সুইস ব্যাংকে আমানতের দিক থেকে এবার পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। ভারত আগের বছরের চেয়ে ৪ কোটি ফ্র্যাংক কমে ৮৯ কোটি ২০ লাখে নেমে এসেছে। এ ছাড়া নেপাল ১৭ কোটি, আফগানিস্তান ৪ কোটি ৫২ লাখ, ভুটান ১৩ লাখ, শ্রীলংকা ৪ কোটি এবং মিয়ানমারের ৪৭ লাখ ফ্র্যাংক আমানত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৬-২০১৫ সাল পর্যন্ত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে সাড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের প্রায় সমান।

একক বছর হিসাবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ১ হাজার ১৫১ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। দেশীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ৪টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। জিএফআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৪টি প্রক্রিয়ায় এই অর্থ পাচার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিদেশি পণ্যের আমদানিমূল্য বেশি দেখানো (ওভার ইনভয়েসিং), রফতানিমূল্য কম দেখানো (আন্ডার ইনভয়েসিং), হুন্ডি ও অন্য মাধ্যমে বিদেশে লেনদেন এবং ভিওআইপি ব্যবসা। এ ছাড়া টাকা পাচারে বিশ্বের শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম।

সংস্থাটির মতে, বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই কোনো-না-কোনোভাবেই পাচার হচ্ছে। টাকা পাচারের তথ্য এসেছে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপির রিপোর্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংগঠন আইসিআইজে প্রকাশিত পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসে।

সূত্র বলছে, দুর্নীতি ও চোরাচালানের মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচার হচ্ছে। ওইসব টাকায় দুর্নীতিবাজরা বিদেশে সম্পদ গড়ে তুলছেন, জমা রাখছেন বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এর বাইরে আরও অনেক ব্যাংকে বাংলাদেশের পাচারকারীদের টাকা রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগে মালয়েশিয়া সরকারের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, বিদেশিদের জন্য মালয়েশিয়ান সরকারের সেকেন্ড হোম প্রকল্পে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী। দেশ থেকে বিদেশে কোনো টাকা নিতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন লাগে। কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকে ব্যাংক থেকে এই ধরনের কোনো অনুমোদন দেয়া হয়নি। তারপরও বাংলাদেশ মালয়েশিয়ায় কীভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী দেশ হল। কানাডায় রয়েছে বাংলাদেশী অধ্যুষিত অঞ্চল বেগম পাড়া। এ ছাড়া ব্রিটেন, হংকং, সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন ব্যাংকেও বাংলাদেশীদের টাকা রয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

টাকা পাচার বলার কারণ: সুইস ব্যাংক মূলত তাদের প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা বিদেশিদের আমানতের তথ্য প্রকাশ করে।

কিন্তু বাংলাদেশী আইনে কোনো নাগরিকের বিদেশি ব্যাংকে আমানত রাখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, এখন পর্যন্ত কাউকে বিদেশে টাকা জমা রাখার বিশেষ অনুমোদনও দেয়া হয়নি। এ ছাড়া কোনো প্রবাসীও সরকারকে জানাননি যে, তিনি সুইস ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছেন। ফলে সূত্র বলছে, সুইস ব্যাংকে জমা পুরো টাকাটাই দেশ থেকে পাচার করা হয়েছে।

সুদীর্ঘ সময় ধনীদের অর্থ গোপনে জমা রাখার জন্য খ্যাত সুইজারল্যান্ড। দেশটিতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২৪৬টি ব্যাংক রয়েছে। বিশ্বের বড় বড় ধনী অর্থ পাচার করে দেশটিতে জমা রাখে। ব্যাংকগুলোও কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে। আগে সুইস ব্যাংকে জমা টাকার কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো না। এমনকি আমানতকারীর নাম-ঠিকানাও গোপন রাখা হতো। একটি কোড নম্বরের ভিত্তিতে টাকা জমা রাখা হতো। কিন্তু ২০০২ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী টাকা পাচার রোধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ব্যাপকভাবে কার্যকর করা হয়। এরপর আন্তর্জাতিক চাপে সুইস ব্যাংক জমা টাকার তথ্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তারা ওই সময় থেকে বিভিন্ন দেশের জমা টাকার তথ্য প্রকাশ করছে। ওই প্রতিবেদনে কোন দেশের কত টাকা জমা আছে, সে তথ্য তারা প্রকাশ করছে। আমানতকারীদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করছে না। ফলে পাচারকারীদের ঠেকানো যাচ্ছে না।

সুইস ব্যাংক পরিচিতি: সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) হল সুইজারল্যান্ড সরকারের স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিশেষ আইন দ্বারা পরিচালিত এই ব্যাংকটির নীতিনির্ধারণ সবই স্বাধীন। ২শ' বছরের পুরনো ইউরোপের এ প্রতিষ্ঠানটি মুদ্রা পাচারকারীদের নিরাপদ স্বর্গ। ১৮৯১ সালে সুইজারল্যান্ড সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত একটি ধারার অধীন ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে ব্যাংকটির মুদ্রানীতি এবং সুশৃঙ্খল কার্যক্রম বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অনুসরণ করে। তবে পাচারকারীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে আন্তর্জাতিক মহলে দেশটির পরিচিতি রয়েছে।

ব্যাপক সমালোচনার মুখে ২০০২ সাল থেকে দেশভিত্তিক আমানতকারীদের তথ্য প্রচার শুরু করেছে তারা। যেসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি রয়েছে, সেসব দেশের ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথ্য দেয়া হয়। এ কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশিদের আমানত কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সুযোগ থাকলেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশীরা এখনও সুইস ব্যাংককে পাচার করা টাকা রাখার নিরাপদ স্থান হিসেবে মনে করে।

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



IRS ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

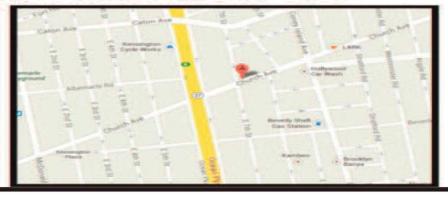
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

শেনজেন ভিসা ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় নেই

(৪৬ পাতার পর)

সদস্যদেশে সফর করতে দেয়া হয়। এই শেনজেন জোনে কোনো সীমান্ড় নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে সেখানে প্রবেশের বিষয়ে সর্বশেষ সরকারি বিবৃতি এ সপ্তাহে পরের দিকে ঘোষণা করার কথা। ধারণা করা হচ্ছে, তা ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন হবে। এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বলেছেন, প্রতিটি দেশের মহামারী পরিস্থিতি এবং করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা, বিধিনিষেধ প্রত্যাহার হয়েছে কিনা- এসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই দেশগুলোর তালিকা আপডেট করা হবে। ওদিকে ১১ জুন এ বিষয়ক কমিশন শেনজেন সীমান্ত ১৫ জুন খুলে দেয়ার বিষয়ে তাদের সুপারিশ উত্থাপন করে, যাতে ইউরোপিয়ানরা অবাধে সীমান্তের পরোয়া না করেই মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারেন, যেমনটা তারা করতেন মহামারির আগে। কমিশন আরো সুপারিশ করে যে, আগামী ১ জুলাই থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৩০টি দেশের নাগরিকদের প্রবেশ করতে দেয়ার শুরু করা উচিত সদস্য দেশগুলোর।শেনজেনভুক্ত দেশগুলো হলো অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, ইতালি, লাতভিয়া, লিচেটেনস্টেইন, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মালটা, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড।

সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফফারের মাতৃবিয়োগ

(৪৬ পাতার পর)

নেতৃবৃন্দ ২৪ জুন অপরাহ্নে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফফারের সাথে সাক্ষাৎ করে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। এসময় আবাহনী সমর্থক গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দেও মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন দেওয়ান, উপদেষ্টা সৈয়দ এনায়েত আলী, সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন, সাধারণ সম্পাদক এফ এম সালাহউদ্দিন, সদস্য গোলাম হোসেন কুটি, কাজী তোফায়েল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি,হিটু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

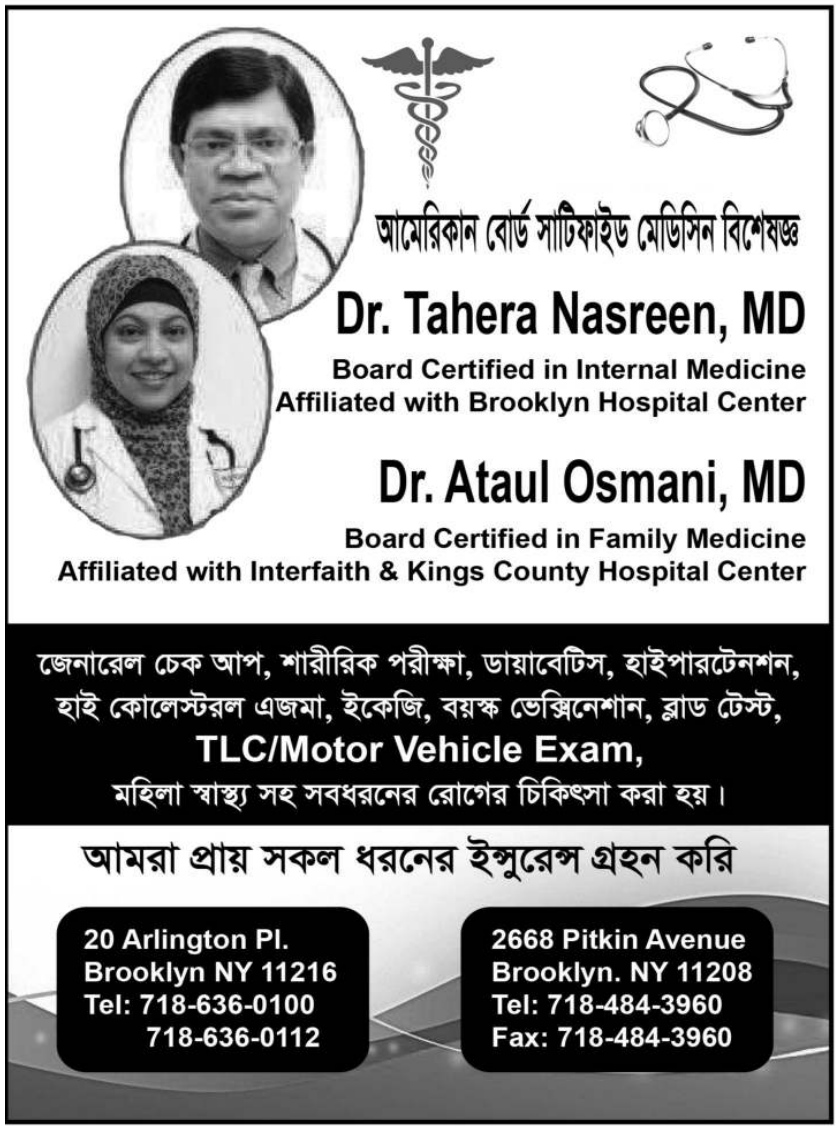
শোক প্রকাশ: অপরদিকে এক বিবৃতিতে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রের সকল বাংলাদেশী খেলোয়ারদের পক্ষ থেকে সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফাফার-এর মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা অব আমেরিকা'র আহ্বায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান, প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুর রহীম বাদশা, ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমী প্রমুখ। এছাড়াও সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফাফার-এর মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন আবাহনী সমর্থক গোষ্ঠী, ইউএসএ। সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন ও সাধারণ সম্পাদক এফ এম সালাহউদ্দিন শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন।

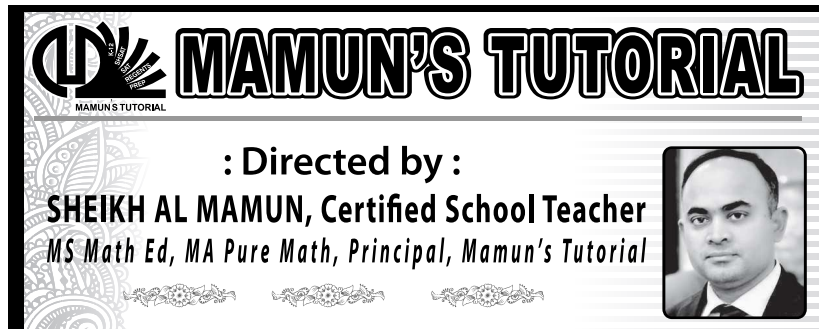
সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের 'টাকার পাহাড়'

(৪৬ পাতার পর)

পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। তবে আলোচ্য বছরে দেশটির আমানত কমেছে। বৃহস্পতিবার সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে কোনো বাংলাদেশী যদি তার নাগরিকত্ব গোপন রেখে টাকা জমা করে থাকে, তার তথ্য এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিনিয়োগ না হওয়ায় পুঁজি পাচার হচ্ছে। আমানত রাখার ক্ষেত্রে এ বছরও বিশ্বে প্রথম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। তবে আলোচ্য সময়ে সুইস ব্যাংকে সারা বিশ্বের আমানত বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার বলেন, এই আমানতের (বাকী অংশ ৩৭ পাতায়)







এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৬ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪২ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

চলে গেলেন 'মেমসাহেব' খ্যাত সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য

(৪৬ পাতার পর)

একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতায় পেশাগত জীবন শুরু হলেও দীর্ঘ ২৫ বছর দিল্লিতে সাংবাদিকতা করেছেন তিনি। দিল্লিতে বেশ কয়েকটি কাগজের সংসদ, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত টানা ৩০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের বড় সময়টা কাটিয়েছেন দিল্লিতে। কাজ করেছেন পাঁচটি কাগজে। অধিকাংশই সর্বভারতীয় সংবাদপত্র। 'বিশ্বামিত্র' নামে পত্রিকায় তিনি সাংবাদিকতা করতেন। পেশার সূত্রে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ভি কে কৃষ্ণমেনন, মোরারজী দেশাই, ইন্দিরা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর সফরসঙ্গী হয়ে বহু দেশে ঘুরেছেন তিনি। সাংবাদিকতা থেকে অবসর নেওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখতেন তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আগাধ পান্ডিত্য ছিল নিমাই ভট্টাচার্যের। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কয়েক বছর পর দিল্লিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে চারটি বই উপহার দিয়েছিলেন।

প্রথমবার রেলমন্ত্রী হওয়ার পর ১৯৯৯ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে প্যাসেঞ্জার অ্যামেনিটিস কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এই পেশার দৌলতে সেসময়কার রাজনৈতিক ও বিনোদন জগতকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। তারই ছায়া পড়েছিল নিমাইবাবুর লেখনিতে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে সেই সময়ের ঘটনাবলীই উঠে আসে।

১৯৬৪ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রাজধানীর নেপথ্যে' প্রকাশিত হয়। তারপর পুরোপুরি লেখালেখিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৮২ সালে কলকাতায় ফিরে যান তিনি।

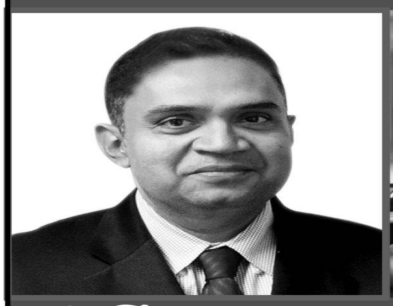
নিমাই ভট্টাচার্যের পকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেড় শতাধিক। যার অধিকাংশই উপন্যাস।প্রায় পাঁচ দশক ধরে সমানভাবে পাঠকপ্রিয় 'মেম সাহেব' উপন্যাসটি তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হলেও এ ছাড়া তার লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হলো- পিয়াসা, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, অষ্টাদশী, মাতাল, প্রবেশ নিষেধ, কেরানী, নিমন্ত্রণ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, প্রিয়বরেষু, মোগল সরাই জংশন, শেষ পরানির কড়ি, পথের শেষে, সদর ঘাট, 'এডিসি', 'রাজধানী এক্সপ্রেস', 'গোধূলিয়া'র ইত্যাদি। জীবদ্দশায় সাহিত্যকর্মের জন্য অসংখ্য স্বীকৃতি পেয়েছেন বরেণ্য এই কথাসাহিত্যিক। ১৯৭২ সালে তাঁর উপন্যাস থেকেই তৈরি হয় হয় পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি 'মেমসাহেব'। উত্তমকুমার-অপর্ণা সেন জুটি অভিনীত সেই ছবি আজও বাংলা রোম্যান্টিক সিনেমার মাইলস্টোন।

সুস্থতার জন্য প্রয়োজন সূর্যকিরণ

(৪৬ পাতার পর)

সেসব প্রাণীর দুধ, ডিম ও লিভারে ভিটামিন-ডির পরিমাণ বেশি থাকে। সে তুলনায় মায়ের বুকের দুধে ভিটামিন-ডির পরিমাণ থাকে কম। এমনিতে ভিটামিন-ডির অভাবের লক্ষণ খুব সহজে প্রকাশ পায় না। তবে ক্লান্তি-বিষণ্নতা-কপালে ঘাম, হাড়ে ব্যথা, হাড় নরম, ভেঙে যাওয়া, রোগ প্রতিরোধে অক্ষমতা, উচ্চ রক্তচাপ, ত্বক লালচে, বুড়িয়ে যাওয়া, ঘুমের সমস্যাসহ ঘন ঘন ইনফেকশন ভিটামিন-ডির অভাবেই হয়ে থাকে। -ইন্টারনেট।

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

Law Offices of
H. Bruce Fischer ESQ PC

Practice Limited to
Construction Accident
Motor Vehicle Accident
Medical Malpratice



H. Bruce Fischer, ESQ
Attorney At Law
New York
Phone: 212-957-3634



Mohammed N Mujumder, LLM
Master of Laws (NY)
Senior Paralegal
Cell: 917-597-6349

We Recovered Millions of Dollars For Accident Victims

We Speak Bangli.
Past Result does not guarantee future outcomes

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

Dynamic Tax, Accounting & Immigration Services

ডাইনামিক ট্যাক্স একাউন্টিং এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

দীর্ঘ ১৮ বৎসর সাফল্যের পর আমাদের নতুন শাখা এখন জ্যামাইকায়

আইআরএস-এর নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ রিফান্ডের নিশ্চয়তা।
দক্ষতার সাথে দ্রুত ও নির্ভুল ট্যাক্স-এর জন্য আমাদের সেবা নিন।

আইআরএস এবং স্টেট অডিট সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ একাউন্টিং সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে থাকি।

২০১১ সালের "বেস্ট অফ ব্যাক্সহুস" এওয়ার্ড বিজয়ী

আমাদের সেবাসমূহঃ-

www.dynamicsrv.com

- ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স ফাইল
- সেলস ট্যাক্স রিটার্ন
- পে-রোল এন্ড বুকপিপিং
- কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ এন্ড এলএলসি
- ইমিগ্রেশন সার্ভিস

Bronx Office:
2098 Starling Avenue,
Bronx, NY 10462
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

Jamaica Office:
168-29 Hillside Ave. Suite -2C, Jamacia, NY 11432
Phone: 646-295-3811,
347-389-4420,
917-536-9770

দুই কুয়েতি এমপির বিরুদ্ধে পাপুলকে সহযোগিতার

(৩ পাতার পর)

প্রসিকিউশনের তরফ থেকে। পাপুলের মদদদাতা হিসাবে কুয়েতের দুইজন বর্তমান এবং একজন সাবেক এমপিসহ সাতজনকে চিহ্নিত করার কথা এর আগে জানিয়েছিলেন তদন্তকারীরা; তবে তাদের কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে প্রসিকিউশনের আবেদনে কুয়েতের সমাজ কল্যাণমন্ত্রী মরিয়ম আল আকিল ইতোমধ্যে দেশটির জনশক্তি কর্তৃপক্ষের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার আদেশ দিয়েছেন।

গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, মানবপাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার আবেদন জানিয়েছিল পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিস। এই তদন্তের অংশ হিসেবে কুয়েতের জনশক্তি কর্তৃপক্ষের এক পরিচালককে ইতোমধ্যে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক কর্মকর্তার রিমান্ডের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হয়েছে বলে পত্রিকাটি জানিয়েছে। এর আগে বাংলাদেশি এমপি পাপুলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে কুয়েতের এক নারী ব্যবসায়ীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটির বিচার বিভাগ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কুয়েতের শীর্ষস্থানীয় এক হোম ডেকর কোম্পানির মালিক ওই নারীকে ঘুষ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দুই হাজার দিনার জামানতে জামিন দেওয়া হলেও তাকে দেশ ছাড়তে নিষেধ করা হয়। পাপুলের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণকারী হিসাবে চিহ্নিত কুয়েতি কর্মকর্তাদের একজন ওই নারী ব্যবসায়ীর ভাই। ওই কর্মকর্তাসহ তিনজনকে এর আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন দেশটির সরকারি কৌঁসুলিরা।

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য পাপুলকে গত ৬ জুন রাতে কুয়েতের মুশরিফ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। মারাফি কুয়েতিয়া কোম্পানির অন্যতম মালিক পাপুলের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি রয়েছে।

পাচারের শিকার পাঁচ বাংলাদেশির অভিযোগের ভিত্তিতে পাপুলের বিরুদ্ধে মানবপাচার, অর্থপাচার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের শোষণের অভিযোগ এনেছে কুয়েতি প্রসিকিউশন। ১৭ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর এখন তাকে রাখা হয়েছে কুয়েতের কেন্দ্রীয় কারাগারে।

বাংলাদেশের এই এমপি কুয়েতি কর্মকর্তাদের কীভাবে কত টাকা ঘুষ দিয়েছেন, সে বিষয়ে রিমান্ডে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন তিনি, যা প্রসিকিউটরদের বরাতে প্রকাশ করছে স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কুয়েত গিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়া পাপুল ২০১৮ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। শুধু তাই নয়, নিজের স্ত্রী সেলিনা ইসলামকেও সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য করে আনেন তিনি।

প্রবাসী উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান পাপুল, যেখানে তার বড় অঙ্কের শেয়ার রয়েছে।

পাপুল ও তার কোম্পানির ব্যাংক হিসাব ইতোমধ্যে জব্দ করেছে কুয়েত কর্তৃপক্ষ। কোম্পানির ওই হিসাবে প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা রয়েছে বলে এর আগে পাবলিক প্রসিকিউশনের বরাতে জানিয়েছিল কুয়েতি গণমাধ্যম।

বাংলাদেশেও পাপুলের অবৈধ সম্পদের খোঁজে তৎপর হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে পাপুল এবং তার স্ত্রী, মেয়ে ও শ্যালিকার ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সব হিসাবের লেনদেন স্থগিত করেছে সংস্থাটি।

আগামী ৬ জুলাই এমপি পাপুলের বিরুদ্ধে কুয়েতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠনের কথা রয়েছে। এর আগ পর্যন্ত পাপুলকে কারাগারেই থাকতে হবে।

অপরাধ প্রমাণ হলে পাপুলের পাঁচ থেকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে বলে লিখেছে কুয়েতের বিভিন্ন পত্রিকা।

সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমুদ্র-তলদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক

(৪৬ পাতার পর)

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, বাংলাদেশ সমুদ্র সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে আর সুনীল অর্থনীতি এক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। সক্ষমতা বিনির্মাণ, জ্ঞান বিনিময়, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ, বিকল্প কারিগরি কর্মী তৈরি, গবেষণা ও অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টিসহ এতদবিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে সহযোগিতা পায় তার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। উন্নয়নশীল দেশগুলো যাতে সমুদ্র-সম্পদ আহরণ করে তাদের কাজে লাগাতে পারে সে লক্ষ্যে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। স্থায়ী প্রতিনিধি আইএসএর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification



Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300



আমরা বাংলায় কথা বলি....

Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

BD TAX & ACCOUNTING LLC

FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL

IRS e-file

IRS ENROLLED AGENT

- Individual Tax
- All types of Business Tax
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- Represent Taxpayer before IRS/State Audit



Munir Ahmed,EA,MBA

Immigration Form Fill-up Service

- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200

37-15 73rd Street, Suite#207A,
(Bangladesh Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

মনোরম পরিবেশে দক্ষ জনবল নিয়ে নতুন সেবায়

রফিক এন্ড এসোসিয়েটস সি.পি.এ



MD. RAFIQUL ISLAM, CPA
M.A Economics/ Accounting, USA
B.Com (Hons), M.Com, Dhaka

ঠিকানা
484 McDonald Ave, Suite #2nd Floor
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-431-0632 & 718-431-0633
rafiqcpa@gmail.com
RAFIQUL7@aol.com

* ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন, লায়াবিলিটি, ডিজএ্যাবিলিটি, হোম ইন্স্যুরেন্স এবং বন্ড
* আমেরিকার সকল স্টেটের ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
* সম্পূর্ণ বিজনেস একাউন্টিং, সেলস ট্যাক্স এবং পে-রোল সার্ভিসেস।
* ইমিগ্রেশন, সিটিজেনশীপ ইত্যাদি সার্ভিস এবং সেই হিসেবে ট্যাক্স ফাইল করা হয়।
* ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট।
* নট ফর প্রফিট।
* অতীতের সংশোধিত রিটার্ন এবং অডিট নিস্পত্তি।
* কর্পোরেশন, পার্টনারশীপসহ সব ধরনের ব্যবসা গঠন এবং যাবতীয় লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট।

৭দিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা

সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স

ট্যাক্স, একাউন্টিং, বিজনেস, ইন্স্যুরেন্স ও ইমিগ্রেশন

সততা ও দক্ষতার সাথে ট্যাক্স ফাইল করে আপনাদের জন্য আইনানুগভাবে সর্বোচ্চ রিফান্ড এনে দেওয়াই আমাদের কাজ

RAFIQ & ASSOCIATES, CPA
484 McDONALD Insurance Agency LLC

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

এখন থেকে আর, এম ট্রেন সংলগ্ন ৬৩ ড্রাইভ কুইন্স বুলেভার্ড রিগো পার্ক মল থেকে ২ ব্লকের ৯৯/২২ ৬২ ড্রাইভেং বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর বা ২ জন মহিলাকে অগ্রাধীকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯৭-১৩৯৭ অথবা ৩৪৭-২১৩-৪১৫৯
০৬/১৪

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট এলমহার্ষ্ট-এর ৩০ এভিনিউ ৮৬ স্ট্রিটে নতুন রেনোভেটেড ২ রুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ব্যাচেলর অগ্রাধিকার ও আরেকটি ষ্টুডিও ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৪-৭০৩৭ অথবা ৭১৮-৬৫১-২৬৫৮
০৬/১৪

ড্রাইভার আবশ্যক

উবার/লিফট/জুনো????? হোন্ডা অ্যাকর্ড স্পোর্টস ২০১৬ টিএলসি প্লেট????? ক্লিন লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৩৩-৮৯০১ জুন-০১/০৮

রুমমেট চাই

ব্রঙ্কসের পাকচেস্টার এলাকায় ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১জন অধূমপায়ী রুমমেট চাই। ভাড়া ৪০০ ডলার বিল সহ। যোগাযোগ: ৭১৮-৬২৯-৭৫০৬ অথবা ৯১৭-৬৫০-৩৬৮২
০৬/১৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ট্রেন ষ্টেশনের পাশে মনোরম পরিবেশে একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯০-৮৮৮৩

রুমমেট চাই

১ জুলাই থেকে একজন পুরুষের জন্য সেমি বেসমেন্ট বড় ১টি রুম শেয়ার ভাড়া হবে। সাবওয়ে সহ সবকিছু হাতের নাগালে। ১০৯ এভিনিউ সাতফিন, জ্যামাইকা। বিল সহ ভাড়া ৪০০ ডলার। যোগাযোগ: ৫১৬-৮৫৩-৫৬৩২
০৬/১৪

রুমমেট চাই

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্টের উপর ই, এফ, আর, এম এবং ৭ ট্রেন সাবওয়ের অতি নিকটে দ্বিতীয় তলায় ১ জুলাই থেকে একজন পুরুষ রুমমেট চাই। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৯৩-২৯৪৬ অথবা ৯২৯-৪২১-০০৩৯
০৬/১৪

ষ্টুডিও ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় ষ্টুডিও রুম ভাড়া দেয়া হবে। বাস, ট্রেন, বাংলা গ্রোসারী, রেস্টুরেন্ট সহ সব কিছু আছে। স্ট্রিট লেবেল বেসমেন্ট। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৫৫-২৪৫৯
০৬/১৪

এপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের মেসিস মলের সামনে সাবওয়ে থেকে ২ ব্লকের ভিতর ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৬১-১০৯০

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বাড়ছে সংক্রমণ

(৩ পাতার পর)

আসা জনসাধারণকে কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন অঙ্গরাজ্যগুলোর গভর্নর। আক্রান্ত ও মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে ব্রাজিল। দেশটিতে করোনায় মারা গেছেন ৫৩ হাজার ৮৫৪ জন। লাতিন আমেরিকার এ দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১ লাখ ৯২ হাজার ৪৭৪ জন। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিলের পরেই শীর্ষ সংক্রমণ ও মৃত্যুর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়ায় এ পর্যন্ত ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৮১ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনাভাইরাসে। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজারের বেশি। দেশটিতে মোট মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ৫১৩ জন।

এদিকে ভারতে ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। শীর্ষ সংক্রমণের দেশের তালিকায় চার নম্বরে চলে এসেছে ভারত। দেশটিতে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪ লাখ ৭২ হাজার ৯৮৫ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৬ হাজারের বেশি– ১৬ হাজার ৮৭০ জন। দেশটিতে মোট মারা গেছে ১৪ হাজার ৯০৭ জন। গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাস। এর পর বিশ্বের দুশর অধিক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এ পর্যন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ লাখ ২০ হাজার ১৯৯ জন। মারা গেছেন ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৫৯ জন। সুস্থ হয়েছেন অর্ধকোটিরও বেশি-৫১ লাখ ৬৯ হাজার ২৭০ জন।

মুসলিম তরুণীকে হিজাব খুলতে বাধ্য

(৩ পাতার পর)

কর্মকর্তাদের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। গত ১০ জুন ফ্লোরিডার মিয়ামিতে 'ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার' বিক্ষোভের সময় পুলিশ আলা মাসরি নামের ১৮ বছর বয়সী ওই তরুণীকে গ্রেফতার করে। পুলিশের গুলিতে নিহত কৃষ্ণাঙ্গ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ চলছে। মাসরি বলেন, তাকে হাতকড়া দিয়ে মিয়ামি-ডেড কাউন্টি সংশোধন ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যেখানে তাকে হিজাব খুলতে বাধ্য করা হয়। একইসাথে তার মাথা ঢাকা ছাড়াই তদন্তকালীন ছবি তোলা হয়। তারপরে তাকে হিজাব ছাড়া সাত ঘণ্টা ওই অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে হিজাবিহীন তার ওই ছবিগুলো মিডিয়া ও অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে।

এক অনলাইন পিটিশনে মাসরি তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। সেই সাথে তার ওই ছবিগুলো অনলাইন থেকে তুলে নেয়া এবং এ বিষয়ে একটি তদন্ত শুরু করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওই পিটিশনটি এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ ৩০ হাজারের বেশি স্বাক্ষর পেয়েছে। মারসির পিটিশনে বলা হয়েছে, আমরা চাই তদন্ত ও দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের বিরুদ্ধে পুলিশের অনাচারের বিচার হোক। মিয়ামি-ডেড সংশোধন ও পুনর্বাসন বিভাগ বলেছে, আমরা ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনকে সম্মান করি। আমাদের নীতি ও প্রতিশ্রুতি মেনে আমরা ঘটনাটির পর্যালোচনা করব। তবে ফ্লোরিডার কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনসের (সিএআইআর) স্টাফ অ্যাটর্নি ওমর সালেহ বলেন, পরিচিতি ছবি তোলার জন্য হিজাব খোলার জন্য বাধ্য করায় ধর্মীয় স্বাধীনতার আইন লংঘিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মাসরি চাইলে ওই বিভাগের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে পারেন। সূত্র: মিডলইস্টআই

জামায়াত যেভাবে দেখছে এবি

(৩ পাতার পর)

সেশনে বলেছে, পরিস্কার করে বলেছে যে, তাদের কর্মসূচিতে তাদের এজেন্ডায় ধর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের এই চ্যাপ্টার থাকবেনা। এটাকে বাদ দিয়েই হবে তাদের সবকিছু। ফলে আমাদের আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের ভাইয়েরা একেবারে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। কারণ দ্বীন তাদের সাবজেক্ট নয়। আর দ্বীনটাই আমাদের সাবজেক্ট। এই জায়গায় এই ভাইদের সাথে আমাদের আদর্শিক পথ একেবারে আলাদা হয়ে গেল। এখন তারা একসময় আমাদের ভাই ছিলেন, আমাদের প্রিয় মানুষ ছিলেন। এখন আমরা কী করবো এই ভাইদের ব্যপারে? আমরা তাদের জন্য দোয়া করবো। আল্লাহ যেন তাদের কে দ্বীনের পথে আবার পরিপূর্ণ ভাবে ফির-াইয়া আনেন। মুসলমানের জীবন কখনো খণ্ডিত হতে পারেনা। তার জনম থেকে ওফাত পর্যন্ত তার প্রত্যেকটি অবস্থান হবে দ্বীনের ওপরে কোরআনের গাইড লাইন অনুযায়ী রাসুলে করীম (সা) এর সুন্নাহ মোতাবেক। এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় জুড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নাই। জোড়া তালির কোন সুযোগ নাই। দ্বীনে এলাহিরও কোন সুযোগ নাই। সুযোগ একটাই সেটা হলো আল্লাহর দ্বীন মেনে চলা পরিপূর্ণভাবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা এই দ্বীনটাকে একেবারে পরিপূর্ণ এবং এটাকে একেবারে খণ্ডিত করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। 'আফা তু মিনুনা বি-বা'দিল কিতাব অ তাক ফুরুনা বিবাদ" আল্লাহ তার একটা অংশকে ঈমান আনা আর একটা অংশ কে তাকফির বা অস্বীকার করাকে চরমভাবে ঘৃণা করেছেন। এর সুযোগ আমাদের নেই। তাই এই ভাইদের জন্য দরদভরা মন নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। তাদের সাথে কোন বিতর্কে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রিয় সঙ্গী সাথীরা যারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার থেকে নাজাত পাওয়ার আশায় প্রিয় জান্নাতে যাওয়ার আশায় এবং দুনিয়াকে জান্নাতময় দ্বীনের আলোকে করার আশায় যারা এখানে এসেছেন সে সমস্ত ভাইদের প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, তাদেরকে কাছে টেনে রাখতে হবে।কেউ কারও অসওয়াসায় পড়ে তারা যাতে নিজেদের ভবিষ্যত হারিয়ে না ফেলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে না যান, এইজন্য পেরেশানীর সাথে তাদেরকে ধরে রাখতে হবে সাহচর্য দিতে হবে এটাই আমাদের কাজ।

তাদের সাথে কোন বিতর্কে জড়াবেন না। তাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবেননা। তাদের সঙ্গে অবশ্যই ফেসবুক চ্যাটিং এ লিপ্ত হবেন না। পজিটিভ ও না নেগেটিভ ও না। শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আর যার যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তাদেরকে বুঝান দ্বীন ছাড়া মুক্তির আর কোন জায়গা নাই। দুনিয়াতেতো নাই আখেরাতে তো একেবারেই নাই।

"House For Sale, As-is"
ON CLOSE BITS
39 Ashley St. Buffalo, NY 14212
6 Rooms, 3 Bath Rooms, Kitchen, New Re-Roof. Water, Gas & Electric is Available. Duplex House.
Need : 716-544-3646

Marriage Media
পাত্র-পাত্রী
খুজছেন সন্ধান দাতা
আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান?
সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, সিটিজব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।
৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।
আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।
খান ভাই
646-637-7590
E-mail: khanma663@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

ঘোষণা

প্রিয় পাঠক,

বাংলা পত্রিকা'র বিজ্ঞাপনদাতাদের সুবিধার্থে পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের জন্য নতুন ই-মেইল খোলা হয়েছে। এখন থেকে সকল বিজ্ঞাপনদাতাকে নতুন ই-মেইলে

adbanglapatrikausa@gmail.com

তাদের বিজ্ঞাপন পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ই-মেইলটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য। নিউজ প্রেরণের ই-মেইল banglapatrikausa @gmail.com

ধন্যবাদান্তে-
সম্পাদক

আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজে বিজ্ঞাপন/মার্কেটিং বিভাগে কাজ করার জন্য পুরুষ/মহিলা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapatrikausa.com

মুসলিম কাজী

কাজী মাওলানা ক্বারী
মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম
এম.এম.এম.এফ
পেশ ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির আইন অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং কাবিননামা প্রদান করা হয়।
1203 Virginia Avenue, Bronx, New York 10472
Phone: 718-863-1641 (Home), 313-204-0516 (Cell)
Email: mmislam67@yahoo.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ভূখন্ড ফেরত আনা ব্যাপার নয়

(১৪ পাতার পর)

প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিকস ব্যাংক জন্ম নেয়। ভারত সেখানে যুক্ত হতে অফার পেলে যোগ দেয়। চীনও তার বিনিয়োগ সক্ষমতা থেকে ভারতের চাহিদামতো ঋণ বিশেষত অবকাঠামোগত ঋণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু ততই আমেরিকার কাছে ফিরে ফিরে যাওয়ার ঝোঁক তার বাড়তেই থাকে। যদিও ট্রাম্প আমলে এসে আমেরিকা মনে করে, ভারতকে চীনের পেছনে লাগানো বৃথা। কারণ এটা তেমন কোনো ফলদায়ক নয়।

কিন্তু ভারতের আচরণ এমন হয়ে যায় যে, সে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকে যে, সে যেন চীন ও আমেরিকার মাঝে দুটার সাথে প্লে করে দু'জনের থেকেই নিজের সুবিধা আদায় করে চলতে পারবে। চীন সেই অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত আত্মবিশাসী মোদির ভারতকে নিজ প্রকৃত সক্ষমতার দিকে হুঁশ ফিরিয়ে নজর করিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা অনেকটা কাউকে মারধর দেয়ার পরে আবার বুঝিয়ে দেয়া যে কাঁদলে আবার মার খাবি। কথিত বিশ ভারতীয় সেনা মারা যাওয়ার পর চীন সাবধান করে দেয় যেন নতুন টেনশন বারবার সৃষ্টির চেষ্টা না করে। তাই শেষে মোদির সবল অবস্থান যে 'কেউ ভারতের মাটিতে আসেনি'। খুব সম্ভবত ভারতকে সামরিকভাবে আরো হেস্তনেস্ত করবে আর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ত্যাগ করলে ভারতের ক্ষতি শুধু নয়, টিকে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া থেকেই মোদির এমন সিদ্ধান্ত– 'কেউ ভারতের মাটিতে আসে নাই।'

কিন্তু ভারতের কেন এমন হলো

ভারতের কোনো রাজনীতিক বা একাডেমিক নীতিনির্ধারক পুরা ইস্যুটাকে গ্লোবাল অর্ডারের দিক থেকে দেখেননি। এর ওপর আছে ভারত মানেই আসলে এক নেশন-স্টেট ভাবনায় ভারত। যেটা আবার অসম্ভব এক স্বদেশী ধারণার অর্থনীতি ভাবনাও।

যদি প্রশ্ন করা যায় গ্লোবাল অর্ডার নিয়ন্ত্রণের লিডার প্রশ্নে ভারত কার সাথে থাকতে চায়– আমেরিকা না চীন? এখন পর্যন্ত ভারতের আচরণ থেকে এর জবাব হলো ভারত জানে না। অথচ এর সহজ জবাব হবে আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং সেটা এজন্য যে, আমেরিকা যার যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে ক্ষয়িষ্ণু শেষ হয়ে যাচ্ছে– তাই সে দুনিয়ার অতীত নেতা; বিপরীতে ভারত নিঃসন্দেহে নিজেই প্রধান নেতা হতে চায় অথবা অন্ততপক্ষে আগামী নেতা চীনের প্রধান সহযোগীর ভূমিকায়। এসবের বাইরে অন্য কিছু তো হতে পারে না। তাহলে সে বারবার অতীত মানে আমেরিকার ভেতর আশ্রয় খুঁজছে কেন, তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে কেন?

এর জবাব ভারতের কাছে নেই। কেন নেই?

মূল কারণ, গ্লোবাল দিকটা সে বুঝতেই পারে না। মূল কারণ, হিন্দুত্ববাদী জাতি-রাষ্ট্র বুঝের লোক। যেমন আমাকে একজন বলছিল, পাকিস্তান যদি চীন ও আমেরিকার সাথে একই সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে তাহলে ভারতও চীন ও আমেরিকার সাথে একই সাথে সম্পর্ক রাখলে সেটা দোষের হবে কেন?

প্রথম কথা, আমরা গ্লোবাল অর্ডার নিয়ন্ত্রণকদের সহযোগী (মূল নেতার সাথে প্রভাবশালী ভূমিকায়) কেউ একজন হওয়ার প্রসঙ্গে কথা বলছি। স্রেফ দুটা রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখা না রাখার নয়। পাকিস্তান গ্লোবাল অর্ডার নিয়ন্ত্রণকারীদের কেউ নয়, সহযোগী হয়ে ওঠার তালিকাতেও কেউ নয়। পাকিস্তান অর্থনীতিগতভাবেও তেমন কোনো শক্তিমালী দেশ নয়। তাই বলছি গ্লোবাল অর্ডার বা এর নিয়ন্ত্রক বলতে কী বুঝিয়েছি সেটা আমল করাই হয় নাই, এই প্রশ্নের মধ্যে। অর্থাৎ এই প্রশ্নকর্তা যেন ভারত নিজেই!

হিন্দি-উর্দুতে একটা কথা আছে– আওকাত দেখা দিয়া। মানে কারও বাস্তব মুরোদ বা স্টাটাস কি ও কেমন সেটা কোনো হামবড়া লোককে মনে করিয়ে দেয়া। চীন ভারতকে তার আওকাত মনে করিয়ে দিয়েছে; যদিও তার মিডিয়া ও বিরোধী দল পুরানা স্টাইলে এখনো ভাব দেখিয়ে যাচ্ছে!

কারো কোনো সামরিক বা অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকা নিশ্চয় দোষের নয়। না থাকলে কেমন আচরণ করতে হয় সেটাই আলোচ্য। যতদিন সেটা অর্জিত না হয় ততদিন ভারত চীনের সাথে সজ্ঞাতবিহীন সম্পর্ক রেখে বা সজ্ঞাত এড়ানোর বুদ্ধিতে চলাই সোজা রাস্তা। আসলে চীন বুঝিয়ে দিচ্ছে মোদি তোমার হিন্দুত্ব, তোমার জাতি-রাষ্ট্রের বাইরে অবুঝ থাকা আর তোমার হামবড়া ভাব– এগুলো অচল! তাই এসব ছাড়তে হবে।

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

যার কোন তুলনা নেই

(১১ পাতার পর)

কত দিবে শুনবেন?

ধরুন আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করেন ৮০০ ডলার। তাহলে আপনি পাবেন ১৪০০ ডলার প্রতি সপ্তাহে। অথবা আপনার রেগুলার আয় সপ্তাহে ৫০০ ডলার, তাহলে আপনি পাবেন প্রতি সপ্তাহে ১১০০ ডলার; অর্থাৎ তারা ৬০০ ডলার করে নির্ধারিত আয়ের চেয়েও অতিরিক্ত আপনাকে দিয়ে চাঙ্গা রাখবে। টানা তিন মাস।

আগে 'আনএমপ্লয়মেন্ট' শুধুমাত্র ডব্লিও-২ওয়ালাদের (ডব্লিও-২ মানে হলো- যারা সপ্তাহের বেতন নেয়ার সময়ই সরকারকে বেতনের ট্যাক্স নগদে দিয়ে দেয়) দেয়া হতো এবং তখন শুধুমাত্র নির্ধারিত আয়ের একটা অংশ দেয়া হতো যদ্দিন চাকুরী না থাকবে ততদিন। আর এবার শুধুমাত্র ডব্লিও-২ওয়ালারাই নয়, যারা সেলফ-এমপ্লয়ী তাদেরও এই 'আনএমপ্লয়মেন্ট' এর টাকা দেয়া হবে। সেলফ-এমপ্লয়ী হলো যারা ছোট-খাটো ব্যবসা করে, বা ট্যাক্সি চালায়, সেলুনের নাপিত ইত্যাদি।

তাহলে কি দাঁড়ালো, করোনা না থাকা অবস্থায় যে যেরকম টাকা আয় করেছে এই করোনা কালিন সময়ে তারচেও ডাবল টাকা ঘরে শুয়ে-বসে-খেয়েই আয় করছে। সপ্তাহ শেষেই ব্যাংকে টাকা জমা হচ্ছে। কি শান্তি বলেন?

না না না, এখানেই শেষ না। আরও আছে।

ধরুন আপনি সেলফ-এমপ্লয়ী। সব টাকাই পাচ্ছেন। কিন্তু আপনি ভাবছেন ব্যবসা তো বন্ধ, তারপর কি করবেন যখন করোনা চলে যাবে? নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে হবে। নতুন করে স্টাফ নিয়োগ দিতে হবে। অনেক কিছু হয়তো গোছাতে হবে। অফিস ভাড়া বকেয়া পরে গেলো; সুতরাং আরও টাকা চাই।

নো প্রোবলেম।

কত চাই বলুন? ১০ হাজার? ৫০ হাজার? ১০০ হাজার? ১ মিলিয়ন? শুধু এমাউন্টটি বলুন।

হ্যাঁ, ফেডারেল গভর্ণমেন্ট চাওয়ামাত্রই আপনাকে প্রথমদিন নগদে ১০০০ ডলার পাঠিয়ে দিবে; তারপর আপনার এপ্লিকেশন ঘেটে-ঘুটে হিসাবাদি ও আপনার যোগ্যতা মিলিয়ে আপনার ব্যবসার সাইজ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টাকাটা আপনার একাউন্টে পাঠিয়ে দিবে। সেটা ১০ হাজার বা ১ মিলিয়ন যাই-ই হোক।

ঐ যে বললাম প্রথমেই ১০০০ ডলার পাঠাবে- ওটা গিফট। আর এরপর যে টাকাটা দিলো- সেটা প্রথম বছর কোন ফেরত দিতে হবে না। ৩০ বছরের মেয়াদে টাকাটা দেয়া হবে আপনাকে; দ্বিতীয় বছর থেকে ৩.৫% ইন্টারেষ্ট হিসাবে টাকাটা মাসিক কিস্তিতে কেটে নিবে।

এবার বলুন, করোনা আমেরিকানদের কি আদৌ কোন ক্ষতি করতে পারছে? নাকি, বাড়তি একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়ে গেল? আরও কিছু নগদ টাকা, ঘরে বসে!

এবার হিসাব করে দেখুন তো, আমেরিকার অর্থনীতি 'অচল' হয়ে থাকবে বা ভেংগে পারবে?

নাকি আরও দুইগুণ বেড়ে যাবে?

এটাই আমেরিকা। আমেরিকা এমনই।

সেই শিশুবেলা থেকে যে এই মহান দেশটিকে ভালবেসেছি- এমনি এমনি না।

আর যেসব গো-মুর্খরা বাংলাদেশকে মুখে মুখে সিংগাপুর-কানাডা বানিয়ে রেখেছে, তারা কি দিচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে- একটু চিন্তা করুন।

লেখক: নিউইয়র্ক প্রবাসী লেখক, ব্যবসায়ী।

বর্ণবাদ, বৈষম্য ও 'কমনওয়েলথ অব হিউম্যান

(৪ পাতার পর)

দেখেছি। মিসরে ফারাওদের পিরামিডও একই সাক্ষ্য দেয়। তবে বৈষম্যের সব ইতিহাস এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। যে মহাত্মা গান্ধীকে শান্তির প্রতীক হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েক দশক ধরে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এখন শুনছি বর্ণবাদী আচরণের কারণে তার মূর্তি ভাঙা হচ্ছে। এই উপমহাদেশকে প্রায় দুই শ' বছর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার 'কৃতিত্ব' লর্ড ক্লাইভের। একসময় ব্রিটিশদের কাছে সে ছিল বীর। এখন তারাই ক্লাইভের বর্ণবাদী আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং তার মূর্তি ভাঙছে। আমেরিকা আবিষ্কারের জন্য সুখ্যাতির অধিকারী কলম্বাস এখন আর শ্রদ্ধার পাত্র নয়। একইভাবে অস্ট্রেলিয়াবাসী সোচ্চার হচ্ছে জেমস কুকের বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। ইতিহাস যে কাউকে ক্ষমা করে না, এটা তার প্রমাণ।

আসলে যুগে যুগে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে না পারা এবং মানুষকে ভালোবাসতে না পারার ব্যর্থতা থেকেই এমনটা হয়েছে। আজকে করোনা মহামারীর সময় স্বাস্থ্য খাতের নাজুক অবস্থা আমরা দেখছি। পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতায় টিকে থাকা বৈষম্য ও দাসত্বের মতো কুৎসিত দিকগুলোও আমাদের সামনে প্রকট হয়েছে। এসব সঙ্কট কাটাতে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। বৈষম্য থেকেই সৃষ্টি হয় হানাহানি। আর এই হানাহানি থেকে মুক্তি পেতে আমাদের 'কমনওয়েলথ অব হিউম্যান কমিউনিটিজ' গঠন করা প্রয়োজন। এটা হবে বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি বা উপজাতি সব কিছুর উর্ধ্বে। আমরা মানবতার কথা বলছি। কিন্তু মানবতার শিক্ষা বা দীক্ষা কোথায়?

আজকে এই উপমহাদেশের দিকেই আমরা তাকাই না কেন? এখানে যে উগ্রবাদের বিস্তার ঘটছে, এই উগ্রবাদ ধর্মভিত্তিক। অথচ কোনো ধর্মেই উগ্রতার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে নমনীয়তার কথা, সহনশীলতার কথা। মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনার কথা। আমি যে 'হিউম্যান কমিউনিটিজ' গড়ে তোলার কথা বলছি তার মূল চেতনা হলো, 'উগ্রবাদ পরিহার করো। তোমার আসল পরিচয়, তুমি মানুষ'। এই পরিচয় তো কেউ অস্বীকার করেনি।

আমরা নিজেদের 'সভ্য' বলে দাবি করছি, কিন্তু কাজ করছি অসভ্যের মতো। উগ্রবাদিতা মানবজাতির কলঙ্ক। সভ্যতার শীর্ষে

পৌঁছার পর এখন আমরা উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। আমরা যদি মানুষকেই ভালোবাসতে না পারি, তাহলে ধর্মচর্চা করে কী হবে? তাই বলছি, বাংলাদেশের মতো ছোট অথচ বৈচিত্র্যময় ধর্মের মানুষের বসবাসের এই ভূখন্ড থেকেই 'কমনওয়েলথ অব হিউম্যান কমিউনিটিজ'-এর যাত্রা শুরু হতে পারে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কেন এই নৃশংসতা? ১৯৩৫ সালেও বার্মা বা মিয়ানমার ছিল ব্রিটিশ ভারতের অংশ। অর্থাৎ আমাদের দেশের অংশ। শ্রীলঙ্কাও তাই ছিল। আমরা ব্রিটিশকে তাড়িয়েছি ঠিকই, কিন্তু সভ্য হতে পারিনি। এর পেছনে দায়ী 'জাতিরাষ্ট্র'। আমার সীমানা, আমার রাজ্য, আমার শাসনক্ষমতা– এসবই যত সমস্যার সৃষ্টি করছে। জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ইউরোপ থেকে এসেছে। এটা বৌদ্ধ, মুসলমান বা হিন্দু ধর্মের ধারণা নয়; কোনো হিউম্যান কনসেপ্ট নয়। তাই বলে এই ধারণা রাতারাতি বদলে দেয়া সম্ভব নয়। তবে সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা সৃষ্টির কাজ আমরা করতে পারি। প্রতিহিংসা শুধু প্রতিহিংসারই জন্ম দেয়, ঘৃণা থেকে ভালোবাসার জন্ম হয় না। ভালোবাসার জন্ম হয় ভালোবাসা থেকেই। বিদ্বেষ, বিভাজন কখনো শান্তি আনতে পারে না। ইতিহাস বলে, ভালোবাসার মধ্যেই শান্তি নিহিত। শান্তি আছে ত্যাগ ও ক্ষমায়।

আমাদের বাংলাদেশে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, উপজাতিসহ অনেক সম্প্রদায় ও গোত্রের মানুষ আছে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা কমনওয়েলথ অব হিউম্যান কমিউনিটিজ গঠন করতে পারি। এতে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ অংশ নিতে পারে। এই কমনওয়েলথের বাণী হবে শান্তি ও ভালোবাসা। সৃষ্টিকর্তা আমাকে মুসলিম মা-বাবার ঘরে না পাঠিয়ে হিন্দু বা খ্রিষ্টান মা-বাবার ঘরেও পাঠাতে পারতেন। তাই একটি ধর্মীয় তকমা থাকলেই কি আরেকজনকে ঘৃণা করতে হবে? আমার আসল পরিচয় মানুষ, হিউম্যান। আমরা এই ভালোবাসা বিস্তারের কাজটি শুরু করছি না কেন? আমরা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে, মানুষকে ভালোবাসার বাণী ছড়াতে পারি।

এই করোনা মহামারীর সময়ে মানুষের প্রতি আরো বেশি করে ভালোবাসা প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ভারত-চীন যুদ্ধে বাংলাদেশ বন্ধুর পাশেই

(৪ পাতার পর)

মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার জন্য চীন দায়ী এর জন্য চীনের কাছে ক্ষতি পুরণ দেওয়ার কথা বলেছে, চীনের পক্ষপাতিত্ব করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য পদ প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অধিকাংশ অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। চীনা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এবং চায়না সরকারি-বেসরকারি বিমান সংস্থার বিমান আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, চীনের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যুক্তরাষ্ট্র চীন সাগরে তার যুদ্ধ জাহাজ চীনের জল সীমানার কাছে প্রেরণ করেছে, ভারতের পাশে থাকবে বলেও ভারতকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাপান তার ক্ষেপণাস্ত্র চীনের দিকে মুখ করে অবস্থান নিয়েছে, যুদ্ধ বেধে গেলে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান, সউদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানী, ফ্রাঞ্চ সহ অনেক দেশ ভারতকে সমর্থন জানাবে, অন্য দিকে চীন কে পাকিস্তান, মায়ানমার, উত্তর কোরিয়া ছাড়া কোন দেশ সমর্থন করবে বলে মনে হয় না। তাই বন্ধু-হীন চীনের পক্ষে কি সম্ভব হবে ভারতের বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়া যাওয়া, মোটেই না। ভারত-বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে, তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনমত সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরেছেন, সংগ্রাম শুরু হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারের শিকার সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভারতে আশ্রয় নিতে পারে সেই জন্য ভারত তার সীমান্ত থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেয়। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মেগালয় সহ অন্যান্য সিমান্ত এলাকার মানুষ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া উদবাস্তুদের সাহায্য করেছে যা ভুলার নয়। তাই ভারত যদি আক্রান্ত হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ ভারতের পাশে থাকবে কারণ ভারত বাংলাদেশের বিপদে পরীক্ষিত বন্ধু।

নিউইয়র্ক।

দু'হাজার বছরের পুরনো গেঁটে বাতের ওষুধে সারছে করোনা?

(৩ পাতার পর)

সঙ্গে এই ওষুধও প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, 'কোলকিসিন' প্রয়োগে রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মার্কিন গবেষকরা আরো জানিয়েছেন, গেঁটে বাতের চিকিৎসায় এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয় বহু যুগ ধরে। গবেষকরা এবার সেটাই প্রয়োগ করলেন কভিড-১৯ এর চিকিৎসায়। যে ১০৫ জন করোনা আক্রান্তের উপরে এই ওষুধ প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাদের মধ্যে ৫০ জনকে 'কোলকিসিন' দেওয়া হয়নি। দেখা গেছে, যাদের কোলকিসিন দেওয়া হয়নি তাদের অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে। আর যে রোগীদের কোলকিসিন দেওয়া হয়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। তবে এই ওষুধের উপরে এখনই পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে না।

চিকিৎসা গবেষকরা বলছেন, এত কম সংখ্যক রোগীর উপর চালানো পরীক্ষার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। আরো অপেক্ষা করতে হবে। অনেক বেশি সংখ্যায় করোনা আক্রান্তের উপর কোলকিসিন প্রয়োগে সাড়া মিললেই বলা যাবে যে এটি কভিড-১৯ সারাতে ভাল কাজ দিচ্ছে। তাই আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আরো অনেক পরীক্ষা চালেতে হবে।

বিশ্বনাগরিক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

(৩ পাতার পর)

এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক।

গ্রামীণ ব্যাংকের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে। ১৯৮৯ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামীণ ট্রাস্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠান। যেটির মূল কাজ পৃথিবীর যেসব দেশ গ্রামীণ ব্যাংক অনুকরণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়, সেসব প্রতিষ্ঠানকে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করা। এ পর্যন্ত বিশ্বের ৪২টি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ১৩২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে। ১৬টি দেশে সরাসরি গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

এক শ্রেণির অতিলোভী দুষ্টলোক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে। তাদের কারণে ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথা শোনা যায়। তারা মূলত আধুনিক সুদি মহাজন, যাদের বিরুদ্ধে ছিল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের লড়াই। আমাদের মনে রাখতে হবে, সমাজে দুষ্টলোক ছিল, আছে এবং থাকবে। গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক ব্যবসা হিসেবে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান।

২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বেড়ে যায় বহুগুণ। সমস্যা সমাধানের জন্য একে একে প্রতিষ্ঠা করেন বহু সামাজিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। যৌথ ব্যবসায় এগিয়ে আসেন ফ্রান্সের ডানোন ফুডস, ভিয়েলিয়া ওয়াটার, জার্মানির বিএ-এসএফ, জাপানের বিখ্যাত ইউনিক্লোসহ বিশ্বের বহু নামিদামি কোম্পানি।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার মিশন। বিশ্ববাসী ব্যক্তিগত মুনাফাবিহীন সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশবান্ধব ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

২০১৮ সালে 'অ্যা ওয়ার্ল্ড অব থ্রি জিরোস: জিরো পভার্টি, জিরো আন-এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড জিরো নেট কার্বন এমিসন' নামে একটি বই লিখেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি তার তিন শূন্যের স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। সঙ্গে আছে তার প্রতিষ্ঠিত ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস গ্লোবাল, গ্রামীণ ক্রিয়েটিভ ল্যাবসহ তার প্রতিষ্ঠিত সব প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববাসীকে তার অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

জাপান, চীন, রাশিয়া, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে বক্তৃতা প্রদানের আমন্ত্রণ। এক ঘণ্টা বক্তৃতার জন্য প্রস্তাব থাকে বাংলাদেশি টাকায় এক কোটি বা তার চেয়ে বেশি। তার কথার এই উচ্চ চাহিদা তৈরি হয়েছে তার সম্পাদিত কর্মের মাধ্যমে। বিশ্ববাসীর কাছে তিনি একজন অতি সম্মানিত, পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য কতো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, বিখ্যাত ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তর থেকে প্রতিনিয়ত আমন্ত্রণপত্র আসতে থাকে! খুব কমই তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন। তবে, প্রত্যেকটি আমন্ত্রণপত্রের জবাব দেয়া হয়।

কমপক্ষে এক বছর বা ছয়মাস আগে পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ ও তার কাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে উভয় পক্ষের তারিখ মিলে গেলে তখনই কেবলমাত্র আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। অন্যথায় বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হয়। ইউনূস সেন্টারের একজন স্বেচ্ছাসেবী সারা বছর উত্তর প্রদান করেন শুধু তাদের, যাদের আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এখানে উল্লেখ্য, বক্তৃতার সম্মানী বিদেশ থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি সেই অর্থ তার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ট্রাস্টে দান করেন।

সমগ্র পৃথিবীর নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিয়ত আসে আমন্ত্রণপত্র। ইতিমধ্যে ৩২টি দেশের ৮৩টি বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নামে 'ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে গবেষণা হচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কর্ম ও জীবনাদর্শন নিয়ে। সামাজিক ব্যবসার ওপর কোর্স চালু হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কানাডা ও জাপানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে। পৃথিবীর মাত্র সাত জন ব্যক্তির একজন আমাদের ড. মুহাম্মদ ইউনূস- যিনি পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার, প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম ও কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেলসহ বহু পুরস্কার। বাংলাদেশকে তিনি এনে দিয়েছেন এসব বিরল সম্মাননা।

একটি ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করে আমি আমার লেখার ইতি টানবো। ২০১৫ সালের জুলাই মাস। স্যারের ব্যবহৃত হাতঘড়িটি অত্যন্ত পুরনো হয়ে গেছে। ঘড়ির ব্র্যান্ডের নাম উঠে গেছে। রোমান অক্ষরে লেখা ঘড়ির সময় নির্দেশিকাও প্রায় উঠে গেছে। আমি কয়েকবার বেল্ট পরিবর্তন করেছি। প্রয়োজন পড়লো ব্যাটারি পরিবর্তন করার। এবার সাহস করে বললাম, 'স্যার, সময় বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, ঘড়িটি ব্যবহারযোগ্য নয়।' স্যার এবার দ্বিমত পোষণ করলেন না। বললেন, 'তুমি একটা কিনে আনো।' আমি মিরপুর-১ নম্বরের মার্কেট থেকে এক হাজার ৪৫০ টাকা দিয়ে স্যারের বর্তমান ঘড়ির সঙ্গে মিল রেখে একটা ঘড়ি কিনে আনলাম। স্যার তৎক্ষণাৎ হাতে পরলেন। যথারীতি প্রাণখোলা হাসি দিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। টানা তিন বছরের বেশি সময় পরেছিলেন ঘড়িটি। মাঝে দুইবার বেল্ট, একবার ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তার সাদামাটা জীবনযাপন নিয়ে পরবর্তীতে লেখার ইচ্ছা আছে।

এই মহান দেশপ্রেমিক, স্বপ্নদর্শী, সৃজনশীল, মেধাবী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, কর্মে উদ্দীপ্ত, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মহান ব্যক্তি কখনো চাননি নিজের জন্মদিন প্রচলিত জন্মদিন হিসেবে পালিত হোক।

২০১০ সালে প্রথম তার জন্মদিন 'সামাজিক ব্যবসা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সামাজিক ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী সহযোগী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীরা সবাই একত্রিত হয়ে এই বিশ্বকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দারিদ্র্য- বেকারত্বমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ার উদ্দেশ্যে চলে দিনব্যাপী প্ল্যানারি সেশনসহ বিভিন্ন কর্মশালা। বিশ্বের ৫৫-৬০টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন আয়োজনে। গত ১০ বছর যাবৎ এভাবেই উদ্যাপিত হয়ে আসছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্মদিন বা সামাজিক ব্যবসা দিবস। আজ ২৮শে জুন তার ৮০তম জন্মদিন। দেশ তথা বিশ্বের সম্পদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম। শুভ জন্মদিন স্যার।

লেখক- ইউনূস সেন্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমন্বয়কারী।

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better™

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

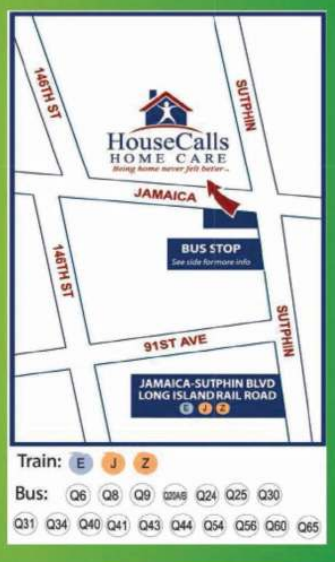
Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

সঞ্চয় ৫৪২৭ কোটি টাকা

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের 'টাকার পাহাড়'

মনির হোসেন: ২০১৯ সালে বাংলাদেশীদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬০ কোটি ৩০ লাখ ফ্র্যাংক। স্থানীয় মুদ্রায় ৫ হাজার ৪২৭ কোটি টাকা (প্রতি সুইস ফ্রাংক ৯০ টাকা হিসাবে), যা কমপক্ষে ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের (দেশের) পরিশোধিত মূলধনের সমান। ২০১৮ সালে এ সঞ্চয় ছিল ৫ হাজার ৫৫৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় ১৩২ কোটি টাকা কমেছে। এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)



শেনজেন ভিসা ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শেনজেন ভিসা ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৬টি দেশ নিয়ে তৈরি ব্লককে শেনজেন কান্ট্রিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জুলাইয়ের শুরু থেকে এসব দেশের সীমান্ত খুলে দেয়ার কথা। এ সময়ে এসব দেশে প্রবেশের ভিসা বৈধ হবে ৫৪টি দেশের জন্য। সেই দেশগুলোর তালিকায় নেই বাংলাদেশ। রোববার (২৮ জুন) এ খবর দিয়েছে গালফ নিউজ।



খবরে বলা হয়, শেনজেন বলতে বোঝানো হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট-ফ্রি জোন। এর অধীনে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশিরভাগ দেশ। সেখানে যেকোনো ব্যক্তিকে শেনজেনভুক্ত এলাকার যেকোনো (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমুদ্র-তলদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা চাইলো বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনাসমূহ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে নিজস্ব সমুদ্র সীমার বাইরে বৈশ্বিক সমুদ্র-সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরলো বাংলাদেশ। গত ২৫ জাতিসংঘে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের জন্য আয়োজিত "সমুদ্রতলের সম্পদে টেকসই উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রাপ্ত সুবিধার ন্যায়সঙ্গত বন্টন: স্বল্পোন্নত, ভূ-বেষ্টিত স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্রসমূহের সুযোগ" শীর্ষক এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। সমুদ্র-তলদেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ (International Seabed Authority-ISA) এবং স্বল্পোন্নত, ভূ-বেষ্টিত স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্রসমূহের জোটের সভাপতিগণ এই ব্রিফিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উচ্চ পর্যায়ের এই ইভেন্টটিতে গভীর সমুদ্রে খনন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য চুক্তিবদ্ধকরণ এবং বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে স্বল্পোন্নত, ভূ-বেষ্টিত স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ-রাষ্ট্রসমূহের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে এমন সক্ষমতা বিনির্মাণে আইএসএ যে পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করেছে তা সদস্য দেশসমূহের সামনে তুলে ধরেন আন্তর্জাতিক সমুদ্রতলদেশ কর্তৃপক্ষের সেক্রেটারি-জেনারেল মাইকেল ডবিউ লজসহ ব্রিফটির অন্যান্য প্যানেলিস্টগণ। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

চলে গেলেন 'মেমসাহেব' খ্যাত সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলা ভাষার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য আর নেই। 'মেম সাহেব' তার বহুল পঠিত একটি উপন্যাসের নাম। কালজয়ী বাংলা ছবি 'মেমসাহেব' তাঁর কলম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। লিখেছেন আরো বহু উপন্যাস। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এই নন্দিত লেখক গত ২৬ জুন বৃহস্পতিবার কলকাতার টালিগঞ্জের মোর এভিনিউয়ে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। কলকাতার একটি প্রকাশনা সংস্থা নিমাই ভট্টাচার্যের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি।



১৯৩১ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শরশুনা গ্রামে জন্ম নিমাই ভট্টাচার্যের। দেশভাগের সময় তাঁর পরিবার এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। দেশভাগের পর নিমাই ভট্টাচার্য পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী হন। সেখানে কলকাতার টালিগঞ্জের শাশমল রোডের বাসায় বসবাস করতেন তিনি। পাঁচ বছর আগে মস্তিস্কের রক্তক্ষরণজনিত কারণে শরীরের একাংশ অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে লেখালেখি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় নিমাই ভট্টাচার্যের।

গত ২৬ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২০ নাগাদ তাঁর টালিগঞ্জের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক। বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। তিন পুত্র ও দুই কন্যাকে রেখে প্রয়াত হলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে আগেই মারা গেছেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে মাতৃহীন হয়ে ভীষণ কষ্টে পিতার সীমিত আয়ের মধ্যে নিমাই ভর্তি হন কলকাতা করপোরেশনের ফ্রি স্কুলে। কলকাতা রিপন কলেজে কিছুদিন পড়ালেখা করার পর যশোরে ফিরে আসেন তিনি। ১৯৪১ সালে তিনি যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশনে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং নবম শ্রেণি পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। নিমাই ভট্টাচার্যের পিতা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিজেও যশোরের সম্মিলনী ইনস্টিটিউশনের ছাত্র এবং পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কলকাতা গমনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত। পরবর্তীতে দেশভাগের পর নিমাই ভট্টাচার্য তার পিতার সঙ্গে পুনরায় কলতায় যান এবং সেখানে আবারও রিপন স্কুলে এন্ড কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং সেখান থেকেই আইএ পাস করেন এবং ১৯৫২ সালে বিএ পাস করেন। কলেজে পড়ার সময়ই সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৫০ সালে 'লোকসেবক' পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতা জীবনের শুরু তাঁর। ১৯৬৩ সালে কলকাতার সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় প্রথম তার লেখা একটি উপন্যাস প্রকাশিত হলে তা ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। এরপর তার আরও চারটি উপন্যাস (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

সাবেক ফুটবলার আব্দুল গাফফারের মাতৃবিয়োগ

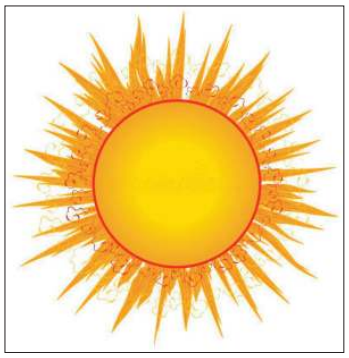
নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের একসময়ের জনপ্রিয় ও তারকা ফুটবলার আব্দুল গাফফার-এর মা রহিমা খাতুন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সময় ২৩ জুন মঙ্গলবার রাতে ঢাকাস্থ শরমিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিলো ৮৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। মরহুমার পুত্র-কন্যারা সবাই যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। উল্লেখ্য, আব্দুল গাফফার বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল ছাড়াও ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আবাহনী ক্রীড়া চক্র দলের কৃতি ফুটবলার ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।



ফ্লোরিডায় অবস্থানরত ফুটবলার আব্দুল গাফফারের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান যে, তার মা বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন। গত জানুয়ারী মাসে তিনি স্ট্রোক-এর শিকার হন। এছাড়াও তিনি ডায়াবেটিস সহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। আব্দুল গাফফার জানান, মায়ের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার তাকে শরমিতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তিনি আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন এবং বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টা ১০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। তিনি ২৪ জুন বুধবার জুন নিউইয়র্কের জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কাতার এয়ারলাইন্সের রাতের ফ্লাইটে ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ এবং তিনি তার মায়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দোয়া কামনা করেন। এদিকে আবাহনী সমর্থক গোষ্ঠী, ইউএসএ'র (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

সুস্থতার জন্য প্রয়োজন সূর্যকিরণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরে ভিটামিন-ডি শোষণের জন্য দৈনিক কিছুটা সময় রোদে থাকা জরুরি। রোদ বা সূর্যের আলো দেহের ছোটখাটো অনেক জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভিটামিন-ডি স্বল্পতা থেকে রক্ষা পেতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে আধাঘণ্টা রোদে থাকা প্রয়োজন। শারীরিক কর্মকান্ডের অভাব এবং সূর্যালোকে বের না হওয়ার কারণে শরীরে ভিটামিন-ডির ঘাটতি হয়।



ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বলেন, গায়ে রোদ লাগালে দেহের রক্তরসে যে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়, তা শরীরে ক্যানসারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া এই ভিটামিন নানারকম হাড়ের রোগ, অস্টিওপোরোসিস এবং সাধারণ ফ্লুয়ের ঝুঁকিও কমায়। সূর্যের আলো বা রোদ আমাদের শরীরের 'সার্কডিয়ান রিদম' ঠিক রাখে। সহজ ও তৃপ্তিকর ঘুমের জন্যও রোদ অনেক উপকারী। সূর্যের আলোর কারণে আমাদের শরীরে বিটা-এন্ড্রফিন নামের হরমোন তৈরি হয়। যার কারণে আমাদের মন-মেজাজ থাকে ফুরফুরে ও প্রফুল্ল। এ ছাড়া সূর্যের আলো ব্রন তৈরির জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়াকে ধ্বংস করে। সূর্যের আলো মানবদেহের উচ্চ রক্তচাপও কমায়। সূর্যের আলো মাত্র ২০ মিনিটে রক্তের কণিকা থেকে নাইট্রিক এসিড নিঃসৃত করতে পারে যা স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এবং রক্ত জমাট বাঁধা দূর করে। ভিটামিন-ডির উচ্চতর মাত্রা লিভার ডি-টোক্সিফিকেশন সিস্টেমকেও ত্বরান্বিত করে। সূর্যের আলো ছাড়া ভিটামিন-ডি পাওয়া যায় কিছু প্রাণিজ খাদ্যে যেমন- তৈলাক্ত মাছে, কড বা হাঙর মাছের লিভারের তেলে। এ ছাড়া দুধ, ডিমের কুসুম, মাখন ও চর্বিযুক্ত খাদ্যেও ভিটামিন-ডি থাকে। যেসব প্রাণী মাঠে চরে বেড়ায় এবং প্রচুর সূর্যালোক পায়, (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়া কি লন্ডন যাচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

বলছেন, আপাতত লন্ডন যাচ্ছেন না তিনি। তা ছাড়া শর্তসাপেক্ষে মুক্তি নিয়ে তিনি বিদেশ যেতে চান না। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে উচ্চ আদালতে আবারও জামিন চাইবেন বিএনপিপ্রধান। সেখানে জামিন পেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার চিন্তাভাবনা করবেন।

অবশ্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বেগম জিয়াকে যে দুই শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাতে তার দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।' টানা ২৫ মাস কারাবন্দী থাকার পর চলতি বছরের ২৫ মার্চ সরকারের নির্বাহী আদেশে ছয় মাসের জন্য জামিনে মুক্তি পান সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। মানবিক কারণ ও বয়স বিবেচনায় খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। শর্তে বলা হয়- বেগম জিয়া তাঁর ঢাকার বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন ও বিদেশে যেতে পারবেন না। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারা অনুযায়ী এ সিদ্ধান্তের কথা সরকার জানায়। বিএনপিসূত্রে জানা যায়, খালেদা জিয়া এ আদেশের সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করবেন। এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে বিএনপি। এরই মধ্যে দলের বেশ কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খালেদা জিয়ার হয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হতে পারে। পাশাপাশি তাঁর স্থায়ী জামিনের জন্য আইনজীবীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার আইনজীবী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বেগম জিয়া উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাবেন কিনা সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। তবে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছে। করোনার কারণে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়নি। তাঁর সম্পূর্ণ চিকিৎসা হয়নি। প্রয়োজনবোধে আবারও সরকার মানবিক কারণে তাঁর মুক্তির সময়সীমা বাড়াতে পারে। তবে এর জন্য আবেদন করতে হবে। সেটা পরিবার করতে পারে।'

এদিকে বেগম জিয়ার পরিবারের সদস্যরা জানান, আপাতত বাসায় থেকেই তাঁর লন্ডনে থাকা পুত্রবধূ ডা. জোবায়দা রহমানের পরামর্শে চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি। এটাই চলবে। তা ছাড়া বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ দলের সিনিয়র চিকিৎসকের একটি দল বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর রাখছেন। বেগম জিয়ার সেজ বোন সেলিমা ইসলাম গতকাল বিকালে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'কেউ কেউ গুজব ছড়াচ্ছে খালেদা জিয়া লন্ডন যাচ্ছেন। এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া ঢাকা-লন্ডন দুই জায়গায় প্রাণঘাতী করোনা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। এ মুহূর্তে বিমানবন্দরে যাওয়াই যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে এ ধরনের চিন্তাভাবনা তো মাথায় আসছে না।'

সূত্র জানান, কয়েকদিন আগে বেগম খালেদা জিয়ার এক ঘনিষ্ঠজন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। একপর্যায়ে চিকিৎসার বিষয়টি আলোচনায় এলে ঘনিষ্ঠ ওই নেতা জানতে চান, 'আপনার যে শারীরিক অবস্থা তাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কিছু ভাবছেন কিনা।' জবাবে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'দেশে এবং বিশ্বের যে পরিস্থিতি তাতে এ মুহূর্তে যাওয়া ঠিক হবে না।' ওই নেতা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, আপাতত চেয়ারপারসন বিদেশ যাচ্ছেন না, তা তাঁর মনোভাব দেখেই বোঝা গেছে। বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'বেগম জিয়া কোথায় যাবেন? লন্ডন, সেখানেও তো দ্বিতীয় ধাপে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। গণমাধ্যমে কিছু গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমার জানা মতে বেগম জিয়ার এ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনাই নেই।' ৭৪-উর্ধ্ব বেগম খালেদা জিয়া আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের নানা সমস্যায় ভুগছেন। তাঁর হাত ও পায়ের গিরায় গিরায় ব্যথাও আছে। মুক্তির পর এখনো খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা শুরু হয়নি। করোনার কারণেই তা সম্ভব হচ্ছে না। খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় দলীয় চিকিৎসকের সমন্বয়ে একটি টিম রয়েছে। তাঁদের এক-দুজন নিয়মিত তাঁর শারীরিক অবস্থার ফলোআপ করছেন। এ ছাড়া পুত্রবধূ ডা. জোবায়দা রহমান নিয়মিত তাঁর চিকিৎসার তদারকি করছেন। করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন করে চিকিৎসা শুরু করবেন তিনি। করোনাভাইরাসের কারণে ২৫ মার্চ থেকে ব্রিটিশ হাইকমিশনের ভিসা আবেদন কেন্দ্র বন্ধ আছে। এ সময়ের মধ্যে কারও আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। গণমাধ্যমে খবর আসে- সম্প্রতি খালেদা জিয়া এবং তাঁর গৃহকর্মী ফাতেমা বেগম ব্রিটিশ ভিসা নিয়েছেন। বিষয়টি 'সত্য' নয় বলে জানা গেছে।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

PARKCHESTER PROPERTY MANAGEMENT
Tel: 718-989-8505
Parkchester Bronx Realty
Buy * Sell * Rent * Finance * Market Value * Investment * Property Management

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

NMLS#177308
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

ড. আলী রীয়াজ এআইবিএসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজ আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ (এআইবিএস) এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ হলো যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ উদীয়মান প্রকৌশলীর
একজন বাংলাদেশী প্রান্ত



বিশেষ প্রতিনিধি: ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে হাজারো দু:খ-কষ্টের মধ্যে আনন্দের খবর পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটি। আর এই আনন্দের খবর নিয়ে নিজের ও দেশের মুখ উজ্জল করেছেন বাংলাদেশী আমেরিকান প্রান্ত। তার পুরো নাম ওয়াকিল প্রাপ্ত। সে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১০ জন উদীয়মান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের একজন হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

মাহফুজুর রহমান জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচিত



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সদ্য অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক ষ্টেট ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীরা পরাজিত হলেও কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান (ইমরান)। তিনি অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ (কুইন্স) থেকে গত ২৩ জুন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে জুডিশিয়াল ডেলিগেট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আন অফিসিয়াল বিজয়ী হয়েছেন। অ্যাবসেন্টি (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সহযোগিতায় মার্ক হোম কেয়ার, জেবিএফসি, বাপা, ফোবানার নেতৃত্বে তৃতীয় কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফোবানা'র নেতৃত্বে, মার্ক হোম কেয়ার ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় তৃতীয় কবিড -১৯ ও এন্টিবডি টেস্ট গত ২৬ সে জুন নিউ-ইয়র্ক-এর জ্যামাইকাতে সম্পন্ন হয়েছে। এতে ৪ শতাধিক (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে মৃতদের নামে ১৪০ কোটি ডলারের চেক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মৃত ব্যক্তিদের নামে টাকা বরাদ্ধ করে বিপাকে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার মৃত ব্যক্তিদের নামে পাঠিয়ে তা ফেরত আনা নিয়ে চিন্তা করছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জবাবদিহিতা বিষয়ক অফিস গত ২৫ জুন বৃহস্পতিবার জানায়, দেশের মৃত ব্যক্তিদেরই এক দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদান করা হয়েছে। করোনা মহামারির সময়ের এই অর্থ এভাবে বেহাত হওয়া কঠোর সমালোচনা করেছে এই অফিস। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক এই সংস্থাটি জানিয়েছে, দেশজুড়ে রাজস্ব এবং আইআরএস বিভাগ প্রায় পরিমাণ ১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার মৃত ব্যক্তিদের নামে পাঠিয়েছে। তবে আইআ-রএস জানায়, যদি মৃত ব্যক্তির নামে যাওয়া এ অর্থ অন্য কেউ যদি পেয়ে থাকে তাহলে সব অর্থ ফেরত আসবে। তবে আইআরএস অবৈধভাবে পাওয়া ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারেনি এবং কীভাবে সেই অর্থ ফেরত আসবে তাও জানায়নি। নতুন রিপোর্ট কংগ্রেসকে দেবে জবাবদিহিতা অফিস। সংস্থাটি জানিয়েছে, আইআরএস (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট প্যারেড!

আবু জাফর মাহমুদ

বুধবার ২৪ জুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয় দিবস-২০২০ অনুষ্ঠানের প্যারেড করলো রাশিয়া। এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ইউরোপে, বন্ধ হয়েছে আমেরিকায়। তাই, সঙ্গতকারণেই মনে এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবরাখবর কিছুটা নেই। দেখি যুদ্ধের প্রকৃত বিজয়ী কি রাশিয়া নাকি (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ারের নতুন কমিটি গঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে 'এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি গঠন উপলক্ষে গত ২৫ জুন এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউস্থ বনফুল গ্রোসারীর সামনে পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন মোহাম্মদ সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আহছানুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক- সাইফুল আলম, (বাকি অংশ ২২ পাতায়)





নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক গত সপ্তাহে জ্যাকসন হাইটস থেকে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ২০০ বক্স ফুড বিতরণ করে। কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট অফিসের সহযোগিতায় এই ফুড বিতরণ করা হয়। এসময় সোসাইটি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক নিটি কাউন্সিল নির্বাচন-২০২১
দেলোয়ার-সেবুল'র প্রচারণা শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): চলতি ২০২০ সাল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের বছর। আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনের পাশাপাশি ঐদিন দেশব্যাপী আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীর রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অপরদিকে প্রধান বিরোধীদল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হতে চলেছেন ওবামা সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চলছে উভয় প্রার্থীর প্রচারণা। এদিকে গত ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারী নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫জন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র একজন বিজয়ী হয়েছেন। তবে প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীরা আশার আলো দেখিয়েছেন। অপরদিকে সদ্য অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে ফিলাডেলফিয়া (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

বাড়ি ক্রয় : প্রতারণা থেকে সাবধান

এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল



এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও কানেটিকাটে ঢুকলেই ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড ১৯-এ পর্যুদস্ত যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি রাজ্যে কোয়ারেন্টিন পদ্ধতি চালু হচ্ছে। করোনাভাইরাসের একসময়কার হটস্পট ওই তিনটি রাজ্যে কেউ প্রবেশ করলেই দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। তিনটি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে– নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও কানেটিকাট। খবর বিবিসির। এই তিন রাজ্যে একযোগে নতুন ভ্রমণ নির্দেশিকাও ঘোষণা করা (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

CHAUDRI ASSOCIATES
Finance, Accounting, Tax, Audit & Consulting
(Business & Not for profit)
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
Email: chaudricpa@gmail.com



উদ্দিন ট্যাক্স সার্ভিসেস
(মাল্টি সার্ভিসেস প্রোভাইডার)
আমাদের সার্ভিস সমূহ:
• ইনকাম ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম ফিল-আপ
• হোম এন্ড অটো ইন্স্যুরেন্স • নোটারী পাবলিক
• রিয়েল এস্টেট এজেন্ট
এ্যাডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দিন
এম. এ. এলএলবি
প্রেসিডেন্ট
37-15,73rd St, Suite 203, Jackson Heights, NY 11372
Tel:917-312-8322, Email: mohuddin@aol.com



আব্দুল মন্নান
হজ্জ কাফেলা-২০২০
105-24 75th Street, Ozone Park, NY 11417
ABDUL MANNAN
347-605-2458 or 718-296-7759



J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
Tax File Only For $50.00
Call Now : 347-536-5107
37-19 74th Street, Suite-1R | Jackson Heights, NY 11372



ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide....
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
ওমরা ও মূল হজ্জ
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Accredited
Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax নিউইয়র্ক
মো: আব্দুল খালেক
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com



এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com